তাম্বীহুল গাফেলীন
বা
গাফেলদের জন্য সতর্কতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
সাহাবাগণ, তাবেয়ীন এবং বুর্যুগানে
দ্বীনের নসিহতপূর্ণ বাণী, আমল
ও তাহাদের ঘটনাবলীর
অপূর্ব সমাহার

মূল
ইমাম ফকীহ আবুল লায়ছ সমরকন্দী
(রহমতুল্লাহি আলাইহি)

অনুবাদ
মাওলানা বশির উদ্দিন

প্রকাশনায়
মোহাম্মদী লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা–১২১১

সূচীপত্র

এখলাস (সততা)

মৃত্যু ও উহার ভয়াবহতা

বিষয় পৃষ্ঠা

কবরের আযাব

কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য

বেহেশ্ত এবং বেহেশ্তবাসী

আল্লাহর রহমত

সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যের নিষেধ

তওবা

মাতাপিতার হক

আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত

প্রতিবেশীদের হক

মিথ্যা

গীবত

চুগুলখোরী

হিংসা

অহংকার

ক্রোধ

যবান (জিহ্বা)

দ্বিতীয় খন্ড

লোভ-লালসা

বিষয়	পৃষ্ঠা

দুনিয়া ত্যাগ করা

বিপদাপদে ধৈর্যধারণের ফজীলত

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা

পরিবারের লোকদের জন্য ব্যয় করার ফজীলত

ইয়াতীমের প্রতি সদ্ব্যবহার করা

ব্যাভিচার (যিনা) আর ইহার অনিষ্টতা

সুদের নিন্দা

গোনাহ

রহমত ও দয়ামায়া

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা

আল্লাহর ভয়

আল্লাহর যিকির

দোয়া

তসবীহ সমূহ

দরুদ শরীফ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সমুদয় প্রশংসা ঐ মহান সত্তার যিনি আমাদেরকে এই বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি তিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই পথ পাইতাম না। রহমত বর্ষিত হউক তদ্বীয় মনোনীত ও নির্বাচিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার পবিত্র পরিবার পরিজন ও সমস্ত সাহাবাগণের উপর। হামদ্ ও সালাতের পর-

এখলাস (সততা)

রিয়া ছোট-শিরক

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে মানুষ! তোমাদের ব্যাপারে ছোট্র শিরক সম্পর্কে আমার অত্যন্ত ভয় হয়। সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম জিজ্ঞাসা করিলেন, ছোট শিরক আবার কি? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন। "রিয়া"

রিয়াকারদেরকে কিয়ামতের দিন বলা হইবে- যাহাদের উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে আমল করিয়াছিলে, যদি তাহাদের নিকট হইতে নেওয়ার মত কিছু থাকে তবে তাহাদের কাছ থেকে স্বীয় আমলের বিনিময় আদায় কর।

রিয়াকারের উপমা

জনৈক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির উক্তি- রিয়াকার ঐ ব্যক্তির তুল্য, যে স্বীয় থলি পয়সার পরিবর্তে পাথর কণা দ্বারা পরিপূর্ণ করিল। আর ইহাতে মানুষ তাহাকে সম্পদশালী মনে করা ছাড়া সে আর অধিক কোন ফায়দা পাইবে না। কিন্তু থলিওয়ালা এইরূপ থলি দ্বারা কোন প্রয়োজন মিটাইতে পারিবেনা। তদ্রুপ রিয়াকারকেও দর্শক অবশ্যই নেককার ও খোদাভীরু বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু আল্লাহর দরবারে তাহার আমল সমূহের বিনিময়ে কিছুই মিলিবে না।

সাতটি বিষয় অপর সাতটি বিষয় ব্যতীত অর্থহীন

এক বুযুর্গের উক্তি- যে ব্যক্তি সাতটি বিষয়ের উপর আমল করে আর অপর সাতটি বিষয়ের উপর আমল করেনা তাহার আমল অর্থহীন। বিষয়গুলি হইলঃ

(১) খোদাভীরুতার দাবী করে, কিন্তু পাপ কার্য থেকে বিরত থাকে না। তাহা হইলে তাহার দাবী মিথ্যা ও অর্থহীন।

(২) আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদানের আশা রাখে। অথচ নেককাজ করেনা। (যদিও আল্লাহ পাক নেক আমল ছাড়াও উত্তম প্রতিদান দিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার সাধারণ নীতি হইল-উত্তম প্রতিদান নেক আমলকারীই পাইবে।)

(৩) নেককাজ করিবার অভিলাষ তো আছে, কিন্তু পাকা পোক্তা নিয়ত নাই।

(৪) মেহনত ব্যতীত দোয়া। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি শুধু দোয়া করিয়াই ক্ষান্ত হয়। নেককার হওয়ার জন্য মোটেই চেষ্টা করে না। সে ব্যক্তি বঞ্চিত থাকিবে।)

যে ব্যক্তি চেষ্টা করে সে ব্যক্তিই তাওফীক প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ পাক বলেন-

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থ ঃ যাহারা আমার জন্য পরিশ্রম করে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে স্বীয় সঠিক পথ প্রদর্শন করি।

(৫) স্বীয় অপরাধের জন্য লজ্জিত হওয়া ব্যতীত ক্ষমা প্রার্থনা করা। (অর্থাৎ মুখে মুখে তো ক্ষমা প্রার্থনা করে কিন্তু আন্তরিক ভাবে লজ্জিত হয় না। তাহা হইলে এইরূপ ক্ষমা প্রার্থনায় লাভ কি?)

(৬) আত্মসংশোধন ব্যতীত বাহ্যিক ও লোক দেখানো নেককাজ অর্থহীন। (৭) এখলাস ব্যতীত প্রচেষ্টা। **(এখলাস ব্যতীত বহু বড় বড় নেককাজ ও দ্বীনি মেহনত অর্থহীন হইয়া যায়।)**

আমল প্রকাশ হইয়া যাওয়ার ফলে দ্বিগুণ প্রতিদান

কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করিল- আমি অত্যন্ত গোপন ভাবে কোন আমল করি কিন্তু মানুষ তাহা জানিয়া ফেলে। ইহাতে আমি আনন্দ অনুভব করি। তবে কি এইরূপ আমলে সওয়াব মিলিবে? (কেননা বাহ্যিক ভাবে তো ইহা এখলাসের পরিপন্থী)

রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেনঃ দ্বিগুণ সওয়াব পাইবে। এক সওয়াব গোপন করার আর অপর সওয়াব প্রকাশ হইয়া যাওয়ার।

ব্যাখা ঃ গোপনে গোপনে আমল করা এখলাসের নিদর্শন। আর ইহাই উত্তম প্রতিদানের বুনিয়াদ। আমল প্রকাশিত হইয়া যাওয়ার ফলে অন্যান্যদের আমল করার সুযোগ মিলিয়া গেল। সুতরাং নিম্নলিখিত হাদীছের নীতির আলোকে অন্যান্যদের আমলের সওয়াবও সে পাইবে।

এই প্রসঙ্গে সহীহ্ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে-

مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهٗ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهٗ الخ

(مسلم)

"যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম পদ্ধতির প্রচলন করে সে ইহার সওয়াব পায় এবং তাহার পরে যাহারা তদনুযায়ী আমল করে তাহাদের সওয়াবও সে পায়।" -মুসলিম

কিন্তু স্বীয় আমল মানুষের সামনে প্রকাশ হইয়া যাওয়ার আকাংক্ষা করা বা চেষ্টা করা নিঃসন্দেহে এখলাসের পরিপন্থী।

মুখলিস ব্যক্তি কে?

কোন ব্যক্তি জনৈক বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করিল-মুখলিস ব্যক্তি কে? বুযুর্গ উত্তর দিলেন-মুখলিস ঐ ব্যক্তি, যে স্বীয় সৎকর্ম সমূহকে গোপন রাখে। যেমনি ভাবে সে স্বীয় অসৎ কর্ম সমূহকে গোপন করিয়া রাখে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিল-এখলাসের আলামত কি ? উত্তর দিলেন- অন্যে তাহার প্রশংসা করুক ইহা সে পছন্দ করে না।

আল্লাহর বিশেষ বান্দার পরিচয়

কোন এক ব্যক্তি হযরত যুন্নুন মিসরীকে জিজ্ঞাসা করিল-আল্লাহর প্রিয় খাছ বান্দার পরিচয় কি? তিনি উত্তর দিলেন- আল্লাহর খাছ বান্দার পরিচয় লাভের নিদর্শন চারটি-

(১) আল্লাহর খাছ বান্দা আরাম আয়েশ বর্জন করে।

(২) তাহার কাছে কম বেশী যাহা কিছু আছে, তাহা হইতে একাংশ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে।

(৩) স্বীয় পার্থিব সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ার উপর খুশী থাকে।

(৪) কেহ তাহার প্রশংসা করুক বা কেহ তাহাকে তিরস্কার করুক-উভয়ই তাহার দৃষ্টিতে সমান।

রিয়াকার ব্যক্তির আলামত চারটি

(১) লোক চক্ষুর অন্তরালে সৎকাজে অবহেলা করে।

(২) মানুষের সামনে পূর্ণ উদ্যম ও আগ্রহের সাথে আমল করে।

(৩) যে কাজে মানুষ প্রশংসা করে সে কাজ বেশী বেশী করে।

(৪) যে কাজে তাহাকে মন্দ বলা হয় সে কাজ অতি অল্প করে।

তিনটি বিষয় আমলের জন্য দূর্গ স্বরূপ-

(১) এইরূপ বিশ্বাস রাখা যে, আমলের তাওফীক আল্লাহর পক্ষ হইতে হয়। (যাহাতে গর্ব ও অহংকার না জন্মে)

(২) প্রতিটি আমল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা। (যাহাতে প্রবৃত্তির চাহিদা বাধাপ্রাপ্ত হয়)

(৩) আমলের প্রতিদান ও বিনিময় শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই চাওয়া। (যাহাতে অন্তর থেকে রিয়া এবং লোভ দূরীভূত হইয়া যায়)

এখলাস রাখালের নিকট থেকে শিক্ষা কর

জনৈক বুযুর্গ বলেন যে, মানুষের জন্য রাখালের নিকট হইতে আদব এবং এখলাস -এর শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কেহ জিজ্ঞাসা করিল কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ

করিবে? তিনি উত্তর দিলেন, রাখাল যখন ছাগল পালের নিকটে নামায আদায় করে, তখন তাহার আদৌ এই চিন্তা আসেনা যে, ছাগলগুলি আমার প্রশংসা করিবে। অনুরূপভাবে আমলকারীরও উচিত সে যেন (তাহার অন্তরকে) মানুষের প্রশংসা ও তিরস্কারের চাহিদা মুক্ত করিয়া আল্লাহর ইবাদত করে।

আমল কবুল হওয়ার জন্য চারটি শর্ত

প্রতিটি আমল কবুল হওয়ার জন্য চারটি বিষয় অত্যন্ত জরুরী। যথা- (১) ইল্‌ম, (২) নিয়ত, (৩) ধৈর্য, (৪) এখ্‌লাস।

(১) ইল্‌ম ঃ ইল্‌ম ব্যতিরেকে আমল বিশুদ্ধ হওয়া অত্যন্ত কঠিন, বরং অসম্ভব। আর ঐ আমলই কবুল হয়, যাহা সহীহ শুদ্ধ হয়।

(২) নিয়ত ঃ নিয়ত ব্যতীত আমল প্রতিদান প্রাপ্তির যোগ্য হয় না, কোন কোন আমল তো নিয়ত ব্যতীত কবুলই হয় না। এই প্রসঙ্গে হাদীছ শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে-

إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অর্থ ঃ নিয়তানুপাতে আমলের প্রতিদান মিলে।

(৩) ধৈর্য ঃ ধৈর্য এবং স্থিরতার সাথে প্রতিটি আমল করা। অথবা আমল করিতে গিয়া যে অস্থিরতার সম্মুখীন হয়, তাহাতে সন্তুষ্ট চিত্তে ধৈর্য ধারণ করা। (উল্লেখিত শর্তের প্রথম দুইটি আমলের পূর্বে পালনীয়, আর তৃতীয়টি আমলের মধ্যে পালনীয়)

(৪) এখ্‌লাস ঃ এখলাস ব্যতীত কোন আমল কবুল হয় না।

নেককারের পরিচয়

হযরত শাকীক বিন ইব্রাহীম যাহিদকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে, মানুষ আমাকে নেককার বলে, এখন আমি কিভাবে বুঝিব যে, আমি নেককার না বদকার? তিনি উত্তর দিলেন, তিনটি গুণের দ্বারা বুঝিতে পারিবে-

(১) নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বুযুর্গদের কাছে বর্ণনা কর। যদি তাহারা তাহা পছন্দ করেন, তবেই তুমি নেককার অন্যথায় বদকার।

(২) স্বীয় অন্তরের সামনে পার্থিবতা পেশ কর। যদি সে পার্থিবতাকে দূরে ঠেলিয়া দেয় তাহা হইলে তুমি নিজেকে নেককার জানিবে অন্যথায় বদকার জানিবে।

(৩) নিজের সামনে মৃত্যুকে উপস্থিত কর। যদি অন্তর ইহার উপর সন্তুষ্ট থাকে আর আনন্দ পায় তবেই নিজেকে নেককার মনে করিবে, অন্যথায় নহে।

যদি কেহ এই তিনটি গুণ লাভ করিতে পারে, তবে তাহার জন্য উচিত সে যেন আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে এবং স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করে। যাহাতে তাহার আমলে রিয়ার সঞ্চার না হয়। আর রিয়া সমস্ত আমলকেই ধ্বংস করিয়া দেয়।

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কথা

কোন এক বুযুর্গ কাহারো নিকট চিঠি লেখার সময় তিনটি কথা অবশ্যই লিখিতেন-

(১) যে ব্যক্তি আখেরাতের উদ্দেশ্যে আমল করে, আল্লাহ পাক তাহার দুনিয়াবী কাজ সমাধা করিয়া দেন।
(২) যে ব্যক্তি নিজের এবং আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করিয়া লয়। (অর্থাৎ আল্লাহর সাথে তাহার সম্পর্ক এখলাস পূর্ণ) তাহা হইলে আল্লাহ পাক তাহার এবং মানুষের মধ্যকার সম্পর্কও ঠিক করিয়া দেন।
(৩) যে ব্যক্তি স্বীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থা ঠিক করিয়া লয় আল্লাহ তাহার বাহ্যিক অবস্থা ঠিক করিয়া দেন।

তিনটি বিষয় ধ্বংসের কারণ

যখন আল্লাহ পাক কোন বান্দাকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাহার মধ্যে তিনটি অবস্থার সৃষ্টি করেন। যেমন-
(১) তাহাকে ইল্‌ম দান করেন, কিন্তু তদনুযায়ী আমলের তাওফীক প্রদান করেন না।
(২) নেককারদের সংস্পর্শে থাকার সুযোগ দান করেন, কিন্তু তাহাদের মর্যাদা অনুধাবন শক্তি এবং তাহাদের সম্মান অন্তর থেকে ছিনাইয়া নেন।
(৩) নেক কাজ করার সুযোগ দেন কিন্তু এখলাস থেকে বঞ্চিত রাখেন। আর ইহা বদনিয়ত এবং আত্মার অপবিত্রতার ফলেই হইয়া থাকে। অন্যথায় যদি নিয়ত ঠিক হয়, তাহা হইলে ইল্‌ম থেকে ফায়দা এবং আমলের মধ্যে এখলাস ও বুযুর্গের মর্যাদা ও সম্মানের অনুধাবন অবশ্যই হইবে।

রিয়াকারের চারটি নাম

কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করিল, কিয়ামতের দিন কোন্ কর্মের কারণে মুক্তি মিলিবে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেনঃ আল্লাহর সাথে ধোকাবাজি করিও না। সে পুনরায় আরয করিল, আল্লাহর সাথে ধোকাবাজি করার অর্থ কি? অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেনঃ আল্লাহর নির্দেশ শুধুমাত্র তাঁহারই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পালন কর, অন্যের উদ্দ্যেশ্যে নয়।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারো উদ্দেশ্যে আমল করার নামই আল্লাহর সাথে ধোকাবাজি করা। (আরো বলিলেন) রিয়া থেকে বাঁচিয়া থাক। কেননা রিয়া তো শিরক। রিয়াকারকে কিয়ামতের দিন চারটি নামে ডাকা হইবে, যথা-

(১) হে কাফির! (২) হে ফাজির (পাপী)! (৩) হে গাফের (ধোকাবাজ)! (৪) হে খাছের!

আর বলা হইবে- তোর আমল তো বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তোর প্রতিদান তো বাতিল হইয়া গিয়াছে। আজ তোর উপকার আসতে পারে এমন কোন কিছু নাই। হে ধোকাবাজ ! তোর আমলের বিনিময় তাহার কাছ থেকে আদায় কর, যাহার উদ্দেশ্যে তুই আমল করিয়াছিলে । এই হাদীসের বর্ণনাকারী (সাহাবী) আল্লাহর শপথ করিয়া বলেন যে, এই কথা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকেই শুনিয়াছি। জনৈক ব্যক্তি কতইনা সুন্দর বলিয়ছেন- "নেককাজ করা অপেক্ষা উহার হেফাজত ও সংরক্ষণ অধিকতর কঠিন।"

নেক আমলের দৃষ্টান্ত

আবু বকর ওয়াছেতী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, নেক আমল কাঁচ সদৃশ। কাঁচ সামান্যতম অসতর্কতার কারণেই ভাঙ্গিয়া যায় কিন্তু দ্বিতীয়বার জোড়া দেওয়া যায় না। তদ্রুপ নেক আমলও রিয়া এবং আত্মগর্ব দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তাহা প্রতিদানের যোগ্য থাকে না।

উপদেশ ঃ আমলের মধ্যে রিয়ার আশংকা জন্মিলে যথাসাধ্য উহাকে দূর করিবার চেস্টা করিবে। কিন্তু চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি রিয়া দূর না হয়, তাহা হইলেও কিন্তু আমল ছাড়িবে না বরং আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে। হয়তবা আল্লাহ পাক অন্য আমলে এখ্‌লাস দান করিবেন।

একটি ঘটনা ঃ জনৈক ব্যক্তি মুসাফির খানা নির্মাণ করিল। কিন্তু তাহা কবুল হইবে কিনা এই সম্বন্ধে তাহার অন্তরে সন্দেহ ছিল। অর্থাৎ স্বীয় এখলাসে সন্দেহ ছিল। অন্য একজন লোক তাহাকে স্বপ্ন যোগে বলিল, মনে কর যদি তোমার এই আমল এখলাস থেকে খালিও হয়, তবুও এই সেবা মূলক কাজের ফলে তোমার জন্য মুসলমানদের দোয়া সমূহ অবশ্যই এখলাসপূর্ন এবং গ্রহণযোগ্য। এই কথা শুনিয়া সেই ব্যক্তি খুশী ও আনন্দিত হইল।

মৃত্যু ও উহার ভয়াবহতা

মৃত্যুর কষ্ট ও উপদেশ

হযরত হাসান রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ মৃত্যুর কষ্ট তরবারীর তিনশত আঘাত তুল্য। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন যে, মৃত্যুর ভয়াবহতা এবং কষ্ট আমার উম্মতের জন্য উপদেশ স্বরূপ।

পাঁচটি বিষয়কে অপর পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে গণীমত মনে কর

হযরত মাইমুন বিন মাহ্‌রান রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ পাঁচটি বিষয়কে অপর পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে গণীমত মনে কর।

(১) বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকাল।
(২) অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতা।
(৩) ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়।
(৪) দারিদ্রতার পূর্বে সম্পদশালীতা।
(৫) মৃত্যুর পূর্বে হায়াত।

যৌবনকাল এবং সক্ষমতার সময় যতটুকু ইবাদত এবং মেহনত করা বাস্তবে সম্ভব হয়, বার্ধক্যে তাহা কল্পনা করাও দুস্কর। দ্বিতীয়ত ঃ যখন যৌবনকালে পাপ কার্যে এবং অলসতায় অভ্যস্ত হইয়া যায়, তখন বার্ধক্যে উহা দূর করা খুবই মুশকিল।

সুস্থতা জীবনের অত্যন্ত মূল্যবান অংশ। আর উহার সঠিক অনুভব অসুস্থ অবস্থায়-ই সম্ভব। এই জন্যই সুস্থ অবস্থায় সময় বিনষ্ট করা অত্যন্ত ক্ষতির কথা। রাত্র অবসর সময়, যদি যিকির এবং ইবাদতে লিপ্ত না হইয়া রাত্রের সময়টুকু নষ্ট করিয়া দেয়, তাহা হইলে দিনের বেলায় পার্থিব ব্যস্ততা তাহাকে কিভাবে ইবাদতের সুযোগ দিতে পারে, শীতের রাত্রিতে যদি- ইবাদত না করে দিনের বেলায় সুযোগ কোথায়?

শীতকাল মুমিনদের জন্য গণীমত স্বরূপ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ

اَلشِّتَاءُ غَنِيْمَةُ الْمُؤْمِنِ طَالَ لَيْلُهُ فَقَامَهُ وَقَصُرَ نَهَارُهُ فَصَامَهُ

অর্থ ঃ শীতকাল মুমিনের জন্য গণীমত। শীতকালীন রাত্র লম্বা হয়। তাহাতে মুমিন ইবাদত করে। আর দিবস ছোট হয় তাহাতে সে রোযা রাখে।

শীতের রাত্রে ইবাদত করা আর দিনে রোযা রাখা অতি সহজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন-

اَللَّيْلُ طَوِيْلٌ فَلَاتَقْصُرْهُ بِمَنَامِكَ وَالنَّهَارُ مُضِيْئٌ فَلَاتُكَدِّرْهُ بِاٰثَامِكَ

অর্থ ঃ শীতকালীন রাত্র লম্বা হয় সুতরাং ঘুমাইয়া ইহাকে ছোট করিও না এবং দিবস আলোকিত সুতরাং ইহাকে পাপকার্যের দ্বারা অন্ধকার করিও না।

আল্লাহ পাক তোমাকে যাহা কিছু দিয়াছেন উহার উপর সবর কর এবং সন্তুষ্ট থাক, যদি সবর করা ও সন্তুষ্ট থাকার গুণ অর্জিত হইয়া যায় তাহা হইলে ইহাকে গণীমত মনে কর আর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর। কিন্তু অন্যের সম্পদের প্রতি লোভ করিও না।

জীবিতাবস্থায় সর্ব প্রকার আমল করা সম্ভব। কিন্তু মৃত্যুর পর মানুষ কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। এই জন্য হায়াতকে গণীমত মনে করিয়া যাহা কিছু করার করিয়া লও।

জনৈক ব্যক্তি কত সুন্দর কথা বলিয়াছেন– শিশুকাল খেলাধুলায় কাটাইয়া দিল, যৌবনকাল আর বার্ধক্য অবহেলায় বেপরোয়া ভাবে কাটাইয়া দিল- আল্লাহর ইবাদতের সময় কোথায়?

কবর হয়তো বা বেহেশ্‌তের বাগান অথবা দোজখের গর্ত

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ কবর (মুমিনের জন্য) বেহেশ্‌তের বাগান হইবে অথবা (কাফেরের জন্য) জাহান্নামের গর্ত হইবে। অতএব মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর। মৃত্যুর স্মরণ তোমাদের কু-প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করিয়া দিবে।

মৃত্যুর উপমা

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হযরত কাব (রাঃ) কে বলিলেন, মৃত্যুর কিছু অবস্থা বর্ণনা করুন। হযরত কাব রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন ঃ মৃত্যু কন্টকাকীর্ণ

বৃক্ষের ন্যায়। যাহা মানুষের পেটের ভিতর প্রবিষ্ট করানো হয় এবং সে বৃক্ষের কাঁটাগুলি মানুষের শিরা উপশিরা জড়াইয়া লয়। অতঃপর কোন বলিষ্ট ব্যক্তি উহাকে টানিতে থাকে। আর সে বৃক্ষ চামড়া-গোশত কাঁটিয়া চিড়িয়া বাহির হইয়া আসে। ইহাই মৃত্যুর অবস্থা।

তিনটি বিষয় ভুল করা উচিত নয়

জনৈক বুযুর্গ বলিয়াছেন- কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য তিনটি বিষয় না ভুলা চাই।
(১) দুনিয়া ও উহার অবস্থার ধ্বংস হওয়া।
(২) মৃত্যু।
(৩) যে সকল বিপদে মানুষের নিরাপত্তা নাই। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসের বিপদ সমূহ)

চার ব্যক্তিই চারটি বিষয়ের সঠিক মূল্য অনুধাবন করিতে পারে

(১) যৌবনের মূল্য বৃদ্ধ ব্যক্তিই বুঝিতে পারে।
(২) বিপদমুক্ত অবস্থার মূল্য বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিই বুঝিতে পারে।
(৩) সুস্থতার মূল্য রুগ্ন ব্যক্তিই ভাল জানে।
(৪) জীবনের মূল্য মৃত ব্যক্তিই সঠিক ভাবে অনুধাবন করিতে পারে।

মৃত্যুর হাকীকত

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদিআল্লাহু আনহু বলিয়াছেন- আমার পিতা (আমর বিন আস রাদিআল্লাহু আনহু প্রায়ই বলিতেন যে, আমার ঐ ব্যক্তি সর্ম্পকে বড়ই আশ্চর্য বোধ হয়, যাহার উপর মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পাইতেছে এবং তাহার হুশ ও অনুভূতি বিদ্যমান রহিয়াছে। আর তাহার বাক শক্তিও রহিত হয় নাই, এতদসত্ত্বেও সে কেন মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা করে না? ঘটনাচক্রে যখন তাহার (আমর বিন আস) মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইল, তখন তাহার হুশ, অনুভূতি এবং বাকশক্তি বিদ্যমান ছিল, আর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম- আব্বাজান! এই অবস্থায় উপনীত ব্যক্তি মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা না করার উপর তো আপনি আশ্চর্য বোধ করিতেন। আজ আপনি মৃত্যুর কিছু অবস্থা বর্ণনা করুন।

হযরত আমর বিন আস রাদিআল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন- হে পুত্র! মৃত্যুর অবস্থা তো বর্ণনা করা সম্ভব নহে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমি কিছু বলিতেছি- আল্লাহর শপথ! আমার মনে হইতেছে যে, আমার কাঁধের উপর পাহাড় রাখা হইয়াছে এবং আমার প্রাণ যেন সূঁচের ছিদ্র দিয়া বাহির করা হইতেছে এবং আমার পেট যেন কাঁটায় ভরপুর। আর মনে হয় যেন আসমান-যমীন একত্রে মিশিয়া গিয়াছে। আর আমি উহার মাঝে পিষ্ঠ হইতেছি।

কথা ও কাজের মাঝে অসামঞ্জস্যতা

শাকীক বিন ইব্রাহীম রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, মানুষ চারটি কথা মুখে তো বলিয়া থাকে, কিন্তু আমল করে উহার বিপরীত।
(১) প্রত্যেক ব্যক্তিই মুখে মুখে বলে- আমি আল্লাহর বান্দা। কিন্তু সে এইরূপ

আমল করে মনে হয় যেন সে কাহারো বান্দা নহে। আর তাহার কোন মাবুদই নাই।
(২) প্রত্যেকেই বলে আল্লাহ রিযিকদাতা কিন্তু পার্থিব ধন-সম্পদ ব্যতীত তাহার অন্তর কখনও স্বস্তির হয় না।
(৩) প্রত্যেক ব্যক্তিই জানে এবং বলে যে, আখেরাত দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম। কিন্তু রাত্র-দিন পার্থিব ধন-সম্পদ উপার্জনে এত অধিক ব্যস্ত থাকে যে, হালাল হারামের প্রতিও লক্ষ্য রাখে না।
(৪) মুখে তো বলে যে, মৃত্যু অবশ্যই আসিবে, কিন্তু এমন আমল করে যে মনে হয় যেন তাহার মৃত্যু কখনও আসিবে না।

বিস্ময়কর তিন ব্যক্তি

হযরত আবূ যর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, তিন ব্যক্তি সম্পর্কে আমার আশ্চর্য বোধ হয়, শুধু তাই নয় বরং হাসি পায়। আর তিনটি বিষয় সম্পর্কে আমার এত চিন্তা হয় যে, একেবারে কান্না আসে। যে তিন ব্যক্তি সম্পর্কে আমি আশ্চর্য বোধ করি এবং আমার হাসি পায়- তাহারা হইল ঃ
(১) মৃত্যু পিছনে পিছনে লাগিয়া থাকার পরও পার্থিবতার আশাবাদী। (স্বীয় চাহিদা পুরা করিতে ব্যস্ত কিন্তু মৃত্যুর চিন্তা করে না)
(২) গাফেল ব্যক্তি সম্পর্কে আমার আশ্চর্য বোধ হয়, যাহার সম্মুখে কিয়ামত উপস্থিত (অর্থাৎ কিয়ামতে বিশ্বাসী হওয়া সত্বেও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতির ব্যাপারে গাফলতি করিয়া চলিয়াছে।)
(৩) মুখ ভরিয়া হাসে, অথচ তাহার খবর নাই যে, আল্লাহ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট।
আর যে তিনটি বিষয় সম্পর্কে আমার চিন্তা হয় এবং কান্না আসে তাহা হইল–
(১) প্রিয় জনের অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সাহাবাগণের বিয়োগ।
(২) মৃত্যু। (ঈমানের সাথে মৃত্যু হইবে কিনা কেহ বলিতে পারে না)
(৩) হাশরের মাঠে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়া। যেহেতু আমি জানিনা যে, আমার জন্য জান্নাতের ফয়সালা হইবে না জাহান্নামের।

মৃত্যু মোটা হইতে দেয় না

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ মৃত্যু সম্পর্কে তোমরা যতখানি অবগত আছ, যদি পশু-পক্ষী ততখানি অবগত হইত তাহা হইলে মোটা জন্তুর গোশত খাওয়া তোমাদের ভাগ্যে জুটিত না।

মৃত্যুর স্মরণ রাখা এবং না রাখার ফল

হামেদ আল্ লেফাফ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করে, তাহাকে তিনটি বিষয়ে সম্মানিত করা হয়।
(১) অতি তাড়াতাড়ি তাহার তওবা করার সুযোগ হয়।
(২) যাহা আল্লাহ দান করেন উহার উপর সন্তুষ্ট থাকা নসীব হয়।
(৩) ইবাদতে একনিষ্ঠতা হাসিল হয়।

পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি মৃত্যুকে ভুলিয়া যায় তাহাকে তিনটি বিষয়ের দ্বারা শাস্তি প্রদান করা হয়।
(১) তাহার তাড়াতাড়ি তওবার সুযোগ হয় না।
(২) যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদের উপরও সন্তুষ্ট থাকা নসীব হয় না।
(৩) ইবাদতে অলসতার সৃষ্টি হয়।

মৃত্যুর স্বাদ খুবই তিক্ত

কোন ব্যক্তি হযরত ঈসা (আঃ)- কে বলিল, আপনি তো সদ্য মৃতকে জীবিত করেন। যদি একজন পুরাতন মৃতকে জীবিত করিয়া দেখাইতেন? তাহার চাহিদা পুরণার্থে হযরত ঈসা (আঃ) সাম বিন নূহ (আঃ) কে আল্লাহর আদেশে জীবিত করিলেন। কবর থেকে উঠিবার সময় তাহার চুল দাড়ি শুভ্র ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ এইগুলি কিভাবে শুভ্র হইল? আপনার যুগে তো বার্ধক্যই ছিল না। তিনি উত্তর দিলেন - আমি যখন (প্লাবনের) শব্দ শুনিয়াছি তখন আমার ধারণা হইয়াছিল যে, কিয়ামত সংঘটিত হইতেছে। আর ইহার ভয়ে চুল সাদা হইয়া গিয়াছে। হযরত ঈসা (আঃ) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার মৃত্যু কতকাল পূর্বে হইয়াছে? তিনি উত্তর দিলেন, চার হাজার বৎসর পূর্বে। কিন্তু এখনো মৃত্যুর তিক্ততা শেষ হয় নাই।

চারটি জরুরী কথা

জনৈক ব্যক্তি ইব্রাহীম বিন আদ্হাম (রহঃ)-কে বলিলঃ যদি আপনি মজলিসে উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে মানুষের উপকার হয় এবং দ্বীনের কথা শোনার সুযোগ হয়। তিনি উত্তর দিলেন, আমি চারি বিষয়ে ব্যস্ত থাকি। যদি উহা হইতে অবসর পাই তাহা হইলে উপস্থিত হইব। সে জিজ্ঞাসা করিল, ঐ চারটি বিষয় কি কি? তিনি উত্তর দিলেন-
(১) প্রথম চিন্তা তো এই যে, প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করার দিবসে বান্দাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি লওয়ার সময়, আল্লাহ পাক কিছু লোকের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহারা জান্নাতী। এই ফয়সালার ব্যাপারে আমার কোন উৎকণ্ঠা নাই। আর অপর কিছু লোকের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহারা জাহান্নামী। এই ব্যাপারেও আমার কোন উৎকণ্ঠা নাই। আমার উৎকণ্ঠা হইল ঐ ব্যাপারে যে, আমার তো জানা নাই যে, আমি কোন দলে ছিলাম।
(২) মাতৃগর্ভে শিশুর ভিতরে রুহ দেওয়ার সময় ফিরিশ্তা জিজ্ঞাসা করে- হে আল্লাহ! তাহাকে কি খোশ নসীব লেখা হইবে না বদনসীব? (অতঃপর আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী ফেরেশতা লেখেন। কিন্তু আমি তো বলিতে পারি না যে, আমার ভাগ্যে কি লেখা হইয়াছে।

(৩) মৃত্যুর ফিরিশ্তা (আজরাইল (আঃ) রুহ বাহির করার সময় আল্লাহ পাককে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহাকে কি মুসলমানদের সাথে রাখা হইবে না কাফেরদের সাথে? এখন আমার তো জানা নাই যে, আমার সম্পর্কে আল্লাহ পাক কি ফয়সালা দিবেন।

(৪) আমি আল্লাহ তা'য়ালার বাণী- وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ -

অর্থঃ "হে পাপীর দল! আজ তোরা পৃথক হইয়া যা।"

সম্পর্কে অত্যন্ত চিন্তিত। যেহেতু আমি জানি না যে, আমি কোন দলের অন্তর্ভূক্ত হইব।

গাফলতি থেকে সচেতন ব্যক্তির নিদর্শন চারটি

যে ব্যক্তি গাফলতির পর্দা ছিড়িয়া সচেতন হইয়া উঠে তাহার নিদর্শন চারটি-
(১) সে ইহকালীন ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে। তাহা সম্পাদন করিতে বিলম্ব করিতে থাকে।
(২) পরকালীন ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী হয় এবং পরকালীন কাজগুলি আগে আগে করিয়া ফেলে।
(৩) দ্বীনের ব্যাপারে ইলমের আলোকে পরিশ্রমের সাথে কার্যাবলীর আঞ্জাম দেয়।
(৪) মাখলুকের সাথে তাহার আচরণ উপদেশ মূলক ও সৌজন্য মূলক হয়।

সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ

জনৈক ব্যক্তি বলিয়াছেনঃ যাহার মধ্যে পাঁচটি গুণের সমাবেশ থাকে- সে সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ।
(১) সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ইবাদতকারী হয়।
(২) সমস্ত সৃষ্টির মঙ্গলকামী ও কল্যাণকামী হয়।
(৩) মানুষ তাহার অনিষ্টতা হইতে নিরাপদে থাকে।
(৪) অন্যের ধন সম্পদের প্রতি আকাংক্ষী হয় না।
(৫) সর্বদাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে।

মনঃপূত তিনটি গুণ

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন-
(১) আমি দারিদ্রতাকে ভালবাসি। যাহাতে আল্লাহর দরবারে বিনয়ী হইয়া থাকিতে পারি।
(২) অসুস্থতা ভালবাসি, যাহাতে উহার দ্বারা আমার গুনাহ মাফ হইয়া যায়।
(৩) মৃত্যুকে ভালবাসি, যাহাতে আল্লাহর দীদার লাভ করিতে পারি।

উত্তম ও সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ

ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন- কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করিলেন- মানুষের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি উত্তম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন- যাহার চরিত্র উত্তম সেই উত্তম ব্যক্তি। আবার জিজ্ঞাসা করিল- কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে বুদ্ধিমান? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন- যে মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং উহার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে সেই সবচেয়ে বুদ্ধিমান।

সুসংবাদের পাঁচ প্রকার

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ -

অর্থঃ নিশ্চয়- যাহারা বলে আমাদের রব আল্লাহ। অতঃপর উহার উপর অটল থাকে। (তখন) তাহাদের প্রতি ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়। (আর বলিতে থাকে) তোমরা ভয় করিও না এবং চিন্তিত হইও না। এবং তোমাদের কাছে প্রতিশ্রুত বেহেশতের সুসংবাদ গ্রহণ কর।

এই সুসংবাদের পর্যায় পাঁচটি

(১) সাধারণ মুমিনের জন্য- তোমরা সর্বদাই আযাব ভোগ করিবে, এই ভয় করিও না। একদিন তোমাদেরকে আযাব থেকে অবশ্যই মুক্তি দেওয়া হইবে। আম্বীয়া (আঃ) এবং নেককার গণ তোমাদের সুপারিশ করিবেন।

(২) মুসলমানদের জন্য- তোমরা স্বীয় আমল সমূহ আল্লাহর দরবারে অগ্রাহ্য হওয়ার আশংকা করিও না। কেননা তোমাদের আমল সমূহ গ্রহণযোগ্য, আর সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার ধারণা করিও না। বরং তোমাদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হইবে।

(৩) তওবাকারীদের সম্বন্ধে- ঘোষনা করা হয় যে, স্বীয় পাপ সম্পর্কে ভয় করিওনা। উহা তো ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তওবা করার পর সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় করিও না।

(৪) ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্য- মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে ভীত হইওনা বরং হিসাব নিকাশ ছাড়াই বেহেশ্ত লাভের সুসংবাদ গ্রহণ কর।

(৫) আলেমদের জন্য- ঐ সকল আলেম যাহারা মানুষকে কল্যাণ এবং নেক কাজ শিক্ষা দান করেন এবং স্বীয় ইলেম মোতাবেক আমল করেন। তাহাদিগকে বলা হইবে তোমরা কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতিকে ভয় করিও না এবং বিন্দুমাত্র চিন্তিত হইওনা। তোমাদেরকে তোমাদের আমলের প্রতিদান দেওয়া হইবে। অতএব তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীদের জন্য বেহেশ্তের সুসংবাদ গ্রহণ কর।

কবরের আযাব

মুমিন ব্যক্তির কবর

মুমিন ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন তাহার কবর সত্তর গজ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং মখমলের বিছানা বিছাইয়া দেওয়া হয়। আর তাহাতে সুগন্ধি ছিটাইয়া দেওয়া হয় এবং কবরকে ঈমান ও কুরআনের নূরে আলোকিত করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর তাহাকে নবদুলার (নব বিবাহিত) ন্যায় শোয়াইয়া দেওয়া হয়। এখন তাহাকে তাহার প্রিয়জনই জাগ্রত করিবে।

কাফেরের কবর

কাফেরের কবর এত সংকীর্ণ করিয়া দেওয়া হয় যে, তাহার এক পার্শ্বের পাঁজরগুলি অপর পার্শ্বের পাঁজরে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, আর তাহার প্রতি উটের গর্দানের ন্যায় বড় বড় সাপ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উহারা তাহার গোশ্‌ত ভক্ষণ করিতে থাকে। অধিকন্তু বোবা ও বধির ফিরিশতাগণ হাতুড়ী দ্বারা তাহাকে পিটাইতে থাকে। (শুধু তাহাই নহে) বরং সকাল সন্ধ্যা তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়।

আটটি আমল কবরের আযাব হইতে মুক্তি দিতে পারে

ফকীহ্ আবুল লায়ছ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কবরের আযাব থেকে মুক্তি লাভ করিতে হইলে চারটি বিষয়ের উপর আমল করা আর চারটি বিষয় হইতে বিরত থাকা জরুরী। যে বিষয়গুলির উপর আমল করা জরুরী তাহা হইল নিম্নরূপঃ

(১) রীতিমত নামায পড়া।
(২) বেশী বেশী সদকা করা।
(৩) কুরআন তিলাওয়াত করা।
(৪) বেশী বেশী তাস্‌বীহ পড়া। (এই সমস্ত আমলগুলি কবর আলোকিত ও প্রশস্ত করে)।

যেই সকল বিষয় হইতে বিরত থাকা জরুরী তাহা হইল-

(১) মিথ্যা কথা বলা।
(২) অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করা।
(৩) চুগুলখুরী করা।
(৪) পেশাবের ছিটা হইতে বাঁচিয়া থাকা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, পেশাবের ছিটা হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা অধিকাংশ কবরের আযাব পেশাবের ছিটার কারণেই হয়।

আল্লাহর অপছন্দনীয় চারটি বিষয়

(১) নামাযে অবহেলা করা।
(২) কুরআন তিলাওয়াতের সময় অযথা কথাবার্তা বলা।
(৩) রোযা থাকাকালীন অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা।
(৪) কবরস্থানে হাসা।

একটি সুন্দর উক্তি

মুহাম্মদ বিন সেমাক রহমতুল্লাহি আলাইহি কবরস্থানের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন-কবরস্থানের নিরবতা যেন তোমাদেরকে ধোকায় না ফেলে। তোমরা তো জান না! উহার মধ্যে কত লোক বিষন্ন ও অস্থির অবস্থায় আছে। আর ঐ সকল কবরবাসীদের মধ্যে কিন্তু তারতম্যও রহিয়াছে। সুতরাং সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান যে কবরে যাওয়ার পূর্বেই প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

একটি শিক্ষামূলক ঘটনা

হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু-এর নিকট কিছু লোক উপস্থিত হইয়া বলিল যে-আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। তাহাকে দাফন করার জন্য যখন আমরা কবর খনন করিলাম, তখন সেখানে একটি কাল সাপ দৃষ্টিগোচর হইল। তারপর দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার কবর খনন করিলাম। কিন্তু প্রত্যেক বারই অনুরূপ সাপ বিদ্যমান দেখিতে পাইলাম। এখন আমরা কি করিতে পারি? ইব্‌নে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন-তন্মধ্যে যে কোন এক কবরে দাফন করিয়া দাও এই সাপটি তাহার কোন আমলের প্রতিফলন। পৃথিবীর যে কোন স্থানেই কবর খনন কর না কেন, প্রত্যেক কবরেই এই একই সাপ দেখিতে পাইবে। অগত্যা তাহারা তাহাকে (খননকৃত কোন এক কবরে) দাফন করিয়া দিল। এবং ফিরার পথে তাহার স্ত্রীর নিকট তাহার দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল। তখন তাহার স্ত্রী উত্তর দিল যে, সে খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসা করিত। প্রতিদিন (ঘরে) খাওয়ার জন্য (ব্যবসার মাল থেকে) কিছু অংশ রাখিয়া দিত। আর ঐ অংশের সমপরিমাণ পাথর কণা, গুড়ো কাঠ ইত্যাদি ব্যবসার মালের সাথে মিশাইয়া দিত। (কাজেই তাহার কবরের সাপ ইহারই প্রতিফল)।

মাটির ঘোষণা

মাটি দৈনিক পাঁচবার ঘোষণা করে-

(১) হে মানবজাতি! আজ তোমরা আমার পিঠের উপর চলাফিরা করিতেছ! একদিন তো আমার উদরে প্রবেশ করিবে।

(২) হে মানবজাতি! আজ তোমরা আমার পিঠের উপর বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য আহার করিতেছ। কিন্তু আমার উদরে কীট পতঙ্গ তোমাদেরকে ভক্ষন করিবে।

(৩) হে মানবজাতি! তোমরা তো আমার পিঠের উপর নিঃদ্বিধায় হাসিতেছ, জানিয়া রাখ! কিছুক্ষণ পরেই আমার উদরে প্রবেশ করিয়া ক্রন্দন করিতে হইবে।

(৪) হে মানব জাতি! আজ তোমরা আমার পিঠের উপর তো আনন্দিত। কিন্তু আমার উদরে প্রবেশ করার পর দুঃখে জর্জরিত হইবে।

(৫) হে মানবজাতি! তোমরা আমার পিঠের উপর গোনাহ করিতেছ, কিন্তু জানিয় রাখ, আমার উদরে প্রবেশ করার পর অবশ্যই তোমাকে উহার শাস্তি দেওয়া হইবে।

শিক্ষামূলক কাহিনী

আমর বিন দিনার রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- এক লোক মদিনায় বাস করিত এবং তথায় কোন মহল্লায় তাহার এক ভগ্নি থাকিত। (ঘটনা চক্রে) তাহার বোন

মারা গেল, তাহার দাফন করিয়া যখন ঘরে আসিল তখন স্মরণ হইল যে, টাকার থলিটা কবরে পড়িয়া গিয়াছে। তখন অন্য এক ব্যক্তিকে সাথে লইয়া কবরস্থানে যাইয়া কবর খুদিয়া টাকার থলি পাইল। তখন সে তাহার সাথীকে বলিল আরও একটু খনন কর, ভগ্নির অবস্থা দেখিয়া লই। আরও একটু খনন করার পর কবরে প্রজ্জলিত অগ্নিকুন্ড দেখিতে পাইল। তৎক্ষনাৎ কবর মাটি দ্বারা বন্ধ করিয়া ফেলিল। অতঃপর মাতার কাছে ভগ্নির আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তাহার মাতা এই সম্বন্ধে কিছু বলিতে সম্মত হইলনা, কিন্তু তাহার পিড়াপিড়িতে (বাধ্য হইয়া) বলিল যে, তোমার ভগ্নি নামাজ বিলম্ব করিয়া পড়িত এবং অজুও ঠিকমত করিত না। রাত্রে যখন সবাই শুইয়া পড়িত তখন দরজার পার্শ্বে কান পাতিয়া অন্যের কথা শুনিত, যাহাতে (দিনের বেলায়) মানুষের কাছে বলিয়া দিতে পারে।

মৃত ব্যক্তির চিৎকার

রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিই চিৎকার করে। তাহার চিৎকার মানুষ ব্যতীত সমস্ত প্রাণীই শুনিতে পায়। যদি সেই চিৎকার মানুষ শুনিত তাহা হইলে অজ্ঞান হইয়া পড়িত। যদি ঐ ব্যক্তি নেককার হয়, তাহা হইলে সে স্বীয় বাহকগণকে বলে আমাকে যেখানে নেওয়ার তাড়াতাড়ি নিয়া যাও তোমরা যদি সে স্থান দেখিতে পাইতে তাহা হইলে তোমরা নিজেরাই আরো তাড়াতাড়ি লইয়া যাইতে। মৃতব্যক্তি যদি বদকার হয় তাহা হইলে সে বাহকগণকে বলে, তাড়তাড়ি করিওনা। তোমরা যদি এ স্থান দেখিতে পাইতে তাহা হইলে সেখানে আমাকে অবশ্যই লইয়া যাইতেনা। দাফনের পর কৃষ্ণবর্ণ নীল নয়ন যুগল বিশিষ্ট দুই ফিরিশতা উপস্থিত হয়। মৃতব্যক্তি যদি নেককার হয় নামায তাহার মাথার দিক হইতে তাহাদেরকে বাধা প্রদান করিয়া বলে যে,. এই দিকে আসিওনা। কবরের ভয়েই তো সে রাতের বেলায় নামাযে লিপ্ত থাকিত। মাতাপিতার সেবা পায়ের দিক হইতে বাধা দিবে, সদকা ডান দিক হইতে বাধা দিবে, আর রোযা বাম হইতে বাধা দিবে। পার্থিব জীবন তো সামান্য কয়েক দিন মাত্র। আজ জীবিত এবং সুস্থাবস্থায় কবর এবং হাশরের জন্য কিছু কামাই করার সুযোগ আছে। কেননা মৃত্যুর পর কবরে গিয়া মানুষ কোন আমল করিতে পারিবেনা। (মৃত্যুর পর) একবার কালেমা শাহাদাত পড়িতে চাইবে, কিন্তু অনুমতি পাইবেনা। পার্থিব জীবন (আসল) পুঁজির ন্যায়। উহার বর্তমানে মানুষ সব কিছুই করিতে পারে। যেমনি ভাবে পুঁজি শেষ হইয়া গেলে ব্যবসা করা দুস্কর হইয়া পড়ে, তদ্রুপ জীবন নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার পর সকল প্রকার আমল করা অসম্ভব হইয়া যায়। (এই জন্যই) আজ পরিশ্রম করিয়া কিছু অর্জন করার সময়। অথচ (আজ) মানুষ গাফেল হইয়া আছে। কিন্তু এমন একদিন আসিবে, যেদিন মানুস সমস্ত আমলই করিতে চাহিবে, কিন্তু তখন সময় থাকিবে না।

فَاعْتَبِرُوْا يَا أُولِى الْأَبْصَارِ

অর্থঃ সুতরাং শিক্ষা গ্রহণ কর, হে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা!

কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য

হযরত ইসরাফীল (আঃ) মুখে শিঙ্গা লইয়া অপেক্ষায় রহিয়াছেন যে, কোন্ সময় আল্লাহ পাকের নির্দেশ হইবে, আর তিনি উহাতে ফুঁক দিবেন। ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথেই সমগ্র পৃথিবী উলট পালট হইয়া যাইবে। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে এক বর্ণনাতীত অবস্থার সৃষ্টি হইবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার ফুঁক দিবেন। তখন সমগ্র পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। কিছু সংখ্যক ফিরিশ্‌তা ব্যতীত কোন সৃষ্টিই অবশিষ্ট থাকিবে না।

আল্লাহ পাক আযরাইল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করিবেন, আর কি কি অবশিষ্ট আছে? তিনি উত্তর দিবেন জিব্‌রাইল (আঃ), মিকাইল (আঃ) ইসরাফীল (আঃ) এবং আরশ বহনকারী ফিরিশ্‌তাগণ এবং আমি, তখন তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হইবে, তাহাদের রুহগুলিও বাহির করিয়া লও। অতঃপর তাহাদের রুহ গুলিও বাহির করা হইবে। তখন মাখলুকের মধ্যে আযরাইল (আঃ) ছাড়া কেহই থাকিবে না। আল্লাহ পাক বলিবেন, হে মালাকুল মাওত! এখন আর কে অবশিষ্ট আছে? উত্তর দিবেন- এখন আপনি ব্যতিত শুধুমাত্র আমিই অবশিষ্ট আছি। নির্দেশ দেওয়া হইবে, হে মালাকুল মাওত! আমাকে ছাড়া সকলকেই ধ্বংস হইতে হইবে। অতএব, তুমিও মরিয়া যাও। অতঃপর বেহেশত এবং দোযখের মধ্যবর্তী স্থানে আযরাইল (আঃ) নিজ হাতে স্বীয় রুহ বাহির করিবেন। (রুহ বাহির করার সময়) এমন এক চিৎকার দিবেন যে, যদি তখন কোন মাখলুক বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে তাহার চিৎকারের বিকট শব্দে সে মরিয়া যাইত।

তখন তিনি বলিবেন- যদি জানিতাম যে, মৃত্যুর সময় এত কষ্ট হয়, তাহা হইলে মুনিদের রুহ বাহির করার সময় আর একটু সহজ করিতাম। এখন আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কেহই অবশিষ্ট নাই। এমতাবস্থায় আল্লাহ পাক ঘোষণা করিবেনঃ বাদশাগণ কোথায়? শাহজাদারা কোথায়? অত্যাচারীরা কোথায়? এবং তাহাদের সন্তানরা কোথায়? (বল) আজ হুকুমত কাহার হাতে? সমগ্র পৃথিবী তো ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এখন এই প্রশ্নের জবাব কে দিবে? সেই জন্যই আল্লাহ পাক নিজেই জবাব দিবেন যে, আজকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমার হাতে। আমি অদ্বিতীয় এবং সর্ব শক্তিমান। তারপর আকাশ হইতে বীর্যের ন্যায় বৃষ্টি বর্ষিত হইবে এবং উদ্ভিদের ন্যায় মানুষের শরীর ভূগর্ভ থেকে বাহির হইতে থাকিবে।

অতঃপর ইসরাফীল (আঃ) কে পুনরায় জীবিত করা হইবে। অনুরূপভাবে জিবরাইল (আঃ) এবং মিকাইল (আঃ) কেও জীবিত করা হইবে। অতঃপর ইসরাফীল (আঃ) তৃতীয়বার সিঙ্গায় ফুঁক দিবেন এবং উহার দ্বারা সমস্ত মাখলুক পূণঃজীবন লাভ করিবে। (সর্ব প্রথম হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত হইবেন) সমস্ত মানুষ উলঙ্গ থাকিবে এবং এক বিশাল প্রান্তরে একত্রিত হইবে।'আল্লাহ পাক মাখলুকের প্রতি মোটেই দৃষ্টিপাত করিবেন না এবং তাহাদের কোন ফয়সাল্লাও দিবেন না। সমস্ত মাখলুক কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্ত

হইয়া পড়িবে। এমন কি চোখের পানি শেষ হইয়া যাইবে। (অবশেষে) অশ্রুর পরিবর্তে চক্ষু দিয়া রক্ত ঝরিবে। আর এত বেশী পরিমাণে ঘাম বাহির হইবে যে, কাহারো কাহারো মুখ পর্যন্ত যাইয়া পৌছিবে। এমতাবস্থায় হিসাব নিকাশ শুরু করাইবার সুপারিশের জন্য সমস্ত মানুষ আম্বিয়া (আঃ) গণের নিকট যাইবে। কিন্তু সকলেই অস্বীকার করিবেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর- নিকট যাইবে।

অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ করিবেন; তারপর হিসাব নিকাশ শুরু হইবে। ফিরিশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবেন।ঘোষণা করা হইবে- প্রত্যেকের আমল নিজ নিজ আমলনামায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে (সেখানে দেখিয়া লও)। যে ব্যক্তি (স্বীয় আমলনামায়) ভাল আমল লিপিবদ্ধ দেখিবে, সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিবে। যাহার আমলনামায় বদ আমল লিপিবদ্ধ দেখিবে, সে নিজেই নিজেকে ভর্ৎসনা করিবে। মানুষ ব্যতীত অন্য সব প্রাণীকে পরস্পর থেকে বিনিময় উসুল করাইয়া ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। (তারপর) মানুষ এবং জ্বিনদের হিসাব শুরু হইবে। অত্যাচারী হইতে অত্যাচারিত ব্যক্তির বিনিময় আদায় করা হইবে। আর সেখানকার জরিমানা টাকা পয়সার দ্বারা গ্রহণ করা হইবে না বরং অত্যাচারীর নেক আমল সমূহ অত্যচারিত ব্যক্তিকে বিনিময় হিসাবে দিয়া দেওয়া হইবে। অত্যচারীর নেকী শেষ হইয়া যাওয়ার পরেও যদি অত্যচারীতের কোন প্রাপ্য অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহার মাথার উপর অত্যাচারীত ব্যক্তির গোনাহ সমূহ চাপাইয়া দেওয়া হইবে। এমনকি কিছু বড় বড় নেককারদের নিকট একটি মাত্র নেকীও অবশিষ্ট থাকিবেনা। (শেষ পর্যন্ত) অত্যাচারীকে জাহান্নামে আর অত্যাচারীত ব্যক্তিকে জান্নাতে দেওয়া হইবে। সে দিবস এত কঠিন হইবে যে, আল্লাহর নিকটবর্তী ফিরিশতাগণ, আম্বিয়া (আঃ) গণ এবং শহীদগণ নিজ নিজ মুক্তির ব্যাপারেও আশংকা বোধ করিতে থাকিবেন। বয়স, যৌবন, সম্পদ ও ইলম প্রত্যেক বিষয়েই প্রশ্ন করা হইবে। (সেদিন) মানুষ মাত্র একটি নেকীর জন্য পিতা-পুত্র, জননী-স্ত্রী সকলের নিকট যাইবে, কিন্তু অসফলতা আর নৈরাশ্যের সাথে ফিরিয়া আসিবে।

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু এর বর্ণনা- একবার হযরত জিবরাইল (আঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে এমন এক আকৃতি লইয়া উপস্থিত হইলেন যে, ভয়ে তাঁহার মুখমন্ডল বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। ইহার পূর্বে কখনো তিনি এইরূপ আকৃতিতে আসেন নাই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ হে জিবরাইল (আঃ)! ব্যাপার কি? আজ আপনার মুখমন্ডল বিকৃত কেন? জিবরাইল (আঃ) উত্তর দিলেন যে, আজ দোযখের এমন এক অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি, যে ব্যক্তি উহা বিশ্বাস করিবে দোযখ থেকে নিজেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত সে ক্ষান্ত হইতে পারেনা।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে জিবরাইল! আমাদেরকে কিছু শোনাও। জিবরাইল (আঃ) বলিলেন, খুব ভাল কথা। তবে শুনুন-আল্লাহ তায়ালা দোযখ সৃষ্টি করিয়া উহাকে এক হাযার বৎসর দগ্ধ করিয়াছেন। ফলে উহা লাল

বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর আরও হাযার বৎসর দগ্ধ করেন এবং উহা সাদা বর্ণ ধারণ করে, পুনরায় হাযার বৎসর দগ্ধ করার পর উহা কাল বর্ণ ধারণ করে। তাই এখন উহা ঘোর কাল এবং অন্ধকার। আর উহার অগ্নি স্ফুলিংগ কখনো স্থির হয় না। আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি দোজখের শুঁচের মাথা পরিমাণ স্থানও দুনিয়ার দিকে খুলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবী জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। আর যদি কোন দোযখীর কাপড় আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহার দুর্গন্ধ ও জ্বালা যন্ত্রণায় সমগ্র পৃথিবীবাসী মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত হইবে।

কোরআন পাকে যে (জিঞ্জির সমূহ) এর উল্লেখ রহিয়াছে, যদি তাহা হইতে একটি জিঞ্জিরকেও কোন পাহাড়ে রাখা হয়, তাহা হইলে সে পাহাড় গলিয়া পাতালে পৌঁছিবে। যদি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে কাহাকেও দোযখের আযাব দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহার দুর্বিসহ যন্ত্রণায় পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থানরত মানুষও ছটফট করিতে থাকিবে। উহার যন্ত্রণা অতি দুর্বিসহ এবং উহার গভীরতাও অসীম। লোহা দোযখের অলংকার। আর ফুটন্ত পুঁজ তথাকার পানীয়। অগ্নিবস্ত্র তাহাদের ভূষণ। উহার দরজা সাতটি, প্রত্যেক দরজা দিয়া নির্ধারিত নারীপুরুষই প্রবেশ করিবে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেনঃ সেইগুলি কি আমাদের ঘরের দরজার মত? জিবরাইল (আঃ) উত্তর দিলেন, না বরং উহা স্তর বিশিষ্ট হইবে। আর সম্পূর্ণ খোলা থাকিবে। দুই দরজার মধ্যবর্তী দুরত্ব সত্তর বৎসরের পথ হইবে। প্রতিটি দরজা অপর দরজা অপেক্ষা সত্তর গুণ বেশী উত্তপ্ত হইবে। আল্লাহর শত্রু (নাফরমান) দেরকে দোযখের দরজার দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইবে। যখন তাহারা দরজার পার্শ্বে উপনীত হইবে তখন তাহাদের সামনে জিঞ্জির উপস্থাপিত করা হইবে। মুখ দিয়া জিঞ্জির প্রবিষ্ট করাইয়া মলদ্বার দিয়া বাহির করিয়া আনা হইবে। অনুরূপ ভাবে হাত পা বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। প্রত্যেকের সাথে নিজ নিজ শয়তানও (যাহার পূজা তাহারা করিত) থাকিবে। ফিরিশতাগণ তাহাদেরকে উপুড় করিয়া হাঁতুড়ী দ্বারা পিটাইতে পিটাইতে দোযখে নিক্ষেপ করিবে। যদি কখনো যন্ত্রণার তাড়নায় নিস্কৃতি লাভের ইচ্ছা করে, পূনরায় ধাক্কা দিয়া সেখানেই ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ঐ সমস্ত দরজায় কোন্ শ্রেণীর লোক থাকিবে? জিবরাইল (আঃ) উত্তর দিলেন যে, সর্বনিম্ন দরজায় মুনাফিক, আল্লাহদ্রোহী, ফেরাউনের অনুসারীরা থাকিবে। সে দরজাটির নাম হইল, হাভিয়া। জাহীম, নামক দ্বিতীয় দরজায় মুশরিকরা থাকিবে। তৃতীয় দরজায় থাকিবে নক্ষত্রপুজক-উহার নাম সাকার। লাখা নামক চতুর্থ দরজায় ইবলিস এবং তাহার অনুসারীরা থাকিবে। পঞ্চম দরজায় ইহুদীরা থাকিবে আর উহার নাম হইল হোতামাহ। সায়ীর নামক ষষ্ঠ দরজায় খৃষ্টানরা থাকিবে। তারপর জিবরাইল (আঃ) চুপ হইয়া গেলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ চুপ হইয়া গেলেন কেন? সপ্তম দরজায় কাহারা থাকিবে? বলুন! জিবরাইল (আঃ) অত্যন্ত কষ্টের সাথে লজ্জিত ভাবে বলিলেন- সেখানে আপনার ঐ সকল উম্মত থাকিবে যাহারা কবিরা গোনাহ করিয়াছে এবং তওবা ব্যতীত

মারা গিয়াছে। এই কথা শোনা মাত্রই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না, বেহুঁশ হইয়া পড়িলেন।

فِدَاهُ اَبِیْ وَاُمِّیْ ঐ সত্তার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গ হউক। জিবারাইল (আঃ) হুযুর (সাঃ)-এর মাথা মোবারক স্বীয় ক্রোড়ে উঠাইয়া নিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ হে জিবরাইল! আমি অত্যন্ত অস্থির এবং চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমার উম্মতকেও জাহন্নামে নিক্ষেপ করা হইবে? জিবরাইল (আঃ) উত্তর দিলেন, জি হ্যাঁ। কবিরা গোনাহ করিয়া তওবা ব্যতীত মৃত ব্যক্তিকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। ইহা শুনিয়া হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদিতে লাগিলেন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কাঁদিতে দেখিয়া জিবরাইল (আঃ)ও কাঁদিতে লাগিলেন। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে চলিয়া গেলেন এবং মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাত ছাড়িয়া দিলেন। শুধু নামাযের জন্য বাহিরে আসিতেন এবং কাহারও সাথে কোন কথা না বলিয়া (সরাসরি) ঘরে চলিয়া যাইতেন। তখন তাহার অবস্থা ছিল এই যে, তিনি ক্রন্দন রত অবস্থায় নামাজ শুরু করিতেন এবং ক্রন্দনরত অবস্থায়ই নামায শেষ করিতেন। তৃতীয় দিন হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু হুযুরের ঘরের দরজার সম্মুখে দন্ডায়মান হইয়া সালাম পেশ করিলেন এবং প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু ভিতর হইতে কোন উত্তর আসিল না। তাই তিনিও কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেলেন। অনুরূপ ব্যবহার হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু-এর সাথেও করিলেন। তিনিও কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেলেন। ঠিক এমতাবস্থায় হযরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহু আসিলেন, কিন্তু তিনিও কোন উত্তর পাইলেন না। ফলে বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কখনো বসেন আবার দাড়ান। যদি চলিয়া যান, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎই ফিরিয়া আসেন। আর এই অস্থিরতা লইয়া হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহাকে পুরা ঘটনা বলিয়া দিলেন। শোনা মাত্রই হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহাও অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং চাদর দ্বারা স্বীয় দেহ আবৃত করিয়া সরাসরি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরের দিকে রওয়ানা হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দরজার সামনে দাড়াইয়া সালাম প্রদানের পর বলিলেন-আমি ফাতেমা। তখন সিজদায় পড়িয়া হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের মুক্তির জন্য কাঁদিতেছিলেন। (আওয়াজ শুনার পর) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মোবারক উত্তোলন পূর্বক বলিলেনঃ আমার চোখের প্রশান্তি ফাতেমা! তোমার অবস্থা কি? উম্মুল মুমিনীনদের কাহাকেও বলিলেন-দরজা খুলিয়া দাও। হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা ঘরে প্রবেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, গায়ের রং হলুদ বর্ণ ধারণ করিয়াছে, মুখশ্রীর সজীবতা বিলিন হইয়া গিয়াছে। হযরত ফাতেমা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার এত চিন্তা

কিসের? কিসের চিন্তায় আপনাকে শোকাহত করিয়াছে? যাহার ফলে আপনার এই অবস্থা?

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন যে, হে ফাতেমা! আমার নিকট জিবরাইল (আঃ) আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে দোযখের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিলেন এবং বলিলেন দোযখের সর্বশেষ স্তরে আমার গোনাহগার উম্মত থাকিবে। ইহার চিন্তা আমাকে এহেন অবস্থায় উপনীত করিয়াছে। হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহাদেরকে কিভাবে প্রবিষ্ট করানো হইবে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেনঃ ফিরিশতাগণ তাহাদেরকে দোযখের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাদের মুখমণ্ডল কাল হইবেনা নয়নযুগল নীল হইবেনা, বাকশক্তি রুদ্ধ হইবেনা, তাহাদের সাথে শয়তানও থাকিবেনা এবং তাহাদেরকে জিঞ্জির দ্বারাও বাঁধা হইবে না। হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ফিরিশতারা কিভাবে টানিয়া লইয়া যাইবে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেনঃ পুরুষদের দাড়ি ধরিয়া? এবং মহিলাদের বেনী ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে। নারী-পুরুষ ও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই অপমান এবং অপদস্থতার কারণে চিৎকার করিতে থাকিবে। আর এমতাবস্থায় যখন তাহারা দোযখ পর্যন্ত পৌঁছিবে, তখন দোজখের দারোগা ফিরিশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করিবেনঃ তাহারা কে? তাহাদের অবস্থা তো আশ্চর্যজনক। তাহাদের মুখমণ্ডল তো কৃষ্ণবর্ণ নয় আর চোখও নীল নয়, এবং বাকশক্তিও রুদ্ধ নয়। তাহাদের সাথে শয়তানও নাই এবং শিকল দ্বারা তাহাদের গ্রীবাদেশ বাঁধাও হয় নাই। ফিরিশতাগণ উত্তর দিবেন-আমরা কিছুই জানিনা। আমরা শুধু নির্দেশানুযায়ী আপনার নিকটে পৌঁছাইয়া দিলাম।

তখন দোযখের দারোগা তাহাদেরকে বলিবেন হে দুর্ভাগারা। তোমরাই বল যে তোমরা কে? (এক বর্ণনা মতে তাহারা রাস্তায় হায় মুহাম্মদ! হায় মুহাম্ম! বলিয়া চিৎকার করিতে থাকিবে। কিন্তু দোযখের দারোগাকে দেখা মাত্রই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম ভুলিয়া যাইবে) তাহারা জবাব দিবে আমরা ঐ জাতি যাহাদের উপর কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে, রমজানের রোযা ফরয হইয়াছে। দারোগা বলিবেন কুরআন তো শুধু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ হইয়াছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম শোনা মাত্রই তাহারা বলিয়া উঠিবে আমরা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত। দারোগা বলিবেন- কুরআন পাকে কি তোমাদেরকে আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত থাকিতে বলা হয় নাই? তাহারা দোজখের দরজায় অগ্নি দেখিয়া দারোগার নিকট আবেদন জানাইবে যে, আমাদেরকে কাঁদিবার সুযোগ দিন কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের নয়নের অশ্রু নিঃশেষ হইয়া যাইবে। অবশেষে চোখ থেকে রক্ত ঝরিতে থাকিবে। দারোগা বলিবেন, আফসোস! যদি দুনিয়াতে এইরূপ কাঁদিতে তাহা হইলে আজকে কাঁদিতে হইত না। দারোগার নির্দেশে তাহাদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।

তখন সবাই لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বলিয়া চিৎকার করিবে, আর ইহা শোনামাত্র অগ্নি ফিরিয়া যাইবে। দারোগা অগ্নির কাছে ফিরিয়া যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অগ্নি বলিবে যে, আমি তাহাদেরকে কিভাবে জ্বালাইব, তাহাদের মুখে রহিয়াছে কালেমায়ে তাওহীদ। কয়েকবার এইরূপ ঘটিবে।

অবশেষে দারোগা বলিবে তাহাদেরকে জ্বালানোই আল্লাহর নির্দেশ। তখন অগ্নি তাহাদেরকে জড়াইয়া ধরিবে। কাহারও পা পর্যন্ত কাহারও হাঁটু পর্যন্ত, কাহারও কোমর পর্যন্ত আবার কাহারও গলা পর্যন্ত অগ্নিতে নিমজ্জিত থাকিবে। অগ্নি যখন তাহাদের চেহারা পর্যন্ত পৌঁছিবে দারোগা বলিবেন– তাহাদের মুখ এবং অন্তর জ্বালাইওনা। কেননা তাহারা দুনিয়াতে নামাযে সিজদাহ করিয়াছিল এবং রমযানে রোযা রাখিয়াছিল। অতঃপর যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিবেন, তাহারা দোযখেই স্বীয় পাপের শাস্তি ভোগ করিবে। আর তাহারা বার বার আল্লাহকে ডাকিতে থাকিবে। অবশেষে একদিন আল্লাহ পাক জিবরাইল (আঃ) কে বলিবেন, উম্মতে মুহাম্মদিয়ার খবর লও। দেখ, তাহাদের কি অবস্থা? তখন তিনি দৌড়াইয়া দোযখের দারোগার নিকট পৌঁছিবেন। আর দারোগা দোযখের মধ্যবর্তী স্থানে আগুনের মঞ্চে উপবিষ্ট থাকিবেন। হযরত জিবরাইল (আঃ) কে দেখা মাত্রই অভ্যর্থনার জন দাড়াইয়া যাইবেন এবং উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন। জিবরাইল (আঃ) উত্তর দিবেন যে, উম্মতে মুহাম্মদিয়ার খবর লাইতে আসিয়াছি। তাহাদের অবস্থা কি? দারোগা উত্তর দিবেন, খুবই খারাপ। অতি সংকীর্ণ স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। অগ্নি তাহাদের শরীর জ্বালাইয়া দিয়াছে আর গোশত ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। শুধুমাত্র মুখমণ্ডল এবং অন্তর অবশিষ্ট রহিয়াছে। যেখানে ঈমানের নুর চমকাইতেছে। জিবরাইল (আঃ) কে দেখা মাত্রই তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, তিনি আযাবের ফিরিশতা নহেন। তাহার উজ্জল মুখশ্রীতে অনুগ্রহের অভিব্যক্তি। তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে, তিনি কে? এমন সুন্দর মুখশ্রী পূর্বে কখনো তো দেখি নাই। তাহাদিগকে বলা হইবে- তিনি জিবরাইল (আঃ) তিনি হুযুর-এর কাছে ওহী লইয়া যাইতেন। তাহারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম শোনামাত্রই চিৎকার করিতে থাকিবে। (এবং বলিবে) হে জিবরাইল! আমাদের মনিব হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আমাদের সালাম দিবেন- এবং এই কথাও বলিবেন যে, আমাদের কৃতপাপ আমাদেরকে তাঁহার সংস্পর্শ হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে এবং ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। জিবরাইল (আঃ) প্রত্যাবর্তন করিবেন এবং মহান অনুগ্রহশীল আল্লাহর দরবারে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিবেন।

তখন আল্লাহ পাক বলিবেন- হে জিবরাইল! তাহারা তোমাকে কিছু বলিয়াছে কি? জিবরাইল (আঃ) উত্তর দিবেন-জি, হ্যাঁ। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সালাম পৌঁছাইতে এবং নিজেদের অবস্থার বর্ণনা দিতে বলিয়াছে। আল্লাহ পাক নির্দেশ দিবেন যাও। তাহাদের বার্তা পৌঁছাইয়া দাও। এই কথা শোনামাত্রই জিবরাইল (আঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে উপস্থিত হইবেন। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার হাজার

দরজা বিশিষ্ট একটি সাদা মুক্তার তৈরী অট্টালিকায় বিশ্রামরত থাকিবেন। প্রতিটি দরজার উভয় পার্শ্ব স্বর্ণের তৈরী। অতঃপর জিবরাইল (আঃ) সালাম দিবেন এবং বলিবেন- আপনার গোনাহগার উম্মতদের নিকট হইতে আসিয়াছি। তাহারা আপনার প্রতি সালাম বলিয়াছে এবং তাহাদের ধ্বংসের খবরও আপনার নিকট পৌঁছাইতে বলিয়াছে। তাহারা অত্যন্ত অস্থিরতা এবং দুঃখ কষ্টে নিমজ্জিত আছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খবর শোনা মাত্রই আরশের নীচে আসিয়া সিজদায় পড়িয়া যাইবেন এবং অভূতপূর্ব শব্দাবলীর দ্বারা আল্লাহর এমন প্রশংসা করিবেন যাহা হুযুরের পূর্বে আর কেউ কোন দিন করে নাই।

আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে নির্দেশ হইবে, মাথা উঠাও! যাহা চাহিবার আছে চাও! অবশ্যই চাহিদা পূরণ করা হইবে। যদি কাহারো জন্য সুপারিশ করিতে চাও তাহা হইলে তাহাও কর, গ্রহণ করা হইবে। আল্লাহর দরবারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবেদন করিবেন- হে মেহেরবান আল্লাহ! আমার গোনাহগার উম্মতের উপর আপনার আযাবের ফয়সালা হইয়া গিয়াছে। আর তাহাদেরকে তাহাদের পাপের শাস্তি দেওয়াও হইয়াছে। এখন তাহাদের সম্পর্কে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। ঘোষণা দেওয়া হইবে যে, আমি আপনার সুপারিশ গ্রহণ করিলাম। এখন আপনি নিজেই সেথায় গমন করুন এবং যে ব্যক্তি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ পড়িয়াছে তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আনুন।

অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোযখের দিকে যাইবেন, দোযখের দারোগা হুযুরকে দেখামাত্রই সম্মানার্থে দাড়াইয়া যাইবেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন- আমার গোনাহগার উম্মতের কি অবস্থা? তিনিও উত্তর দিবেন, খুব খারাপ। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোযখের দরজা খোলার আদেশ দিবেন। তাহারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখামাত্রই চিৎকার করিয়া বলিবে, ইয়া রাসুলুল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম অগ্নি আমাদের চামড়া এবং কলিজা জ্বালাইয়া দিয়াছে। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে বাহির করিয়া লইবেন। তাহাদের সকলকেই কয়লার ন্যায় কাল বর্ণ দেখা যাইবে। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে জান্নাতে দরজার পার্শ্বে অবস্থিত রিয্ওয়ান নামক নদীতে নিয়া গোসল দিবেন। তাহাতে গোসল করিয়া তাহারা অতি সুশ্রী যুবকের ন্যায় বাহির হইয়া আসিবে। তাহাদের মুখশ্রী চাঁদের ন্যায় নূরানী হইবে। তাহাদের কপালে লেখা থাকিবে - তাহারা ঐ সকল জাহান্নামী, যাহাদেরকে পাক করুণাময় আল্লাহ তায়ালা মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর তাহাদিগকে বেহেশতে প্রবিষ্ট করানো হইবে। তখন অবশিষ্ট দোযখীরা আফসোসের সাথে বলিবে, হায়! যদি মুসলমান হইতাম, তাহা হইলে আজ তাহাদের ন্যায় আমাদেরকেও বাহির করা হইত।

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ

অর্থ ঃ বহু সংখ্যক কাফির (আফসোসের সাথে) এই আকাংক্ষা করিবে যদি তাহারাও মুসলমান হইত।

তারপর মৃত্যুকে বেহেশ্তবাসী এবং দোযখবাসীদের সম্মুখে একটি দুম্বা আকৃতিতে যবেহ করিয়া দেওয়া হইবে এবং এই উভয় দলকে বলা হইবে যে, এখন থেকে আর কাহারও মৃত্যু আসিবেনা, যে যেখানে আছে অনন্তকাল সেখানেই থাকিবে।

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ

অর্থ ঃ হে মুক্তিদাতা! মহান রব! আমাদেরকে দোযখ হইতে মুক্তি দাও।

বেহেশ্ত এবং বেহেশ্তবাসী

বেহেশ্তের হাকীকত

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন– আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলামঃ বেহেশত কিসের তৈয়ারী? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, পানির তৈয়ারী। আমরা বলিলাম, আমাদের উদ্দেশ্য বেহেশতের অট্টালিকা নিমার্ণ সম্পর্কে অবগত হওয়া। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ বেহেশতের একটি ইট স্বর্ণের অপরটি রূপার আর প্রলেপ হইল মেশকের, ইহার মাটি জাফরানের আর কংকর মুক্তা এবং ইয়াকুতের । যে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে সে কোন প্রকার নেয়ামত হইতে বঞ্চিত ও নিরাশ থাকিবে না। সে ব্যক্তি অনন্তকাল তথায় বসবাস করিবে। কখনো তাহার মৃত্যু হইবেনা। তাহার পরিধেয় ভুষণ কখনো পুরাতন হইবে না। যৌবনও অটল থাকিবে।

অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরাইয়া দেওয়া হয় না।

(১) আদেল ইমাম অর্থাৎ ন্যায়পরায়ন বাদশা ও বিচারক।

(২) রোযাদারের দোয়া ইফতারের সময়।

(৩) অত্যাচারিত ব্যক্তির দোয়া, তাহার প্রার্থনা মেঘের উপরে উঠাইয়া নেওয়া হয়। আল্লাহ পাক বলেন, কিছু বিলম্ব হইলেও আমি অবশ্যই তোমার সাহায্য করিবে।

বেহেশ্তের বৃক্ষ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ বেহেশ্তে একটি বৃক্ষ আছে। যাহার ছায়ায় বেহেশতবাসীগণ শত বৎসর চলার পরেও উহার ছায়া অতিক্রম করিতে পারিবেনা, অধিকন্তু তাহারা এইরূপ নেয়ামত সমূহ পাইবে, যাহা কোন চক্ষু কখনও অবলোকন করে নাই, কোন কর্ণ উহার বর্ণনা কখনও শ্রবণ করে নাই এবং কোন অন্তর উহার কল্পনাও করে নাই। কুরআন মজিদে বর্ণিত হইয়াছে– فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ

অর্থঃ কেহই জানেনা যে, সেখানে চক্ষুর প্রশান্তি প্রদানকারী কি লুকাইয়া রাখা হইয়াছে।
বেহেশতের একটা সামান্য বিন্দু পরিমাণ স্থানও দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যাহা কিছু আছে তাহা হইতে উত্তম।

বেহেশ্তের হুর 'লায়বা'

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ বেহেশতে লায়বা নাম্নী এক হুর রহিয়াছে। চার বস্তুর সমন্বয়ে তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে যথা–

(১) মেশক। (২) আম্বর (এক প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য)।

(৩) কর্পূর (ইহাও এক প্রকার সুগন্ধি বিশেষ)।

(৪) জাফরান। প্রভৃতি উপাদান দ্বারা তাহার শরীর গঠন করা হইয়াছে। বেহেশ্তের সমস্ত হুর তাহার প্রতি আসক্ত। যদি সে সাগরে থুথু ফেলে, তাহা হইলে সাগরের পনি মিঠা হইয়া যাইবে। তাহার ললাটে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে 'যে আমাকে পাইতে চায় সে যেন আল্লাহর অনুগত হয়।' হযরত মুজাহিদ রহমতুল্লাহি আ্যালাইহি বলেন, বেহেশ্তের ভূমি রূপার এবং মাটি মেশকের হইবে। আর বৃক্ষ মূল রূপার হইবে। ইহার শাখা প্রশাখা সমূহ মুক্তা এবং জবরজদ পাথরের নির্মিত হইবে। পাতা এবং ফল হইবে নিম্নমুখী মূল হইবে উর্ধ্ব মুখী। দাঁড়াইয়া, বসিয়া, শুইয়া অর্থাৎ যে ভাবে ইচ্ছা উহার ফল পাড়িতে পারিবে।

বেহেশ্তী ব্যক্তির সৌন্দর্য ও মাধুর্য

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- বেহেশ্তী ব্যক্তির সৌন্দর্য ও মাধুর্য ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে। পার্থিব জগতে তো ধীরে ধীরে বার্ধক্য নামিয়া আসে। সেখানে রূপ যৌবনের মাধুর্যের ক্রমোন্নতি হইতে থাকিবে।

বেহেশতের সবচেয়ে বড় নেয়ামত

হযরত সুহায়র রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যখন বেহেশতীরা বেহেশতে এবং দোযখীরা দোযখে চলিয়া যাইবে, তখন এক ঘোষক ঘোষণা করিবে, হে বেহেশত বাসীগণ! আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি এক অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আল্লাহ পাক উহা পূরণ করিতে চান। তখন বেহেশতীরা বলিবে– সে অঙ্গীকার কি? আল্লাহ পাক কি আমাদের নেকীর পাল্লা ভারী এবং মুখমণ্ডল আলোকিত করেন নাই? তিনি কি আমাদেরকে বেহেশতে প্রবিষ্ট করান নাই? তিনি কি আমাদেরকে দোযখ হইতে মুক্তি দেন নাই?
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষৎ বাণী মোতাবেক পর্দা উঠাইয়া দেওয়া হইবে। বেহেশ্তবাসীরা আল্লাহর দিদার লাভে ধন্য হইবে। বর্ণনাকারী

বলেনঃ আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, বেহেশতীদের ইহা অপেক্ষা অধিক প্রিয় এবং উত্তম অন্য কোন নিয়ামত হইবেনা। হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে এই নেয়ামত দান করুন।

সু-সংবাদ প্রদানের এক অদ্ভুত অবস্থায় জিবরাইল (আঃ)-এর আগমন

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু-এর বর্ণনা একবার জিবরাইল (আঃ) একটি সাদা আয়নাসহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করেন। উহাতে একটি কাল দাগ ছিল। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেনঃ হে জিবরাইল! ইহা কিসের আয়না?

জিবরাইল (আঃ) উত্তর দিলেন- ইহা জুমার দিন সাদৃশ্য। আর কাল দাগটি প্রতি শুক্রবার দোয়া কবুল হওয়ার সময়। আপনাকে এবং আপনার উম্মতকে ইহার দ্বারা (অর্থাৎ জুমার দিন দ্বারা) অন্যান্য উম্মতের উপর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এই দিনে এমন একটি সময় রহিয়াছে যখন প্রতিটি দোয়া কবুল হয়। কিন্তু আমাদের কাছে ইহা একটি অতিরিক্ত দিন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম জিজ্ঞাসা করিলেনঃ অতিরিক্ত দিনের কি অর্থ জিবরাইল (আঃ) উত্তর দিলেন আল্লাহ পাক বেহেশতে একটি ময়দান নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, সেখানে মেশ্‌কের একটি টিলা (উচ্চস্থান) রহিয়াছে প্রতি জুমার দিনে সেখানে নূরের মিম্বার বিছাইয়া দেওয়া হয়। উহার উপর আম্বিয়ায়ে কেরায় (আঃ) সমাসীন হন। অপর কতগুলি ইয়াকুত ও যবরজদ পাথর খচিত স্বর্ণের মিম্বারে সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও নেককারগণ উপবিষ্ট হন। মেশকের সে টিলায় আহলে গারফ বসেন (অর্থাৎ সাধারণ জান্নাতীগণ)। অতঃপর সকলে একত্রে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করেন। আল্লাহ পাক ঘোষণা করিবেনঃ তোমাদের চাওয়ার আছে চাও! তখন সকলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করিবেন। আল্লাহ পাক বলিবেনঃ আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছি। আমি তোমাদেরকে আমার স্থানে বসবাস করার সুযোগ দিয়াছি এবং স্বীয় পক্ষ থেকে সম্মান করিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার জ্যোতি (তাজাল্লী) প্রকাশ পায়। আর তাহারা আল্লাহ পাকের জ্যোতি দেখিতে পায়। সুতরাং এইদিনে তাহাদের সম্মান বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের কাছে জুমার দিন অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোন দিন নাই।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছেঃ আল্লাহ পাক ফিরিশতাদিগকে বলিবেনঃ আমার বন্ধুগণকে আহার করাও। অতঃপর ফিরিশতাগণ বিভিন্ন রকম খাদ্য দ্রব্য উপস্থিত করিবেন। আর তাহারা উহার প্রতি লোকমাতে নিত্য নতুন স্বাদ উপভোগ করিবে। পূনরায় আল্লাহর আদেশে পানীয় দ্রব্যাদি উপস্থিত করা হইবে এবং প্রতি ঢোকে নতুন নতুন স্বাদ অনুভব করিবে। তাহাদের পানাহারান্তে আল্লাহ পাক বলিবেনঃ আমি তোমাদের প্রভু! আমি তোমাদের কাছে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম উহা তো পুরো করিয়াছি। এখন আর যাহা কিছু চাহিবে উহাই দেওয়া হইবে। আল্লাহর বান্দাগণ বার বার আবেদন করিবে যে, আমরা আপনার সন্তুষ্টি চাই।

"আল্লাহ পাক উত্তর দিবেন, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছি" এবং আমার কাছে আরও কিছু রহিয়াছে। আজ তোমাদেরকে এমন এক নিয়ামত দান করিব যাহা ঐ সমস্ত নিয়ামতের উর্ধ্বে। অতঃপর পর্দা উঠাইয়া দেওয়া হইবে এবং সকলেই আল্লাহর নূর (তাজাল্লী) দেখিতে পাইবে আর তৎক্ষণাৎ সিজদায় পড়িয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালার পূনঃনির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত সিজদার অবস্থায় থাকিবে। তারপর আল্লাহ পাক বলিবেনঃ মাথা উঠাও! ইহা ইবাদত করার স্থান নহে। বেহেশতবাসীরা আল্লাহর দিদার লাভে সকল নিয়ামত ভুলিয়া যাইবে। তারপর আরশের নিম্নদেশ থেকে সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতে থাকিবে। মেশকের শুভ্র টিলা হইতে মেশক উঠিয়া জান্নাতিদের মাথা এবং তাহাদের **অশ্বসমূহের ললাটে** পতিত হইবে। যখন তাহারা (নিজ নিজ বাসভবনে) ফিরিয়া যাইবে। তখন তাহাদের সহধর্মিনীরা বলিবে-"আপনারা তো আরও অধিক -সুন্দর ও সুশ্রী হইয়া ফিরিয়াছেন।

হযরত ইকরামা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন-বেহেশতে নারী পুরুষ উভয়েই তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক এবং অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী হইবে। প্রত্যেকের পরিধানে সত্তরটি পোষাক শোভা পাইবে। প্রত্যেক স্বামী স্বীয় সহধর্মিনীর মুখমন্ডল, বক্ষ দেশ ও পাদদেশে স্বীয় দেহাবয়ব দেখিতে পাইবে। অনুরূপভাবে স্ত্রীও স্বামীর মুখমন্ডল ইত্যাদিতে স্বীয় অবয়ব দেখিতে পাইবে। তথায় মুখ ও নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ যুক্ত কোন কিছু নির্গত হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। এক হাদীছে আছেঃ যদি কোন জান্নাতী হুর আকাশ থেকে তাহার হাতের তালু পৃথিবীর দিকে খুলিয়া ধরে তাহা হইলে সমগ্র বিশ্ব আলোকিত হইয়া যাইবে।

বেহেশতে পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হইবে না

যায়েদ বিন আরকাম রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, কোন এক আহলে কিতাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সামনে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল 'আপনার মতে বেহেশতে খানাপিনার ব্যবস্থা থাকিবে কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন-হ্যাঁ। বেহেশতের মধ্যে তো এক ব্যক্তিকে খানাপিনা ও স্ত্রী সহবাসে শত ব্যক্তির সমপরিমাণ শক্তি দেওয়া হইবে। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, খানাপিনার পর তো অবশ্যই পেশাব পায়খানা হইয়া থাকে, বেহেশত হইল পবিত্র স্থান। উহাতে এইসব অপবিত্র জিনিস কিভাবে থাকিতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ বেহেশতে পেশাব পায়খানা করার প্রয়োজন হইবে না। বরং মেশকের সুগন্ধিযুক্ত ঘর্ম নির্গত হইবে শুধু, আর ইহাতেই খাদ্যদ্রব্য হজম হইয়া যাইবে।

বেহেশ্তে 'তোবা' বৃক্ষ

বেহেশতে 'তোবা' বৃক্ষ নামক একটি বৃক্ষ থাকিবে। প্রত্যেক জান্নাতির ঘরে ইহার একটি করিয়া শাখা থাকিবে। আর প্রত্যেক শাখায় বিভিন্ন ধরনের ফল থাকিবে। উটের ন্যায় পক্ষী সমূহ উহার উপরে আসিয়া বসিবে। যদি কোন জান্নাতী কোন পক্ষী আহার করার ইচ্ছা করে তখন সাথে সাথে উহা দস্তর খানার উপর আসিয়া

যাইবে। ঐ ব্যক্তি একই পক্ষীর এক পার্শ্ব হইতে শুকনা গোশত আর অপর পার্শ্ব হইতে ভুনা গোশত আহার করিবে। অতঃপর পক্ষীটি উড়িয়া চলিয়া যাইবে।

বেহেশতবাসীর আকৃতি

ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু এবং আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমার উম্মতের সর্ব প্রথম বেহেশতে প্রবেশকারীর মুখশ্রী পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় আলোকিত হইবে। তাহার পর প্রবেশকারীর মুখশ্রী উজ্জল নক্ষত্রের ন্যায় হইবে। অতঃপর একের পর এক বিভিন্ন আকৃতি লাভ করিবে। বেহেশতে পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হইবে না এবং নাকে মুখে দুর্গন্ধময় কোন কিছু সৃষ্টি হইবে না। সেখানকার চিরুনী স্বর্ণের তৈরী হইবে আর সুগন্ধ যুক্ত কাঠের তৈয়ারী হইবে। শরীরের ঘর্ম মেশকের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত হইবে। সকলের দেহাকৃতি এক ধরনের হইবে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর ন্যায় তেত্রিশ বৎসরের যুবক এবং হযরত আদম (আঃ)-এর ন্যায় ষাট হাত দীর্ঘ শ্মশ্রুবিহীন হইবে। ভ্রু এবং পলক ব্যতীত কোথাও কোন লোম থাকিবেনা। গায়ের রং শুভ্র হইবে। পোশাক সবুজ রংয়ের হইবে। যদি কোন ব্যক্তি আহার করার ইচ্ছায় দস্তর খানা বিছায় তাহা হইলে সম্মুখ হইতে এক পক্ষী আসিয়া বলিবে, হে আল্লাহর ওলী! আমি সালসাবীল নামক প্রস্রবনের পানি পান করিয়াছি। আরশের নীচে বেহেশতের বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি এবং অমুক অমুক ফল ভক্ষন করিয়াছি। তখন সে বেহেশতী পাখীর এক পার্শ্ব হইতে রন্ধন করা অপর পার্শ্ব হইতে ভুনা গোশত খাইবে। সত্তর প্রকার পোষাক পরিহিত থাকিবে, তার প্রতিটি পোষাকের রং ভিন্ন হইবে। তাহাদের আংগুল সমূহে দশটি আংটি থাকিবে-

প্রথম আংটিতে লিখা থাকিবে- – سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ

অর্থঃ তোমরা ইহজীবনে ধৈর্য ধারণ করিয়াছিলে তাই তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

দ্বিতীয় আংটিতে লিখা থাকিবে- – اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اٰمِنِيْنَ

অর্থঃ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বেহেশতে প্রবেশ কর।

তৃতীয় আংটিতে লিখা থাকিবে-

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ –

অর্থঃ এই জান্নাত তোমাদের কৃত আমলের বিনিময় স্বরূপ প্রদান করা হইল।

চতুর্থটিতে লিখা থাকিবে- – رُفِعَتْ عَنْكُمُ الْاَحْزَانُ وَالْهُمُوْمُ

অর্থঃ তোমাদের থেকে চিন্তা ভাবনা দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পঞ্চমটিতে লিখা থাকিবে- – اَلْبَسْنَا كُمُ الْحُلِىَّ وَالْحُلَلُ

অর্থঃ আমি তোমাদিগকে পোষাক ও অলংকার পরিধান করাইয়াছি।

ষষ্ঠটিতে লিখা থাকিবে- زَوَّجْنٰكُمُ الْحُوْرَ الْعِيْنُ

অর্থঃ আমি তোমাদিগকে ডাগর চোখা হুরের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছি।

সপ্তমটিতে লিখা থাকিবে-

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

অর্থঃ সেথায় তোমাদের আকাংক্ষিত সবকিছুই রহিয়াছে। অধিকন্তু রহিয়াছে তোমাদের নয়নের প্রশান্তিদায়ক বস্তু সমূহ আর সেথায় তোমরা অনন্তকাল থাকিবে।

অষ্টমটিতে লিখা থাকিবে-– وَافَقْتُمُ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ

অর্থঃ তোমরা নবীগণ ও সিদ্দীকীনদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়াছিলে।

নবমটিতে লিখা থাকিবে- صِرْتُمْ شَبَابًا لَاتَهْرَمُوْنَ

অর্থঃ তোমরা এমন যুবকে পরিণত হইয়াছ যে তোমরা আর বৃদ্ধ হইবে না।

দশমটিতে লিখা থাকিবে- سَكَنْتُمْ فِىْ جِوَارِ مَنْ لَايُؤْذِى الْجِيْرَانِ

অর্থঃ আজ তোমরা এমন লোকের প্রতিবেশী যাহারা স্বীয় প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না।

বেহেশতে প্রবেশের জন্য পাঁচটি শর্ত

যে ব্যক্তি উপরোল্লিখিত নিয়ামত সমূহ লাভ করিতে চায় সে ব্যক্তি যেন নিম্নে পাঁচটি বিষয়ের উপর নিয়মিত আমল করে।

(১) সকল প্রকার পাপ কার্য হইতে বিরত থাকা যেমন আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى –

অর্থঃ যে ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ হইতে বিরত থাকিল তাহার ঠিকানা হইবে বেহেশত।

(২) যৎসামান্য পার্থিব সম্পদের উপর সন্তুষ্ট থাকা।

(৩) নেক কাজে খুব আগ্রহী থাকা কেননা বেহেশত তো আমলের বিনিময়েই মিলিবে,

(৪) আল্লাহর নেককার বান্দাদেরকে মহব্বত করা এবং তাহাদের সাথে সাক্ষাৎ করিতে থাকা। তাহাদের মজলিস সমূহে অংশগ্রহণ করিতে থাকা। কেননা কিয়ামতের দিবসে তাহাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে। হাদীছে আছে উত্তম লোকদের সহিত গভীর ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন কর কেননা কিয়ামতের দিবসে প্রত্যেকে স্বীয় ভ্রাতার জন্য সুপারিশের অধিকারী হইবে।

(৫) (আল্লাহর দরবারে) বেশী বেশী দোয়া করিতে থাকা, বিশেষ করে বেহেশত এবং উত্তম মৃত্যুর জন্য।

হেকমত পূর্ণ উক্তি

(১) পরকালীন প্রতিদান সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্বেও পার্থিব জগতের প্রতি আসক্ত এবং উহার উপর নির্ভরতা বোকামী এবং মূর্খতা।

(২) আমল সমূহের প্রতিদান জানা থাকা সত্বেও উহার জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম না করা, ইচ্ছাকৃত অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার তুল্য।

(৩) সে ব্যক্তিই বেহেশতের সুখ শান্তির অধিকারী হইবে যে পার্থিব সুখ শান্তিকে বর্জন করিয়াছে। বেহেশতে মওজুদ সম্পদ ঐ ব্যক্তিই লাভ করিবে যে তুচ্ছ পার্থিবতা পরিত্যাগ করিয়া তুষ্ট রহিয়াছে।

এক ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ঘটনা

কোন এক ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি শাক শব্জিতে লবণ মিশ্রিত করিয়া রুটি ব্যতীত আহার করিতেন। জনৈক ব্যক্তি তাহার এইরূপ আমল সম্পর্কে তাচ্ছিল্য মূলক প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দিলেন যে- পার্থিব জগতকে আমি আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি, যাহাতে আহার্য বস্তুর দ্বারা শক্তি অর্জিত হয় এবং আল্লাহর ইবাদত করিতে পারি, উহার বিনিময়ে বেহেশত লাভ হইবে। আর তুমি তো পার্থিব জগতের মূল্যবান খাদ্য দ্রব্যাদি পায়খানায় পরিণত করার উদ্দেশ্যে আহার কর।

ব্যাখ্যাঃ ইহা তো উল্লিখিত ব্যক্তির ঘটনা। তদনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির আমল করা সমীচীন নহে। কেননা আল্লাহ প্রদত্ত হালাল নিয়ামত সমূহ ব্যবহার করা শুধু বৈধই নহে বরং আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়, আল্লাহ পাক যাহাকে নিয়ামত দান করেন তাহার উপর নিয়ামতের প্রভাব দেখিতে পছন্দ করেন-

আল্লাহ পাক বলেনঃ – وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

অর্থ ঃ স্বীয় প্রভুর নিয়ামত সমূহকে প্রকাশ কর।

ইবরাহীম বিন আদহাম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর ঘটনা

একবার ইবরাহীম বিন আদহাম রহমতুল্লাহি আলাইহি গোসলখানায় যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তখন গোসলখানার মালিক তাহাকে এই বলিয়া ফিরাইয়া দিলেন যে, ভাড়া ব্যতীত প্রবেশ করিতে পারিবেন না। এই কথা শোনা মাত্রই তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, হে আল্লাহ! শয়তানের ঘরে ভাড়া ব্যতীত প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হইতেছেনা আর বেহেশত তো আম্বিয়া এবং সিদ্দীকগণের ঘর সেখানে ভাড়া ব্যতীত কিভাবে প্রবেশের অনুমতি থাকিবে। (অর্থাৎ আমল ব্যতীত কিভাবে প্রবেশের অনুমতি মিলিবে?)।

একটি সুক্ষ্ম বিষয়

আল্লাহ পাক জনৈক নবীর প্রতি ওহী প্রেরণ করিলেন যেঃ হে আদম সন্তান! তোমরা তো অধিক মূল্যে দোযখ ক্রয় করিতেছ, অথচ অল্প মূল্যে বেহেশত ক্রয় করিতেছ না। এই বাণীর ব্যাখ্যা এইরূপ করা হইয়াছে যে, এক ফাসেক বক্তি স্বীয় নাম ধামের জন্য ফাসেকদেরকে নিমন্ত্রণ করে হাজার হাজার টাকা খরচ করা

সাধারণ ব্যাপার মনে করে এবং উহার বিনিময়ে দোযখ ক্রয় করে। আল্লাহর উদ্দেশ্যে দরিদ্র ও ক্ষুধার্তকে নিমন্ত্রণ পূর্বক চার আনা খরচ করা তাহার জন্য কঠিন বলিয়া মনে হয় অথচ ইহাই ছিল বেহেশতের মূল্য

আবু হাযিম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর উক্তি

আবু হাযিম রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- যদি সমস্ত হৃদয়গ্রাহী বিষয়কে বর্জন করিয়াও বেহেশত লাভ হয়, তাহাও অতি সস্তা দ্রব্য। অনুরূপভাবে সমস্ত দুঃখ কষ্ট স্বীকার করিয়াও যদি দোযখ হইতে মুক্তি লাভ হয় তাহাও অতি সস্তা। অথচ আল্লাহর উদ্দেশ্যে সহস্র হৃদয়গ্রাহী বিষয় থেকে যে কোন একটিকে বর্জন করিলেও বেহেশত লাভ হইবে এবং সহস্র দুঃখ কষ্ট হইতে যে কোন একটি সহ্য করিলেও দোযখ হইতে মুক্তি মিলিবে আর ইহা কতই না সস্তা?

বেহেশতের বিনিময়

হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন মুয়ায রাযী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, পার্থিবতা বর্জন করা তো কঠিন ব্যাপার। কিন্তু বেহেশত বর্জন ইহা অপেক্ষা আরও অধিক কঠিন। আর পার্থিবতা বর্জন করাই বেহেশতের বিনিময়।

বেহেশত এবং দোযখের সুপারিশ

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তিনবার বেহেশত তালাশ করে তাহা হইলে বেহেশত আল্লাহর দরবারে আবেদন করে যে, হে আল্লাহ! তাহাকে বেহেশতে প্রবিষ্ট করিয়া দিন। আর যদি কোন ব্যক্তি তিন বার দোযখ হইতে রেহাই চায়,তাহা হইলে দোযখ আল্লাহর দরবারে আবেদন করে যে, হে আল্লাহ! তাহাকে দোযখ হইতে রেহাই দান করুন।

اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ

হে আল্লাহ! আমাদিগকে বেহেশত দান করুন!!

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদিগকে দোযখ হইতে রেহাই প্রদান করুন!!

বেহেশতে বন্ধুবান্ধবের সাক্ষাৎ কি সাধারণ অনুগ্রহ? ইহার পরে আবার রহিয়াছে অগণিত ও অফুরন্ত নিয়ামতের সমারোহ।

বেহেশতের বাজার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ বেহেশতে বাজার থাকিবে। কিন্তু সেথায় ক্রয় বিক্রয় হইবে না। বরং বন্ধু বান্ধবগণ বৃত্তাকারে উপবেশন করিবে এবং পার্থিব জগত সম্পর্কীয় আলাপ আলোচনা করিতে থাকিবে যে, জাগতিক জীবনে কিভাবে আল্লাহর ইবাদত করিয়াছিল। পার্থিব জগতে দরিদ্র এবং সম্পদশালীর অবস্থা কি ছিল। মৃত্যু কিভাবে আগমন করিয়াছিল এবং কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া বেহেশতে পৌছিয়াছে।

বেহেশত লাভের জন্য কেউ প্রস্তুত রহিয়াছে কি?

বেহেশতের হাকিকত, উহার নিয়ামত সমূহ এবং বিভিন্ন অবস্থা আপনি অধ্যয়ন করিয়াছেন, সুতরাং বেহেশতে প্রবেশ করার জন্য বোধ হয় অবশ্যই আপনার মন চাহিতেছে এবং সে উদ্দেশ্যে হয়তো বা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনাও করিতেছেন। নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বেহেশতের আকাংক্ষা থাকা চাই। কিন্তু ঈমান এবং নেক আমল ব্যতিরেকে বেহেশত লাভের ইচ্ছা পোষণ করা এবং শুধুমাত্র দোয়া করিয়াই ক্ষান্ত থাকা নিজেকে ধোকা দেওয়ার নামান্তর। সে ব্যক্তি মুর্খ যে বেহেশতের আকাংক্ষা তো করে কিন্তু গোনাহে লিপ্ত থাকিয়া নেক আমলের পুজি সংগ্রহের ব্যাপারে গাফেল থাকে। মুয়াযযিন আল্লাহর দিকে আহবান করার পরও সে আরামে শুইয়া থাকে। ব্যবসায় লিপ্ত থাকিয়া ওয়াক্তের পর ওয়াক্ত নামায নষ্ট করিতেছে। যাকাত আদায় করার সময় হইলে মালের মহব্বতে প্রাণ বায়ু উড়িয়া যাইতে চায়। রমযান মাস উপস্থিত হইলে রোযা রাখার খবরও থাকে না। হজ্জ ফরজ হইলে সম্পদের মহব্বতে হজ্জ না করিয়াই মরিয়া যায়। ব্যবসায় হালাল হারামের প্রতি বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য রাখেনা। অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করাকে বাহাদুরী মনে করে। কুরআন হাদীস শিক্ষা করা এবং শিক্ষা প্রদানকে হীন কাজ বলিয়া মনে করে। দুর্বলদের উপর জুলুম অত্যাচার অবিচার করে, দরিদ্রকে কষ্ট দেয়, আর বলপূর্বক পারিশ্রমিক বিহীন কাজ করাইয়া নেয়। ঘুষ দেওয়া নেওয়া ভাল কাজ বলিয়া মনে করে, এতিমদের সম্পদ আত্মসাৎ করে। বিধবাদের দুর্বলতা ও অসহায় অবস্থা হইতে ফায়দা লুটে। একে অন্যের অধিকার গ্রাস করিয়া লয়। নফল ইবাদতের ভয়ে পালাইতে থাকে। আল্লাহর জিকির হইতে দূরে থাকে। এতদ্বসত্ত্বেও শুধুমাত্র বেহেশতই নহে বরং বেহেশতের উচ্চ মর্যাদার আকাংক্ষা করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি হইতে পারে? যদি বেহেশতে যাইতে হয় তাহা হইলে পূর্ণ জীবনই আল্লাহর এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর নির্দেশানুযায়ী জীবন-যাপন করিতে হইবে। কুপ্রবৃত্তিকে দমন করিতে হইবে। এক কবি বলিয়াছেন-সর্বদা গাফেল থাকা তোমার বৈশিষ্ট্য নহে। মনে রাখিও বেহেশত এত সস্তা নহে। দুনিয়া তো পথিকের চলার পথ মাত্র। ইহা অবস্থানের স্থান নহে। আরাম আয়েশ আর যেমন খুশী জিন্দেগী চালাইবার স্থান নহে।

আল্লাহর রহমত

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

অর্থাৎ- আমার অনুগ্রহ (রহমত) সবকিছুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর অভিশপ্ত ইবলীস বলিতে থাকে যে, আমিও তো সব কিছুর অন্তর্ভূক্ত। তাই সেও আল্লাহর অনুগ্রহ পাইবে বলিয়া ধারণা করিতে থাকে। অনুরূপভাবে ইহুদী খৃষ্টানরাও আল্লাহর অনুগ্রহের আশা করিতে থাকে। অতঃপর

فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ

অর্থঃ আমি উল্লেখিত অনুগ্রহ এমন সব লোকের উপর বর্ষিত করিব যাহারা শিরক হইতে বাঁচিয়া থাকে, যাকাত আদায় করে, এবং আমার আয়াত সমূহের উপর ঈমান রাখে।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর অভিশপ্ত ইবলীস আল্লাহ হইতে নিরাশ হইয়া গেল। কিন্তু ইহুদী খৃষ্টানরা বলিতে লাগিল, আমরা তো শিরক হইতে বাঁচিয়া থাকি এবং যাকাতও আদায় করি এবং আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহের উপর ঈমান রাখি। অতঃপর–

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الخ

অর্থ ঃ যাহারা উম্মী রাছুলকে অনুসরণ করে।

অত্র আয়াতাংশ অবতীর্ণ হওয়ার পর ইহুদী-খৃষ্টানরাও নিরাশ হইয়া গেল। এখন শুধু মুমিন ব্যক্তিগণই ইহার অধিকারী হিসাবে অবশিষ্ট রহিল। প্রতিটি মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ পাকের এই মহান অনুগ্রহের প্রতি সীমাহীন কৃতজ্ঞ হওয়া চাই।

ইয়াহ্ইয়া বিন মুয়ায রাযী রাদিআল্লাহু আনহু -এর দোয়া এবং আশা

ইয়াহ্ইয়া বিন মুয়ায রাযী রাদিআল্লাহু আনহু বলিতেন-

(১) হে আল্লাহ! আপনি দুনিয়াতে রহমতের মাত্র এক অংশ অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা ইসলামের ন্যায় মহামূল্য সম্পদ আমাদিগকে দান করিয়াছেন। যখন আপনি একশত রহমত অবতীর্ণ করিবেন তখন আপনার কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার আশা করিব না কেন?

(২) হে আল্লাহ! আপনার অনুগতদের জন্য আপনার পক্ষ হইতে সওয়াব নির্ধারিত রহিয়াছে। আর আপনার রহমত গোনাহগারদের জন্য, আমি তো আপনার অনুগত না হওয়া সত্ত্বেও আপনার সওয়াব পাওয়ার আশা রাখি। তাহা হইলে গোনাহগার হইয়া আপনার রহমতের আশা করিব না কেন?

(৩) হে আল্লাহ! আপনি স্বীয় বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করার জন্য বেহেশত প্রস্তুত করিয়াছেন। কাফেরদের ইহা হইতে নিরাশ ও বঞ্চিত করিয়াছেন। ফিরিশতাদের তো বেহেশতের প্রয়োজনই নাই। আপনিও ইহার মুখাপেক্ষী নহেন। সুতরাং বেহেশত আমাদের ব্যতীত অন্য আর কাহার জন্য?

আল্লাহর রহমত হইতে কাহাকেও নিরাশ করিও না

একদিন কোন এক সাহাবীকে হাসিতে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্টির সহিত বলিলেন-তোমরা হাসিতেছ অথচ তোমাদের পিছনে রহিয়াছে জাহান্নাম। ভবিষ্যতে যেন তোমাদেরকে হাসিতে না দেখি। এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। অতঃপর হঠাৎ করিয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেনঃ এখনই জিবরাইল (আঃ) পয়গাম লইয়া আসিয়াছেন যে, আল্লাহ পাক

বলেনঃ "আপনি আমার বান্দাগণকে আমার রহমত হইতে নিরাশ করিয়া দিয়াছেন। তাহাদেরকে আপনি বলিয়া দিন যে, আমি ক্ষমাশীল ও দয়াশীল এবং আমার শাস্তিও মর্মন্তুদ।"

চারটি বিষয় কসম করিয়া বলা যায়

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু হযরত আব্দুর রহমান রাদিআল্লাহু আনহুকে বলেন যে, তিনটি বিষয় কসম করিয়া বলা যায়। আর চতুর্থ বিষয়ে যদি আপনি কসম করেন, তাহা হইলে আমি আপনার কসমের সত্যতার সাক্ষ্য দিব।

(১) আল্লাহ যাহাকে দুনিয়াতে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিবেন, কিয়ামতের দিনও তাহাকেই বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিবেন, অন্যকে নহে।

(২) অমুসলিমদের সাথে আল্লাহ পাক যে ব্যবহার করিবেন, মুসলমানদের সাথে অবশ্যই তদ্রুপ ব্যবহার করিবেন না। (মুসলমান যতই দুর্বল ঈমান ওয়ালা হউক না কেন?)

(৩) যে ব্যক্তি জাগতিক জীবনে যাহাকে ভালবাসিবে কিয়ামতের ময়দানে সে তাহারই সাথে থাকিবে।

(৪) আল্লাহ পাক ইহজগতে যাহার আয়েব ঢাকিয়া রাখিবেন। কেয়ামতের দিন অবশ্যই তাহা ঢাকিয়া রাখিবেন।

শাফায়াত গোনাহগারদের জন্য হইবে

হযরত জাবের রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমার শাফায়াত উম্মতের মধ্যে গোনাহগার ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত। যে ব্যক্তি শাফায়াতের কথা অস্বীকার করিবে সে আমার শাফায়াত হইতে বঞ্চিত থাকিবে।"

শিক্ষামূলক একটি ঘটনা

হযরত জিবরাইল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কে একটি ঘটনা বর্ণনা করিলেন যে, এক ব্যক্তি পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত পাহাড়ের শৃঙ্গে ইবাদত করিতেছিল। পাহাড়ের চতুষ্পার্শ্বে লবণাক্ত পানি ছিল। আল্লাহ পাক তাহার জন্য পাহাড়ের মধ্যে মিঠা পানির একটি ছোট প্রস্রবন প্রবাহিত করিলেন। আর একটি ডালিম গাছ উদগত করিলেন। লোকটি প্রতিদিন ডালিম খাইত আর মিঠা পানি পান করিত এবং তাহা দ্বারা অজু করিত। একদিন সে আল্লাহর কাছে দোয়া করিল- 'হে আল্লহ! আমার প্রাণ যেন সিজদা করা অবস্থায় বাহির হয়' আল্লাহ পাক তাহার দোয়া কবুল করিলেন। হযরত জিবরাইল (আঃ) বলেন- আমরা আসমান থেকে উঠানামা করার সময় তাহাকে সিজদারত অবস্থায় দেখিতে পাইতাম। জিবরাইল (আঃ) আরও বলেন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাহার সমন্ধে বলিবেন আমার রহমতে আমার এই বান্দাকে বেহেশতে প্রবিষ্ট কর। কিন্তু সে ব্যক্তি বলিবে– না! বরং আমাকে স্বীয় আমলের বিনিময়ে বেহেশতে প্রবিষ্ট করুন।

আল্লাহ পাক ফিরিশতাদের নির্দেশ দিবেনঃ আমার প্রদত্ত নিয়ামত সমূহকে এই বান্দার আমলের সাথে তুলনামূলক পরিমাপ কর। পরিমাপ করার পর দেখা যাইবে যে, তাহার পাঁচশত বৎসরের ইবাদত শুধু দৃষ্টিশক্তির বিনিময়ে শেষ হইয়া যাইবে আর আল্লাহর নেয়ামতের শেষ নাই। অতঃপর তাহাকে দোযখের দিকে লইয়া যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইবে। ফিরিশতাগণ তাহাকে দোযখের দিকে লইয়া চলিবে। কিছু দূর যাওয়ার পর বান্দা আবেদন করিবে যে, হে আল্লাহ! আমাকে আপনার অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে বেহেশতে প্রবিষ্ট করুন। তখন তাহাকে ফিরাইয়া আনার হুকুম হইবে। অতঃপর তাহাকে আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড় করাইয়া কতগুলি প্রশ্ন করা হইবে। যেমনঃ

প্রশ্নঃ হে বান্দা! তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

উত্তরঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রশ্নঃ তোমার সৃষ্টি তোমার আমলের বিনিময়ে হইয়াছে, না আমার রহমতে হইয়াছে?

উত্তরঃ আপনার রহমতে হইয়াছে।

প্রশ্নঃ পাঁচশত বৎসর ইবাদত করার শক্তি ও তৌফিক তোমাকে দান করিয়াছে কে?

উত্তরঃ হে মহান রব! আপনি দান করিয়াছেন।

প্রশ্নঃ সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত পর্বতে তোমাকে পৌছাইয়াছে কে? লবণাক্ত পানির মধ্যে মিঠাপানির প্রস্রবন কে প্রবাহিত করিয়াছে? ডালিম গাছ কে উদগত করিয়াছে? তোমার আবেদন মোতাবেক সিজদা অবস্থায় তোমার মৃত্যু কে দিয়াছে?

উত্তরঃ হে মহান রাব্বুল আলামীন! এই সব কিছু আপনি করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলিবেন যে, এই সব কিছু আমার রহমতে হইয়াছে। আর আমি স্বীয় রহমতেই তোমাকে বেহেশতে প্রবিষ্ট করিব।

সুসংবাদ

মৃত্যুকালে যাহার অন্তরে আশা এবং ভয় উভয় একত্রিত হয় আল্লাহ পাক তাহার আশা অনুযায়ী কাংক্ষিত বিষয় দান করেন এবং তাহার ভয় দূর করেন।

মূল্যবান উক্তি

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ পাকের সীমাহীন রহমতের জোয়ার দেখিয়া অবস্থা এমন হইবে যে, শয়তান পর্যন্ত আল্লাহর রহমত লাভের এবং মুক্তি পাওয়ার আশা করিবে। ফুযায়ল বিন আয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, সুস্থ অবস্থায় (অসুস্থতার) ভয় থাকা ভাল। যাহাতে অধিক আমল করার জন্য চেষ্টা করিতে পারে এবং অসুস্থতা ও দুর্বলতায় সুস্থতার আশা থাকা ভাল যাহাতে নিরাশ না হইয়া পড়ে।

আল্লাহর ক্ষমা প্রদর্শনের বিস্ময়কর ঘটনা

আহমদ বিন সুহায়ল বলেন আমি স্বপ্নে ইয়াহইয়া আকতাম-এর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? তিনি বলিলেন- আল্লাহ পাক আমাকে বলিলেন যে, হে শায়খ! তুমি তো অনেক কাজ করিয়াছ? আমি বলিলাম, হে রব! এই সম্পর্কে আমি এখন আপনার সাথে কোনরূপ আলোচনা করিবনা। আল্লাহ পাক বলিলেন, তাহা হইলে কি সম্পর্কে আলোচনা করিবে? আমি বলিলাম যে, আমাকে আব্দুর রায্যাক আর আব্দুর রায্যাককে যুহরী- এবং তাহাকে হযরত আরওয়া আর তাহাকে হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা এবং হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে হযরত জিবরাইল (আঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আপনি বিলয়াছেন- আমি কোন বৃদ্ধলোককে আযাব দিতে ইচ্ছা করিলেও বার্ধক্যের দিকে খেয়াল করিয়া তাহাকে আযাব প্রদান করিতে লজ্জা বোধ করি। "হে প্রভু! আমি তো অতিশয় বৃদ্ধ।" আল্লাহ পাক বলেন যে, তাহারা (বর্ণনাকারীগণ) সকলেই সত্য বলিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ব্যাপার এইরূপই যাহা তাহারা বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইয়াহইয়া বলেন যে, অতঃপর আমার জন্য বেহেশতের ফয়সালা করা হইয়াছে।

পরিপূর্ণ উপদেশ

একদা হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদিতেছেন। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু ক্রন্দনের কারণ জানিতে চাহিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- আমার কাছে জিবরাইল (আঃ) আসিয়া বলিয়াছেন যে, আল্লাহ পাক বৃদ্ধ লোকদিগকে তাহাদের বার্ধ্যকের খাতিরে আযাব প্রদান করিতে লজ্জা বোধ করেন। তাহা হইলে বৃদ্ধ লোকেরা আল্লাহ পাকের নাফরমানী করিতে কেন লজ্জা বোধ করে না? আল্লাহ পাকের এই অসাধারণ পুরস্কার ও সম্মান প্রদানের বিনিময়ে মুসলমানগণ আল্লাহ পাকের সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করা এবং তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকা উচিত। আর তাহাদের আল্লাহ পাকের কাছে এবং কেরামান কাতেবীন নামক ফিরিশতা দ্বয়ের কাছে লজ্জা বোধ করা এবং সর্ব প্রকার গোনাহ হইতে সম্পূর্ণরূপে বাঁচিয়া থাকা কর্তব্য। কারণ মৃত্যু কখন আসে তাহা কেহই বলিতে পারেনা। বিশেষ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে তো অবশ্যই লজ্জা বোধ করা উচিত। কেননা শস্যক্ষেত্রের শস্য যখন পাকিয়া যায় তখন তাহা সাথে সাথেই কাটিয়া লওয়া হয়। শৈশবকালে যৌবনের, যৌবনকালে বার্ধক্যের আশা থাকে। কিন্তু বার্ধক্য আসিয়া গেলে মৃত্যু ব্যতিত আর আশা করা যাইতে পারে কি?

আল্লাহ পাকের আরশের ছায়া সাত প্রকারের লোকের উপর পতিত হইবে

কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন জিনিসের ছায়া থাকিবে না। তখন আল্লাহ পাক সাত প্রকার লোককে স্বীয় আরশের নীচে ছায়া প্রদান করিবেন।

(১) সুবিচারক বা ন্যায় পরায়ন বাদশাহ।

(২) যৌবনকালে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল ব্যক্তি। (প্রত্যেকের ইবাদতই আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় কিন্তু যৌবন কালের ইবাদত সর্বাধিক পছন্দনীয়)

(৩) এমন ব্যক্তি যাহার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে লটকাইয়া থাকে। (অর্থাৎ সর্বদা সে নামাযের অপেক্ষায় থাকে)

(৪) এমন দুই ব্যক্তি যাহারা শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে অপরকে ভালবাসে।

(৫) এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ পাকের স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করে।

(৬) যে ব্যক্তি এত গোপনে দান করে যে, তাহার নিজেরও জানা থাকে না যে কত দান করিয়াছে।

(৭) যাহাকে পরমা সুন্দরী যুবতী অবৈধ কার্যের দিকে আহবান করে, সে এই বলিয়া কাটিয়া পড়ে যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।

দোয়াঃ হে আল্লাহ! সমস্ত মুসলমানদিগকে এবং তাহাদের তোফায়েলে এই গোনাহগারকে উল্লিখিত গুণাবলী দ্বারা সুশোভিত করিয়া আপনার আরশের ছায়ার নীচে স্থান পাওয়ার তৌফিক দান করুন! আমীন!

সৎকার্যের আদেশ ও অসৎ কার্যের নিষেধ

বিশেষ কিছু লোকের বদ আমলের কারণে ব্যাপকভাবে আযাব অবতীর্ণ হয় না। কিন্তু যদি বদ আমল ব্যাপকভাবে হইতে থাকে এবং তাহা বাধা না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ব্যাপকভাবে আযাব অবতীর্ণ হয়। আর বিশেষ ও সাধারণ, সর্ব প্রকারের লোক এই আযাবের শিকারে পরিণত হয়। ফকীহ আবুল লায়ছ (রহঃ) বলেন-

আল্লাহ পাক হযরত ইউসা বিন নুন (আঃ) কে বলেন যে, আমি তোমার সম্প্রদায় থেকে চল্লিশ হাযার নেককার লোক এবং ষাট হাজার বদকার লোক ধ্বংস করিব। হযরত ইউসা বিন নুন (আঃ) বলেন- বদকার লোকদের ধ্বংস করার ব্যাপারে তো কোন পশ্ন নাই, কিন্তু নেককার লোকদের কি অপরাধ? আল্লাহ পাক বলেন- নেককার লোকেরা বদকার লোকদিগকে অসৎকর্ম হইতে বাধা প্রদান করে নাই, তাহাদের কৃত অসৎকর্ম খারাপ বলিয়া ঘৃণাও করে নাই, বরং তাহাদের সাথেই একত্রে পানাহার করিয়াছে।

সুসংবাদ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ কতক লোক এমন রহিয়াছে যাহারা সৎকার্যের প্রচার ও প্রসার করে এবং অসৎ কার্য প্রতিরোধ করিতে থাকে। আর কতক লোক এমন রহিয়াছে যাহারা অসৎ কার্যের প্রচার ও প্রসার করে এবং সৎকার্য প্রতিরোধ করিয়া থাকে। যাহারা সৎকার্যের প্রচার ও প্রসার করে অসৎ কার্যের প্রতিরোধ করে, তাহাদের জন্য সুসংবাদ রহিয়াছে।

আর যাহারা অসৎ কার্যের প্রচার ও প্রসার করে এবং সৎকার্য প্রতিরোধ করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে ধ্বংস।

মুমিন ও মুনাফিকের পরিচয়

সৎকার্যের আদেশ করা আর অসৎ কার্যের নিষেধ করা মুমিনের আলামত। কুরআন পাকে আল্লাহপাক ঘোষণা করিয়াছেন-

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

অর্থঃ মুমিন নরনারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু (হিতাকাংখী)। একে অপরকে সৎকার্যের আদেশ করে আর অসৎ কার্যের নিষেধ করে।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন-

اَلْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ

অর্থঃ মুনাফিক নরনারী সকলে এক এক নীতির অনুসারী। তাহারা অসৎকার্যের আদেশ করে আর সৎকার্য হইতে নিষেধ করে।

সুতরাং সৎকার্যে নিষেধ করা আর অসৎ কার্যে আদেশ করা মুনাফিকের পরিচয়। হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু এর বাণী-সৎকার্যের আদেশ মুমিনের কোমরকে মজবুত করে আর অসৎ কার্যের নিষেধ মুনাফিককে অপদস্থ করে।

সৎকার্যের আদেশ করার জন্য যোগ্যতার প্রয়োজন

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- যে ব্যক্তি তাহার ভ্রাতাকে (অর্থাৎ অন্যকে) অন্যান্য মানুষের সামনে উপদেশ প্রদান করিল, সে তাহাকে অপদস্থ করিল। আর যে তাহাকে নির্জনে একাকী অবস্থায় উপদেশ প্রদান করিল সে তাহাকে সুশোভিত করিল। (নির্জনতায় যে উপদেশ প্রদান করা হয় তাহা প্রভাব বিস্তার করে। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহা কবুল করিয়া লয় এবং উপদেশ অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করে। আর মানুষ আমল দ্বারাই সুশোভিত হয়।)

সৎকার্যের প্রতি আহবান বর্জন করিলে অত্যাচারী শাসনকর্তা চাপাইয়া দেওয়া হয়

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- হে মানুষ! সৎকার্যের দিকে আহবান আর অসৎ কার্যের নিষেধ করিতে থাক। অন্যথায় আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর এমন শাসনকর্তা চাপাইয়া দিবেন যে, সে তোমাদের বড়দের সম্মান করিবে না, ছোটদেরকে স্নেহ করিবেনা। তোমাদের মধ্যে যাহারা নেককার তাহারা দোয়া করিলেও দোয়া কবুল হইবেনা। আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিলেও সাহায্য করা হইবে না। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও তাহা কবুল হইবে না।

সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধের ভিত্তি স্তর

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- যদি কোথাও কোন অসৎ কার্য হইতেছে দেখ। তাহা হইলে তোমরা তাহা হাত দ্বারা বাধা প্রদান

কর। যদি হাত দ্বারা বাধা দেওয়ার শক্তি না হয় তাহা হইলে মুখের কথার দ্বারা বাধা প্রদান কর। ইহা করারও যদি সামর্থ্য না থাকে তাহা হইলে তাহা অন্তর দ্বারা খারাপ জান। আর ইহা হইল ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর। ওলামাদের কেহ কেহ বলেন যে, হাত দ্বারা বাধা প্রদান করা সর্দার প্রধানদের কার্য, কথা দ্বারা বাধা প্রদান করা ওলামাদের দায়িত্ব, অন্তরের দ্বারা খারাপ জানা সাধারণ লোকের কার্য।

চিত্তাকর্ষক কাহিনী

এক ব্যক্তি একস্থানে কিছু লোককে বৃক্ষের পূজা করিতে দেখিয়া রাগে ফুলিয়া উঠিল। ঘরে ফিরিয়া একটি কুঠার হাতে লইয়া গাধার পিঠে আরোহন করিয়া বৃক্ষটি কাটিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে চলিল। পথিমধ্যে অভিশপ্ত শয়তানের সাথে সাক্ষাৎ হইল। শয়তান বলিল- 'হযরত কোথায় রওয়ানা হইয়াছেন?' সে বলিল- অমুক স্থানে কতক লোক একটি বৃক্ষের পূজা করিতেছে আমি বৃক্ষটির মুলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে চলিয়াছি। শয়তান বলিল- 'আপনি আবার কোথায় গিয়া ঝগড়ায় পরিয়া যাইবেন। এই চিন্তা পরিত্যাগ করুন। যে অভিশপ্ত ইহার পুজা করিবে পরকালে সে ইহার শাস্তি ভোগ করিবে।' উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হইতে হইতে ঝগড়া হইয়া গেল। তিনবার মারপিট হইল। অবশেষে ইবলিস বুঝিতে পারিল যে, এই লোকটিকে তো এমনিভাবে বশ করা যাইবে না। তাই সে নতুন চাল শুরু করিল। ইবলিস বলিল- আপনি এই চিন্তা পরিত্যাগ করুন। ইহার বিনিময়ে আমি আপনাকে প্রতিদিন চার দেরহাম দিতে থাকিব। প্রত্যুষে বিছানার নীচে তাহা মিলিবে। শয়তানের এই চালটি কার্যকরী হইল। সে বলিল- সত্যিই এইরূপ করিবে? শয়তান বলিল- হ্যাঁ, পাকাপোক্তা ওয়াদা করিতেছি। অতঃপর সে ব্যক্তি ঘরে ফিরিয়া আসিল। প্রতিদিন তার বিছানার নীচ হইতে চার দেরহাম করিয়া পাইতে লাগিল হঠাৎ একদিন ওয়াদাকৃত দেরহাম বিছানার নীচে পাওয়া গেল না। লোকটি রাগে ফুলিয়া পূনরায় কুড়াল লইয়া বৃক্ষটি কাটিতে রওয়ানা হইল। পথিমধ্যে পুনরায় শয়তানের সাথে সাক্ষাৎ হইল। শয়তান জিজ্ঞাসা করিল, হযরত কোথায় রওয়ানা হইয়াছেন? সে বলিল- অমুক স্থানে যে গাছটির পুজা হইতেছে তাহা কাটিবার জন্য চলিয়াছি। শয়তান বলিল- থাম মিয়া, এই কাজ তোমার দ্বারা সম্ভব নহে। প্রথমতো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বৃক্ষটি কাটিতে চলিয়াছিলে। তখন আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া তোমাকে বাধা দিতে চাহিলেও পারিতাম না। এখন তুমি তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যাইতেছনা। বরং শুধু চারটি দেরহাম লাভের উদ্দেশ্যে চলিয়াছ। এখন যদি আর এক পাও সামনে বাড়াও তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। মাথা উড়াইয়া দিব। অতঃপর সে বেগতিক হইয়া বৃক্ষ কাটার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল।

মোবাল্লেগদের জন্য পাঁচ শর্ত

(১) আলেম হওয়া- সৎ কার্যের আদেশ করার জন্য ইসলামে অপরিহার্য শর্ত। (জাহেল ইলম্ ব্যক্তি) সৎ কার্যের আদেশ করার যোগ্য নয়।

(২) এখলাস থাকা-এখলাস আমলের প্রাণ। এখলাস ব্যতীত কোন আমল কবুল হয় না।

(৩) আখলাক ও মহব্বত থাকা- বদমেজাজী ও কর্কশ ব্যক্তির উপদেশ অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেনা।

(৪) ধৈর্য্যশীল হওয়া- তাবলীগ করিতে বাহির হইলে নিঃসন্দেহে বিপদাপদের সম্মুখীন হইতে হয়। অধিকন্তু বিভিন্ন মেজাজ বিশিষ্ট লোকের সংস্পর্শে আসিতে হয়। সুতরাং ধৈর্যশীল না হইলে স্বীয় উদ্দেশ্যে সফলতা লাভ করা সম্ভব নহে।

(৫) অপরকে যে উপদেশ প্রদান করিবে নিজেও তাহা আমল করিবে- অন্যথায় অন্যের উপর তাহার উপদেশ কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেনা। অথবা মোবাল্লেগ নিজেই অন্যের তিরস্কার হইতে বাঁচার উদ্দেশ্যে কোন কথা খুলিয়া বলিবেনা।

হাদীসঃ হযরত হোযায়ফা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- হে মানুষ! তোমরা সৎকর্মের আদেশ করিতে থাক, আর অসৎ কর্ম হইতে মানুষকে বাধা দিতে থাক। অন্যথায় এমন সময় আসার সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব আসিবে আর তখন তোমরা দোয়া করিবে, কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল করা হইবে না। (তিরমীজি ও ইবনে মাজা)।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যে ব্যক্তি কোন অত্যাচার হইতে দেখিয়া বাধা দিলনা সে যেন আল্লাহর ব্যাপক আযাবের জন্য অপেক্ষা করে। (আবু দাউদ)

তওবা

হযরত হামযা রাদিআল্লাহু আনহু-এর হত্যাকারী হযরত ওহাশী রাদিআল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট চিঠি লিখলেন- 'আমি তো মুসলমান হইতে চাই। কিন্তু নিম্নল্লিখিত আয়াত আমার ইসলাম গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছে।'

وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَايَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ
اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا -

অর্থঃ যাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেনা, কাহাকেও নাহক হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করে না তাহারা নেককার। আর যাহারা এইসব কার্য করিয়াছে-তাহারা পাপী। হযরত ওহাশী রাদিআল্লাহু আনহু লিখেন-আমি আয়াতে উল্লিখিত কর্মত্রয়ের প্রত্যেকটি করিয়াছি, আমার জন্য তওবা করার সুযোগ রহিয়াছে কি? তাহার এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا -

অর্থঃ কিন্তু যাহারা তওবা করিয়াছে; ঈমান গ্রহণ করে আর নেককাজ করে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখিত আয়াতটি হযরত ওহাশী রাদিআল্লাহু আনহু-এর পত্রের উত্তরে লিখিয়া পাঠান। কিন্তু ওহাশী রাদিআল্লাহু আনহু পূনরায় চিঠি লিখেন যে, আয়াতে নেক কাজ করার শর্ত লাগানো হইয়াছে। আমি নেক কাজ করিতে সক্ষম হইব কি হইবনা এই সম্পর্কে কিছুই বলিতে পারি না। তাহার এই পত্রের উত্তরে নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়- ان

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

অর্থঃ আল্লাহ পাক শিরক ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত যাহা ইচ্ছা করেন ক্ষমা করিয়া দেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্র আয়াত চিঠিতে লিখিয়া ওহাশী রাদিআল্লাহু আনহু-এর নিকট পুনরায় প্রেরণ করেন। ওহাশী রাদিআল্লাহু আনহু পুনরায় চিঠি লিখেন যে- অত্র আয়াতেও মার্জ্জনা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। আমার জন্য আল্লাহর ইচ্ছা হইবে কিনা সে বিষয়ে আমি অবগত নহি। অতঃপর উহার জবাবে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا إِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

"হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) আপনি আমার এই বাণীটি পৌছাইয়া দিন যে, হে আমার সীমা লংঘনকারী বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হইওনা। আল্লাহপাক তোমাদের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

অতঃপর ওহাশী রাদিআল্লাহু আনহু মদিনায় আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন।

মানুষের আচরণ বড়ই আশ্চর্যজনক

মুহাম্মদ বিন মোতাররাফ -এর সূত্রে আল্লাহ পাকের বাণী বর্ণনা করা হইয়াছে, আল্লাহ পাক বলেন- "মানুষের আচরণ বড়ই আশ্চর্যজনক। সে পাপ করিয়া আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেই। কিন্তু আবার গোনাহ করিয়া আবার ক্ষমা প্রার্থনা করে। এইবারও আমি তাহাকে ক্ষমা করি। সে পাপ কার্যও পরিত্যাগ করেনা আবার আমার রহমত থেকেও নিরাশ হয়না। হে ফিরিশতাগণ! তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।"

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ গোনাহ করার পর গোনাহ থেকে আল্লাহ পাকের নিকট তওবা করা এবং গোনাহের কার্যে অটল না থাকা উচিত। তওবাকারীকে গোনাহের কার্যে অটল আছে বলা যাইবে না, যদিও এক দিনে সত্তরবার গোনাহ করে।

মৃত্যুর পূর্বেও তওবা কবুল হয়

হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ পাক ইবলীসকে পৃথিবীতে নামাইয়া

দেওয়ার পর ইবলীস বলিয়াছিল, 'হে আল্লাহ! আপনার ইজ্জত ও সম্মানের শপথ করিয়া বলিতেছি যে-যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের দেহে প্রাণ থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকিব?' আল্লাহ পাক বলেন- "আমিও স্বীয় ইযযত ও সম্মানের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, মুমুর্ষ অবস্থার পূর্ব পর্যন্ত আমিও মানুষের তওবা কবুল করিতে থাকিব।"

অভিশপ্ত ইবলীসের আক্ষেপ ও নৈরাশ্য

এক রেওয়ায়েতে আসিয়াছে যে, মানুষ একটি গোনাহ করিলে লেখ হয় না। দ্বিতীয় গোনাহ্ও লেখ হয় না। পাঁচটি গোনাহ করার পরে তাহার গোনাহ লেখা হয়। অতঃপর যদি একটি নেকী করে তাহা হইলে পাঁচটি নেকী লেখা হয়। আর এই পাঁচটি নেকীর পরিবর্তে কৃতগোনাহ্ পাঁচটি মাফ করিয়া দেওয়া হয়। তখন ইবলীস নিরাশ হইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতে থাকে, এইরূপ হইলে আমি কিভাবে মানুষকে স্বীয় আওতায় আনিতে সক্ষম হইব? তাহার একটি নেকীই তো আমার সমস্ত পরিশ্রম নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

আল্লাহর আরেফদের ছয়টি বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ পাকের পরিচয় পাইয়াছে এমন লোকদের ছয়টি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে-

(১) আল্লাহ পাককে স্মরণ করার নিয়ামত বড় বলিয়া মনে করা (অর্থাৎ এই নিয়ামতের কদর করা)।

(২) যখন নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করে তখন নিজকে ক্ষুদ্র দেখিতে পাওয়া (ইহাই দাসত্বের প্রকৃত পরিপূর্ণতা)।

(৩) আল্লাহ পাকের বিভিন্ন নিদর্শন দেখিয়া নিজে নিজেই উপদেশ লাভ করা (আসল মুকছুদ তো ইহাই)।

(৪) কামভাব এবং পাপ কার্যের চিন্তা হইলেই আল্লাহকে ভয় পাওয়া (পাপ কার্যের চিন্তা হইলেই ভয় পাইয়া যাওয়া পরিপূর্ণতার নিদর্শন)

(৫) আল্লাহর মার্জনা করার গুণের কল্পনা হইলেই খুশী হইয়া যাওয়া (বান্দার মুক্তি প্রভুর মার্জনার উপরই নির্ভরশীল)।

(৬) পূর্বকৃত পাপের কথা স্মরণ হইলেই ক্ষমা প্রার্থনা করা (কামেল বান্দারদের অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে)।

তাওবায়ে নাছুহা

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু তাওবায়ে নাছুহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন- তওবায়ে নাছুহা তিনটি বিষয়ের সমষ্টির নাম-

(১) কৃতপাপের কথা স্মরণ করিয়া আন্তরিকভাবে লজ্জিত হওয়া।

(২) মুখের ভাষায় ক্ষমা পার্থনা করা।

(৩) দ্বিতীয়বার গোনাহ না করার পোক্তা এরাদা করা।

কুরআন পাকে তাওবায়ে নাছুহা করার নির্দেশ আসিয়াছে-

অর্থাৎ -হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর দরবারে পাকা পোক্তা তওবা কর।

ক্ষমা প্রার্থনার সাথে গোনহ্ না করার পাকা পোক্তা নিয়ত করা অপরিহার্য

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- মুখে ক্ষমা প্রার্থনার সাথে সাথে গোনাহের কার্যে লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ কারীর তুল্য। হযরত রাবেয়া বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আমাদের ক্ষমা প্রার্থনার জন্যও ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন।

এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী

এক বনী ইসরাইলী বাদশাহ্ এক গোলামের প্রশংসা শুনিয়া তাহাকে স্বীয় খেদমতে নিয়োগ করিল। বাদশা গোলামের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হইল। গোলাম একদিন বলিল- আমার ব্যাপারে তো আপনি অনেক সহানুভূতিশীল। কিন্তু যদি একদিন রাজমহলে প্রবেশ করিয়া আপনি দেখিতে পান যে, আমি আপনার কোন বান্দীর সাথে হাসি তামাশা করিতেছি, তখন আপনি আমার সাথে কি আচরণ করিবেন? বাদশা তাহার কথা শুনিতেই রাগে ফুলিয়া বলিল- নালায়েক! তুই আমার সামনে এই কথাটি বলার সাহস কোথায় পাইলি। গোলাম বলিল হ্যাঁ, জনাব! আমি আপনাকে শুধু পরীক্ষা করিতেছি। আমি এক মহান প্রভূর গোলাম যিনি প্রতিদিন সত্তর বার আমাকে এই ধরনের গোনাহ করিতে দেখিয়াও আপনার ন্যায় রাগ হন না। স্বীয় দরওয়াজা থেকে দূর করিয়া দেননা। রিযিক বন্ধ করিয়া দেননা বরং তওবা করিলে মাফ করিয়া দেন। তাহা হইলে তাহার দরওয়াজা ছাড়িয়া আপনার দরওয়াজা পছন্দ করিব কেন? এখন তো আমি অবাধ্য হওয়ার মাত্র কল্পনাটুকু করিয়াছিলাম। ইহাতেই আপনার এই অবস্থা? যদি কোন একটি হইয়া যায়,তাহা হইলে অবস্থা কি হইবে? এই কথা বলিয়া গোলাম বিদায় হইয়া গেল।

শয়তানও আফসোস করিতে থাকে

কোন এক তাবেয়ী বলেন- গোনাহগার গোনাহ করার পর যখন তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর স্বীয় গোনাহের কারণে লজ্জিত হইয়া পড়ে। গোনাহ করার পূর্বে তাহার যে মর্যাদা ছিল এখন ক্ষমা প্রার্থনা ও লজ্জা পাওয়ার কারণে তাহার মর্যাদা আরও অধিক বাড়িয়া যায়। আর সে জান্নাতের হকদার হইয়া যায়। তাহার এই উচ্চ মর্যাদা দেখিয়া শয়তান আফসোস করিয়া বলিতে থাকে হায়! যদি আমি তাহাকে গোনাহের প্রতি আকৃষ্টই না করিতাম তাহা হইলে কত ভাল হইত!

তিনটি বিষয়ে তাড়াতাড়ি করা উত্তম

(১) ওয়াক্ত হইলে সাথে সাথে নামায আদায় করা (মুস্তাহাব ওয়াক্ত থেকে বিলম্ব করা উচিত নহে)

(২) মৃতব্যক্তিকে দাফন করা (মৃত্যুর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দাফন করিয়া দেওয়া চাই)

(৩) গোনাহ করার পর তওবা করা (ইহা অতি তাড়াতাড়ি করার কার্য। এমন যেন না হয় যে, তওবা করার পূর্বেই মৃত্যু আসিয়া যায়)

তওবা কবুলের আলামত

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন- কাহারও তওবা কবুল হইয়াছে কিনা তাহা চারটি আলামতের দ্বারা বুঝা যায়। যথা-

(১) তওবা করার পর যদি অনর্থক মিথ্যা কথা এবং অন্যের গীবত করা বন্ধ করিয়া দেয়।

(২) তওবাকারী স্বীয় অন্তরে অন্যের প্রতিহিংসা ও শত্রুতার ভাব পোষণ করে না।

(৩) অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করে।

(৪) মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

সর্বদা স্বীয় গোনাহের জন্য লজ্জিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে। আর আল্লাহর বাধ্য হইয়া জীবন অতিবাহিত করে। কোন এক বিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তওবাকারীদের তওবা কবুল হওয়ার এমন কোন আলামত আছে কি, যাহা দ্বারা তাহাদের তওবা কুবল হইয়াছে কিনা বুঝা যাইতে পারে? বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিলেনঃ তওবা কবুলের আলামত চারটি-

(১) অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ গ্রহণ করা। আর মানুষের অন্তরে তওবা করার ভয় পয়দা হওয়া।

(২) সর্ব প্রকার পাপ কার্য পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ঝুকিয়া পড়া।

(৩) অন্তর থেকে দুনিয়ার মহব্বত বাহির হইয়া পড়া আর সর্বদা আখেরাতের চিন্তায় মশগুল থাকা।

(৪) আল্লাহ তাহার রিযিকের দায়িত্ব লইয়াছেন ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আল্লাহর ইবাদতে লাগিয়া থাকা।

এই ধরনের লোকের প্রতি সর্ব সাধারণের চারটি দায়িত্ব রহিয়াছে-

(১) সর্ব সাধারণ যেন তাহাকে মহব্বত করে কেননা আল্লাহ পাক তাহাকে মহব্বত করেন।

(২) সে যাহাতে তাহার তওবার উপর অটল থাকিতে পারে, সেজন্য দোয়া করিবে।

(৩) পূর্ববর্তী গোনাহের জন্য আকার ইঙ্গিতে হইলেও তাহাকে ভৎর্সনা করিবেনা।

(৪) তাহার সঙ্গ গ্রহণ করিবে (অর্থাৎ তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেনা) মাঝে মাঝে তাহার আলোচনা করিবে। তাহাকে সাহায্য করিবে ও সহানুভূতি দেখাইবে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে তওবাকারীর সম্মান প্রদর্শন

তওবাকারীকে আল্লাহ পাক চার প্রকারে সম্মান করেন-

(১) তওবাকারীকে পাপ থেকে এইভাবে পবিত্র করেন যেন, সে কখনও পাপ করেই নাই।

(২) আল্লাহ পাক তওবাকারীকে ভালবাসিতে থাকেন।

(৩) শয়তান থেকে তাহাকে হেফাজতে রাখেন।

(৪) দুনিয়া পরিত্যাগ করার পূর্বে (অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে) তাহাকে নির্ভয় এবং নিশ্চিন্ত করিয়া দেন।

দোযখ অতিক্রম করিবার সময় তওবাকারীর উপর অগ্নির কোন প্রভাব পড়িবে না

খালেদ বিন মাদান রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-বেহেস্তীরা বেহেশতে পৌছিয়া যাইবার পর বলিবে, আল্লাহ তো বলিয়াছিলেন যে, বেহেশতে প্রবেশ করিতে হইলে দোযখের উপর দিয়া পথ চলিতে হইবে। তখন তাহাদিগকে বলা হইবে তোমরা দোযখের উপর দিয়াই পথ চলিয়াছ কিন্তু তখন দোযখ ঠান্ডা ছিল।

মুসলমানকে লজ্জা দেওয়ার কারণে ধমকি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যদি কেহ কোন মুসলমানকে তাহার কোন দোষের কারণে লজ্জা দেয় তাহা হইলে সে দোষী ব্যক্তির তুলনীয়। (অর্থাৎ সে এমন হইল যেন সে নিজেই দোষ করিল) যদি কেহ কোনমুমিন ব্যক্তির অপরাধের (পাপের) কারণে তাহার বদনাম করে তাহা হইলে সে অবশ্যই মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই এই ধরনের অপরাধে জড়িত হইবে। এবং তাহারও বদনাম করা হইবে। ফকীহ্ আবুল লায়ছ-বলেন যে, মুমিন ব্যক্তি কখনও ইচ্ছা করিয়া গোনাহ করেন না বরং অসতর্কতার কারণে গোনাহ্ হইয়া যায়। সুতরাং তওবা করার পর লজ্জা দেওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে?

তওবার দ্বারা গোনাহ সম্পূর্ণরূপে মিটিয়া যায়

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- যখন গোনাহগার প্রকৃত পক্ষেই তওবা করে তখন আল্লাহ পাক তাহার তওবা কবুল করিয়া গোনাহ লেখক ফিরিশতা এবং গোনাহগারের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে পাপের কথা ভূলাইয়া দেন। যাহাতে তাহাদের কেহ পাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য না দিতে পারে। এমনকি গোনাহ করার স্থান সমূহকেও ভুলাইয়া দেন। আল্লাহ পাক শয়তানকে অভিশাপ দেওয়ার পর, শয়তান আল্লাহকে বলিল-'আপনার সম্মানের শপথ করিয়া বলিতেছি, যতক্ষণ আপনার বান্দা জীবিত থাকিবে আমি তাহার বক্ষ থেকে বাহির হইব না। (অর্থাৎ তাহার দ্বারা গোনাহ করাইতে থাকিব)" আল্লাহ পাক বলিলেন-আমিও স্বীয় সম্মানের শপথ করিয়া বলিতেছি-তাহার সমগ্র জীবনেই আমি তওবা কবুল করিতে থাকিব।

উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ফজিলত

পুর্ববর্তী উম্মতগনের গোনাহের শাস্তি স্বরূপ তাহাদের কোন হালালকে, হারাম করিয়া দেওয়া হইত। গোনাহগারের ঘরের দরজায় বা তাহার শরীরে আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে লিখিয়া দেওয়া হইত যে, অমুকের ছেলে অমুক এই গোনাহ করিয়াছে আর তাহার তওবা এইরূপ। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খাতিরে এই উম্মতকে বহু সম্মান দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের কোন গোনাহ প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয়না। যখন বান্দা লজ্জিত হইয়া। স্বীয় প্রতিপালকের কাছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে তখনই তাহার গোনাহ মিটাইয়া

দেওয়া হয়। যখন কোন গোনাহগার স্বীয় গোনাহের ফলে লজ্জিত হইয়া বলে- 'হে আমার আল্লাহ! আমার দ্বারা গোনাহের কার্য হইয়া গিয়াছে, আমাকে মাফ করিয়া দিন। তাহার এই দোয়া শুনিয়া আল্লাহ পাক বলেন-আমার বান্দা গোনাহ করিয়াছে, অতঃপর সে বুঝিয়াছে যে, তাহার এমন এক প্রতিপালক আছেন যিনি গোনাহ মার্জনা করেন এবং গোনাহের কারণে তাহাকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। সুতরাং আমি এই বান্দাকে মাফ করিয়া দিলাম।

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি গোনাহ্ করে অথবা নিজের উপর জুলুম করে অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহা হইলে সে আল্লাহ্কে অসীম দয়াবান ও ক্ষমাশীল পাইবে। সুতরাং প্রতিটি মানুষের সকাল সন্ধ্যা স্বীয় গোনাহের কারণে তওবা করা উচিত।

গোনাহ্ লিপিবদ্ধ করার পূর্বে নেক কার্যের জন্য অপেক্ষা করা হয়

প্রত্যেক মানুষের ডান ও বাম কাঁধে দুইজন ফিরিশতা নিয়োজিত আছে। ডান কাঁধের ফিরিশতা বাম কাঁধের ফিরিশতার কার্য কলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষ কোন গোনাহ করিলে বাম কাঁধের ফিরিশতা তাহা লিখিতে চায়, কিন্তু ডান কাঁধের ফিরিশতা তাহাকে বাধা প্রদান করিয়া বলেন, গোনাহের সংখ্যা পাঁচে না পৌছা পর্যন্ত লিখিবে না। কৃত গোনাহ পাঁচটি হইয়া গেলে সে তাহা লিখার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। ডান কাঁধের ফিরিশতা আবার বাধা দিয়া বলে যে-একটু অপেক্ষা কর, হইতে পারে যে, সে কোন নেক কাজ করিবে। এমতাবস্থায় বান্দা যদি নেক কাজ করে আর ডান কাঁধের ফিরিশতা বলে-আল্লাহর নীতিই হইল যে এক নেকীকে দশগুনণ বাড়াইয়া দেওয়া। সুতরাং এখন তাহার এক নেকীর দশ বিনিময় হইয়া গেল। আর তাহার গোনাহ মাত্র পাঁচটি। অতএব পাঁচ নেকীর বদলে কৃত গোনাহ পাঁচটি মাফ হইয়া গেল। অবশিষ্ট্য পাঁচ নেকী আমি লিখিয়া রাখিয়াছি। এই অবস্থা দেখিয়া শয়তান চিৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলে যে-এমন হইলে আমি কিভাবে মানুষকে স্বীয় আওতায় আনিতে সক্ষম হইব?

তওবা করার ফলে গোনাহ্ নেকী দ্বারা পরিবর্তন হইয়া যায়

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে- একদা আমি এশার নামাযের পর কোথাও যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে এক নারী আমাকে বলিল- হে আবু হুরায়রা! আমার দ্বারা এক মস্তবড় গোনাহ হইয়া গিয়াছে। তাহা থেকে তওবা করার সুযোগ আছে কি? আমি তাহার গোনাহ সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে সে আমাকে বলিল আমার দ্বারা যিনা হইয়াছে। আর যিনার ফলে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহা মারিয়া ফেলিয়াছি। হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- আমি তাহার গোনাহের বিশালতা দেখিয়া বলিলাম, তুই নিজেও ধ্বংস হইয়াছিস আর অন্য একজনকেও ধ্বংস করিয়াছিস। এখন তওবার সুযোগ কোথায়? মহিলাটি এই কথা শুনিয়া ভয়ে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেল। আমি

চলিতে চলিতে মনে মনে এই জন্য লজ্জিত হইলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জীবদ্দশায়ই আমি কেন নিজের পক্ষ থেকে মাসআলা বর্ণনা করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনা শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন-ইন্নালিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন। হে আবু হুরায়রা! তুমি নিজেও ধ্বংস হইয়াছ আর তাহকেও ধ্বংস করিয়াছ। তোমারকি নিম্নোক্ত আয়াত স্মরণ নাই?

وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَايَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَايَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

আয়াতের অনুবাদঃ যাহারা আল্লাহর সাথে অন্য কাহাকেও শরীক করেনা এবং না হক কহাকেও হত্যা করে না এবং যিনা করেনা, তাহারা নেককার, যাহারা এইরূপ করে তাহারা গোনাহগার। কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে দ্বিগুণ আযাব প্রদান করা হইবে। অপদস্ত হইয়া চিরকাল জাহান্নামে থাকিবে। কিন্তু যাহারা তওবা করে এবং ঈমান গ্রহণ করে আর নেক আমল করিতে থাকে তাহা হইলে এই ধরনের লোকদের গোনাহকে আল্লাহ পাক নেকী দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন। আল্লাহ পাক পরম দয়াবান ও ক্ষমাশীল।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন-আমি এই কথা শুনিয়াই ঐ মহিলাটির খোঁজে বাহির হইয়া পড়িলাম। আর মদিনার গলিতে গলিতে এই কথা ঘোষণা করিয়া ঘুরিতে লাগিলাম যে, গত রাত্রে আমার কাছে কে মাসআলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? আমার এই অবস্থা দেখিয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বলিতে লাগিল আবু হুরায়রা পাগল হইয়া গিয়াছে। অতঃপর রাত্রের ঐ স্থানেই মহিলাটির সাথে আমার সাক্ষাৎ হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ফয়সালা জানাইয়া দিয়া বলিলাম যে, তোমার জন্য তওবার দরজা খোলা রহিয়াছে। মহিলাটি আনন্দের আতিশয্যে বলিয়া উঠিল যে, আমার অমুক বাগানটি মিসকিনদের জন্য ছদকা করিয়া দিলাম। কোন বড় বুযুর্গ বলিয়াছেন, তওবার ফলে আমল নামার গোনাহ নেকী দ্বারা পরিবর্তন হইয়া যায়। এমনকি কুফরী পর্যন্ত পরিবর্তন হইয়া যায়। আল্লাহ পাক বলেন-

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ -

অর্থ ঃ হে নবী! আপনি কাফেরদিগকে বলিয়া দিন যে, যদি তাহারা কুফরী থেকে তওবা করিয়া ফেলে তাহা হইলে তাহাদের পূর্ববর্তী গোনাহ সমূহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

(কুফর সর্বাপেক্ষা মারাত্মক গোনাহ। ইহাও তওবার দ্বারা মাফ হইয়া যায়।

সুতরাং তওবা দ্বারা অন্যান্য ছোট ছোট গোনাহ তো অবশ্যই মাফ হইয়া যাইবে।)

হযরত মুসা (আঃ) এর বাণী

ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আশ্চর্য হইতে হয়-

(১) যাহার অগ্নি (দোযখ) সম্পর্কে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হাসে।

(২) যে ব্যক্তি মৃত্যু বিশ্বাস করে অথচ খুশী হয়।

(৩) যে ব্যক্তি আখেরাতের আমলের হিসাব সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে ইহার পরও কিভাবে বদ আমল করে?

(৪) অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি তকদীর সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে, অথচ অবস্থার পরিবর্তনে পেরেশান হয়।

(৫) পার্থিব জগত এবং উহার পরিবর্তন সমূহ দেখার পরেও পার্থিবতার উপর সন্তুষ্ট চিত্তে থাকে।

(৬) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কেও আশ্চর্য বোধ হয়, যে বেহেশত সম্পর্কে বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও নেক আমল করা থেকে গাফেল থাকে।

হযরত যাযানের তওবা করার ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু কুফার কোন এলাকা দিয়া কোথাও যাইতেছিলেন। এক স্থানে ফাসেক ব্যক্তিদের বৈঠক ছিল। তাহারা মদ্য পানে লিপ্ত ছিল। যাযান নামক এক ব্যক্তি তথায় গানবাদ্য করিতেছিল। তাহার কণ্ঠ সুমধুর ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু তাহার স্বর শুনিয়া বলিলেন-কত সুন্দর কণ্ঠ, হায়! যদি সে কুরআন পাঠ করিত তাহা হইলে কত ভাল হইত। তিনি এই কথা বলিয়া মাথা কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া চলিয়া গেলেন। হযরত আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু -এর কথার আওয়াজ কানে আসিতেই যাযান বলিলেন -এ ব্যক্তি কে? তিনি কি বলিতেছিলেন?

উপস্থিত লোকেরা বলিল-তিনি হযরত আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহাবী। তিনি তোমার সম্পর্কে বলিতেছিলেন- কত সুমধুর কণ্ঠ! যদি সে কুরআন পাঠ করিত তাহা হইলে কতই না মজা হইত। এইকথা শুনিয়া যাযান তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। অতঃপর তবলা দূরে নিক্ষেপ করিয়া দৌড়াইয়া হযরত আব্দুল্লাহর কাছে পৌঁছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। উভয়েই ক্রন্দন করিতেছিলেন, হযরত আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন- যাহাকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন আমি কেন তাহাকে ভালবাসিব না? অতঃপর যাযান তওবা করিয়া হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু -এর খেদমতে চিলেন এবং কুরআন শিক্ষা করিতে শুরু করিলেন। কুরআন ও অন্যান্য বিদ্যায় এত বেশী দক্ষতা অর্জন করিলেন যে, পরবর্তী কালে তিনি যুগের ইমাম হইয়াছিলেন। অনেক হাদীসের সনদ বর্ণনাতে তাহার নাম পাওয়া যায়। সনদের উদাহরণ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে যাযান বর্ণনা করেন।

শিক্ষামূলক ঘটনা

ফকীহ আবুল লায়ছ সমরকন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আমার পিতা এক ঘটনা বর্ণনা করিতেন যে, বনী ইসরাইলীদের মধ্যে এক পরমা সুন্দরী বদকার যুবতী ছিল। যে কেহ তাহার নিকট দিয়া যাইত তাহাকে স্বীয় পালঙ্কে বসা দেখিয়া আসক্ত হইয়া যাইত। তাহার ফিস ছিল দশ দিনার। যে কোন ব্যক্তি ফিস প্রদান করিয়া স্বীয় মনোবাসনা পূর্ণ করিতে পারিত। একদিন ঘটনা চক্রে এই পথ দিয়া এক বুযুর্গ যাইতেছিলেন। যঠাৎ মহিলাটির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই তিনি আসক্ত হইয়া পড়িলেন। মনকে অনেক বুঝাইলেন, আল্লাহর কাছে দোয়া করিলেন। কিন্তু দাউ দাউ করিয়া জ্বলন্ত প্রেমের অঙ্গার ঠান্ডা হইল না। অবশেষে বাধ্য হইয়া কোন একটি বস্তু বিক্রয় করিয়া দশ দিনার লইয়া যুবতীর কাছে পৌঁছিলেন। তাহার নির্দেশে তাহার ম্যানেজারের কাছে দশ দিনার জমা দিলেন।

অতঃপর ম্যানেজার বুযুর্গকে একটি সময় নির্ধারিত করিয়া দিল। তিনি নির্ধারিত সময়ে যুবতীর কাছে বসিলেন। যুবতী পূর্ব থেকেই নিজেকে খুব সাজাইয়া রাখিয়াছিল। বুযুর্গ যখন তাহার মনোবাঞ্চনা পূর্ণ করিবার জন্য যুবতীর দিকে হাত প্রসারিত করিলেন, তখন আল্লাহর অনুগ্রহে এবং ইবাদতের বরকতে তাহার অন্তর ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল। আর তিনি চিন্তা করিতেছিলেন যে, আমার এই অপবিত্র ব্যবহার নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক দেখিতেছেন। এই চিন্তার উদয় হওয়ার সাথে সাথেই লজ্জায় তাহার আঁখিদ্বয় অবনত হইয়া গেল এবং হাত কাঁপিতে শুরু করিল। চেহারার পরিবর্তন হইয়া গেল। যুবতী এই ধরনের ঘটনা এই-ই প্রথম বার দেখিল। তাই সে বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করিল- আপনার কি হইল?

বুযুর্গ বলিলেন- আমি স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করিতেছি। আমাকে এখান হইতে যাইতে দাও। যুবতী বলিতে লাগিল- আপনার জন্য আফসোস হয়। যাহা লাভ করার জন্য শত কোটি লোক আকাংক্ষা করিতে থাকে আর আপনি তাহা স্বীয় হাতের মুঠোতে পাওয়া সত্বেও ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছেন, কারণ কি? বুযুর্গ বলিলেন- কারণ অন্য কোন কিছু নয়। শুধু আল্লাহকে ভয় করিতেছি। তোমাকে প্রদত্ত ফিস ফিরাইয়া লইব না। আমাকে এখান হইতে যাইতে দাও। যুবতী বলিল- হয়তবা আপনার জীবনে এটাই প্রথম পদক্ষেপ? বুযুর্গ বলিলেন -হ্যাঁ, আমার জীবনে এইটাই প্রথম পদক্ষেপ। যুবতী বলিল, ঠিক আছে! আপনি স্বীয় নাম ঠিকানা লিখিয়া আমার কাছে রাখিয়া যাইতে পারেন। বুযুর্গ স্বীয় নাম ঠিকানা তাহাকে দিয়া কোন রকমে মুক্তি লাভ করিলেন। সেখান থেকে বাহির হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বীয় সর্বনাশের জন্য দুঃখ করিতে করিতে চালিয়া গেলেন। এই দিকে যুবতীর অবস্থার পরিবর্তন হইতে লাগিল। অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় পয়দা হইতে লাগিল। ভাবিতেছিল যে, এই লোকটি জীবনে সর্ব প্রথম একটি পাপ কার্যের ইচ্ছা করাতেই ভিতরে আল্লাহ পাকের এত ভয় পয়দা হইল।

আমার প্রভুও তো আল্লাহ! আমি তো পাপ করিতে করিতে জীবনের একাংশ কাটাইয়া দিয়াছি। আমার তো আল্লাহকে আরও অধিক ভয় করা কর্তব্য। এই

সব চিন্তা করিয়া যুবতীটি তৎক্ষণাৎ তওবা করিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সুসজ্জিত ভূষণ পরিত্যাগ করিল আর আল্লাহ পাকের ইবাদতে আত্মনিয়োগ করিল। পরে খেয়াল হইল যে, কোন কামেল ব্যক্তির সংশ্রবে থাকা দরকার, ইহা ব্যতীত আত্মার ত্রুটি দূর হইতে পারে না। সুতরাং ঐ বুযুর্গের কাছেই যাইব। হয়তবা আমাকে বিবাহও করিতে পারেন। তাহা হইলে আমি তাহার সাহায্য ও সহানুভূতিতে ইলম ও আমল শিক্ষা করিতে সক্ষম হইব। তাই সেপ্রচুর ধন-সম্পদ ও দাসদাসী সহ রওয়ানা হইল। ঠিকানা অনুযায়ী বুযুর্গের বাড়ীর সামনে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে সংবাদ দিলে তিনি বাড়ীর বাহিরে আসিলেন। যাহাতে তাহাকে চিনিতে পারেন, এই জন্য যুবতী বোরকার অবগুণ্ঠন সরাইয়া দিল। আর উক্ত বুযুর্গ পূর্ব ঘটনা স্মরণ করিয়া এত জোরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন যে, তিনি এই পার্থিব জগৎ থেকে বিদায় নিলেন। যুবতী হতবুদ্ধি হইয়া গেল। অবশেষে এই বুযুর্গের আত্মীয়-স্বজন আছে কিনা অনুসন্ধান করিল। উপস্থিত জনতা বলিল যে-তাহার এক ভ্রাতা রহিয়াছে যে এখনও অবিবাহিত। কিন্তু নেহায়েত গরীব। অতঃপর যুবতী তাহার ভ্রাতার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইল। তাহার সমস্ত ধন-সম্পদ স্বামীকে দান করিল। যুবতীর এই স্বামীর ঔরশে তাহার গর্ভে সাতটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল। পরবর্তী কালে আল্লাহ পাক এই সাত সন্তানকেই নবুয়ত প্রদান করিয়াছিলেন।

হাদীছে কুদসী

হযরত আবু যর গিফারী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ পাক বলেন-

০ হে আমার বান্দাগন! আমি আমার নিজের জন্য জুলুম করা হারাম করিয়াছি। তদ্রুপ তোমাদের জন্যও অপরের প্রতি জুলুম করা হারাম।

০ হে বান্দাগণ! আমি যাহাকে সৎপথ প্রদর্শন করি সে ব্যতীত তোমরা সকলেই পথ ভ্রষ্ট। তাই তোমরা আমার কাছে সৎপথ প্রার্থনা কর; আমি তোমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিব।

০ হে বান্দাগণ! আমি যাহাকে আহার করাই সে ব্যতীত তোমরা সকলেই অনাহারে থাক। সুতরাং আমার থেকেই রিযিক প্রার্থনা কর। তাহা হইলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে রিযিক প্রদান করিব।

০ হে আমার বান্দাগণ! আমি যাহাকে কাপড় পরিধান করাই সে ব্যতীত তোমরা সকলেই উলঙ্গ থাক। সুতরাং আমার কাছেই পোষাক প্রার্থনা কর। তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে তাহা প্রদান করিব।

০ হে আমার বান্দাগণ! তোমরা দিবা রাত্র গোনাহ করিতে থাক আর আমি তাহা ঢাকিয়া রাখি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর অবশ্যই আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিব।

০ হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার কোন উপকারও করিতে পারিবেনা আবার কোন ক্ষতিও করিতে পারিবেনা। (ইহা তোমাদের ক্ষমতার বাহিরে)

০ হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের আগে পরের সমস্ত জ্বীন-ইনসান মিলিয়া সকলেও (যদি বাধ্য হইয়া) মাটি হইয়া যাও, তাহা হইলেও আমার আধিপত্যে সামান্যও বৃদ্ধি পাইবে না।

০ হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের আগে পরের সমস্ত জ্বীন- ইনসান মিলিয়াও যদি আমার অবাধ্য হও তাহা হইলেও আমার আধিপত্যে সামান্য পরিমাণও হ্রাস পাইবেনা।

০ হে আমার বান্দাগণ! আদম (আঃ) হইতে কিয়ামত পর্যন্ত জ্বীন ইনসান একত্রিক হইয়া যদি আমার কাছে সওয়াল কর আর আমি তোমাদের সকলের চাহিদা পূরণ করি তাহা হইলে আমার খাযানাতে এতটুকুও হ্রাস পাইবেনা, যেমন সমুদ্রে একটি সূঁচ ডুবাইয়া বাহির করিয়া আনিলে সমুদ্রের পানি যতটুকু হ্রাস পায়।

মাতা পিতার হক

মাতা পিতার সেবা করা জিহাদ অপেক্ষা উত্তম

এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সমীপে উপস্থিত হইয়া আবেদন করিলেন যে, আমি জিহাদে যাইতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন - "তোমার মাতা পিতা জীবিত আছে কি? সাহাবী উত্তর দিলেন, জ্বি, হ্যাঁ। জীবিত আছেন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- যাও তাহাদের মাঝেই জিহাদ কর। (অর্থাৎ মাতাপিতার সেবা কর, ইহাই তোমার জন্য উত্তম জেহাদ) এই হাদীছ হইতে বুঝা যায় যে, মাতাপিতার সেবা জিহাদ অপেক্ষা উত্তম। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত মাতাপিতা জিহাদের অনুমতি প্রদান না করেন, (ততক্ষণ পর্যন্ত) জিহাদে অংশ গ্রহণ বৈধ নয়। যখন জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য সাধারণ নির্দেশ জারী এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেকেই জিহাদে অংশগ্রহণ করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে, তখন এই হুকুম নয়। মাতা পিতার অবাধ্য হওয়ার সর্বনিম্ন পর্যায় হইল যে, কোন অপছন্দনীয় কথার পর আফসোস করিতে গিয়া 'ওফ' শব্দ বলা। কুরআনে করীম এই ধরনের আচরণ থেকেও নিষেধ করিয়াছে,

وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا -

অর্থঃ মাতাপিতার (কথার) উপর 'ওফ' শব্দ বলিওনা এবং তাহাদিগকে ধমক দিওনা।

তিনটি আমল ব্যতীত অপর তিনটি আমল মকবুল হয় না

কোন এক বুযুর্গ বলেন যে, পবিত্র কুরআনে এইরূপ তিনটি বিষয় রহিয়াছে, যাহার একটি ব্যতীত অপরটির আমল কবুলের যোগ্য হয় না।

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ -

অর্থঃ নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।

যাকাত নামায ব্যতীত এবং নামায ব্যতীত যাকাত মকবুল নহে। (এই আদেশ এমন সম্পদশালীদের জন্য, যাহাদের উপর যাকাত ফরয) অর্থাৎ একটি ব্যতীত অপরটির সাওয়াব ও বরকত হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

অর্থঃ তোমরা আল্লাহর অনুগত হও এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অনুগত হও।

আল্লাহর আনুগত্য ব্যতীত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর এবং রাসূলের অনুগত্য ব্যতীত আল্লাহর আনুগত্য কবুলের যোগ্য নহে।

اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ

আমার রাসূল মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মাতাপিতার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। আল্লাহ ব্যতীত মাতাপিতা এবং মাতাপিতা ব্যতীত আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কবুলের যোগ্য নহে।

যে ব্যক্তি স্বীয় মাতাপিতাকে সন্তুষ্ট করিল সে যেন,স্বীয় রবকে সন্তুষ্ট করিল। আর যে ব্যক্তি স্বীয় মাতাপিতাকে অসন্তুষ্ট করিল -সে যেন আপন রবকে অসন্তুষ্ট করিল।

ফারকাদ সানজী বলেন

আমি কোন এক কিতাবে পড়িয়াছি যে, সন্তানের জন্য মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত মুখ খোলাও উচিত নহে এবং মাতাপিতার সামনে ও ডানে-বামে চলা উচিত নহে। বরং তাঁহাদের পিছে পিছে চলা, কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সাথে সাথে উত্তর দেওয়া উচিত।

মাতাপিতার অসন্তুষ্টি শোচনীয় মৃত্যুর কারণ

আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যুগে আল্‌কামাহ্ নামে এক যুবক ছিল। সে বিভিন্ন দিক দিয়া দ্বীনের সাহায্য করিবার জন্য চেষ্টা করিত। (সে খুব বেশী বেশী দান করিত) অকস্মাৎ সে এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। তাহার স্ত্রী কোন এক ব্যক্তির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এই সংবাদ পৌছাইল। (খবর শুনিয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী, হযরত বেলাল, হজরত সালমান ফারসী ও হযরত আম্মার রাদিআল্লাহু আনহুমকে তাহার অবস্থা দেখার জন্য পাঠাইলেন। তাঁহারা যখন তাহার নিকট পৌছিলেন, তখন তাহার প্রাণ বায়ু প্রায় ওষ্ঠাগত। তাঁহারা আলকামাহকে কলেমায়ে তাওহীদের তালকীন দিলেন। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও মুখে কালেমা উচ্চারিত হয় নাই। আর এহেন শোচনীয় অবস্থার সঠিক সংবাদ প্রদানের জন্য হযরত বেলাল রদিআল্লাহু আনহুকে রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট পাঠাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার মাতাপিতা জীবিত আছে কি? হযরত বেলাল রাদি আল্লাহু আলাহ উত্তর দিলেন একমাত্র তাহার অত্যন্ত বৃদ্ধা মা জীবিত আছেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল রাদিআল্লাহু আনহুকে ঐ মহিলার নিকট পাঠাইলেন এবং বলিলেন যে, "তাহাকে বলিও যদি সম্ভব হয় সে যেন আমার কাছে আসে, অন্যথায় আমি নিজে তাহার নিকট যাইব।" হযরত বেলাল মহিলার নিকট উপস্থিত হইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ফরমান জানাইলেন। তাহার মাতা বলিলঃ 'আমার জীবন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জন্য কুরবান হউক আমি নিজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে উপস্থিত হইব।' অতঃপর লাঠির উপর ভর করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে উপস্থিত হইল এবং সালাম করতঃ বসিয়া পড়িল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের উত্তর দিয়া বলিলেন- "যাহা কিছু আমি জিজ্ঞাসা করি ঠিক ঠিক উত্তর দিবে। যদি মিথ্যা বল তাহা হইলে ওহীর মাধ্যমে অবগত হইয়া যাইব। আলকামাহর জীবন কাল কেমন ছিল? বৃদ্ধা বলিতে লাগিল-সে বেশী বেশী নামায পড়িত এবং রোযা রাখিত। আর দান সদকা করার তো কোন সীমা ছিলনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন- "তোমার এবং তাহার মধ্যকার সম্পর্ক কেমন ছিল?" বৃদ্ধা উত্তর দিল আমি তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-কেন? বৃদ্ধা উত্তর দিল- সে তাহার স্ত্রীকে আমার উপর প্রাধান্য দিত এবং স্ত্রীর কথা মত চলিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন- "মাতার অসন্তুষ্টি তাহাকে কালেমা পড়া থেকে বিরত রাখিয়াছে" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল রাদিআল্লাহু আনহুকে বলিলেন-বেলাল! শুকনা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আন। আমি আলকামাহকে আগুনে জ্বালাইয়া দিব। তখন বৃদ্ধা মাতা সন্তানের কঠিন শাস্তির কথা শুনিয়া অস্থির হইয়া বলিতে লাগিল-ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার সামনে আমার কলিজার টুকরা পুত্রকে আগুনে জ্বালাইয়া দিবেন আমি ইহা কিভাবে সহ্য করিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- "আল্লাহর আযাব ইহা অপেক্ষা অনেক শক্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী। তুমি যদি চাও যে, আল্লাহ পাক তোমার ছেলেকে ক্ষমা করুন, তাহা হইলে তুমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যাও। আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি তোমার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে তাহার নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদত বিন্দুমাত্রও কাজে আসিবেনা।" এই কথা শোনামাত্রই বৃদ্ধা বলিতে লাগিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি আপনাকে, আল্লাহকে এবং উপস্থিত সকলকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, যে, আমি আলকামাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ বেলাল! গিয়ে দেখ

আলকামাহ কালেমা পড়িতে পারিতেছে কিনা? হইতে পারে, বৃদ্ধা আমার সম্মানার্থে সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছে, অথচ আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট নয়। হযরত বেলাল রাদিআল্লাহু আনহু দরজায় পৌছা মাত্রই আলকামাহ -এর

لا اله الا الله কলেমা পাঠ করার স্বর ভাসিয়া আসিতেছিল। হযরত বেলাল রাদিআল্লাহু আনহু ভিতরে প্রবেশ করিয়া সবাইকে বলিলেন, তাহার মাতার অসন্তুষ্টি তাহার বাক শক্তি রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, এই দিনেই হযরত আলকামাহ এক মর্মস্পর্শী ভাষন দেন - "হে মুহাজির এবং আনসারগণ! ভাল করিয়া শুনিয়া রাখ! যে ব্যক্তি স্ত্রীকে মায়ের উপর প্রাধান্য দিবে তাহার উপর আল্লাহর অভিশাপ। তাহার ফরয এবং নফল আমল সমূহ আল্লাহর দরবারে কবুল নহে।"

সন্তানের উপর মাতাপিতার জন্য দশটি হক রহিয়াছে

(১) যদি মাতাপিতার খাদ্যের ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলে খাদ্যের ব্যবস্থা করিবে।

(২) অনুরূপ ভাবে যদি তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র না থাকে তাহা হইলে তাহাদের বস্ত্রের ব্যবস্থা করিবে।

(৩) যদি সেবা করার প্রয়োজন হয় সেবা করিবে।

(৪) আর যদি কোন প্রয়োজনে ডাকেন তাহা হইলে সাথে সাথে উত্তর দিয়া সামনে হাজির হইয়া যাইবে।

(৫) তাঁহাদের সহিত নম্র ভাষায় কথা বার্তা বলিবে। কখনও কর্কশ ভাষা ব্যবহার করিবেনা।

(৬) তাঁহাদেরকে নাম ধরিয়া ডাকিবে না,কারণ ইহা বেয়াদবী।

(৭) তাঁহাদের পিছনে পিছনে চলিবে, সামনে অথবা ডানে বামে চলিবে না।

(৮) যাহা নিজের জন্য পছন্দ কর তাহা তাঁহাদের জন্যও পছন্দ করিবে। যাহা নিজের জন্য খারাপ মনে কর উহা তাঁহাদের জন্যও খারাপ মনে করিবে।

(৯) তাঁহাদের জন্য দোয়া করিবে। মাতাপিতার জন্য দোয়া না করিলে জীবন ব্যবস্থা সংকীর্ণ হইয়া যায়।

(১০) যদি কোন কাজের আদেশ প্রদান করেন, উহা তাড়াতাড়ি পালন করিবে। কিন্তু যদি পাপ কার্যের আদেশ করেন তাহা হইলে উহা পালন করিবেনা।

মৃত্যুর পর মাতাপিতাকে সন্তুষ্ট করার পদ্ধতি

মাতাপিতার মৃত্যুর পর তিনটি কর্মের দ্বারা তাহাদের সন্তুষ্ট করা যায়।

(১) সন্তান নেককার এবং সৎকর্মশীল হইয়া যাইবে। কেননা মাতাপিতা অন্য কোন কার্যের দ্বারা সন্তানের প্রতি এত বেশী সন্তুষ্ট হন না।

(২) মাতাপিতার আত্মীয় স্বজন এবং প্রিয়জনের সাথে উত্তম সম্পর্ক বিদ্যমান রাখিবে।

(৩) মাতাপিতার জন্য দোয়া ও আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং তাহাদের জন্য দান করিতে থাকিবে।

মাতাপিতার কাছে সন্তানের তিনটি হক রহিয়াছে-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মাতাপিতার কাছে সন্তানের তিনটি হক রহিয়াছে-

(১) জন্মের পর সন্তানের ভাল নাম রাখা (অর্থাৎ-যাহার অর্থ উত্তম)।

(২) বুদ্ধিমান হওয়ার সাথে সাথে কুরআন শিক্ষা দেওয়া।

(৩) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে বিবাহ করাইয়া দেওয়া।

সন্তানকে আদব শিক্ষা না দেওয়ার পরিণাম

একব্যক্তি আবু হাফস সিকান্দরী রহমতুল্লাহি আলাইহি -এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল- আমাকে আমার ছেলে মারিয়াছে। তখন তিনি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন- সুবহানাল্লাহ! পুত্র পিতাকে মারিতে পারে? সত্যিই মারিয়াছে কি? অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন- ছেলেকে আদব শিক্ষা দিয়াছিলে কি? সে উত্তর দিল-না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন- কুরআন শিক্ষা দিয়াছিলে কি? সে বলিল, না। অতঃপর বলিলেন, কুরআনও শিক্ষা দেও নাই, সে কি কাজ করে? উত্তর দিল-সে কৃষি কাজ করে। অতঃপর হযরত-বলিলেন, তুমি কি জান সে কেন তোমাকে মারিয়াছে? উত্তর দিল -না, আমি বুঝিতেছিনা। তিনি বলিলেন-আমার ধারণা যে, সে খুব প্রত্যুষে গাধায় চড়িয়া মাঠে চলিয়া যায়। তাহার সামনে গরু আর পিছনে কুকুর চলিতে থাকে। যেহেতু তুমি তাহাকে কুরআন শিক্ষা দেও নাই যে, সে চলিতে চলিতে তাহা পাঠ করিতে পারে। সেই জন্য হয়তো বা সে গান গাহিতে থাকে। তখন মনে হয় তুমি তাহাকে গান গাহিতে নিষেধ করিয়াছ, ফলে সে তোমাকে গরু মনে করিয়া মারিয়াছে। এখন এই জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর যে, সে তোমার মাথা ভাঙ্গিয়া চুরমার করে নাই।

যেমন কর্ম তেমন ফল

হযরত ছাবেত আল বোনানী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- জনৈক ব্যক্তি বলিয়াছে যে, এক ব্যক্তি আপন পিতাকে মারিতেছিল। তখন কোন একজন বলিল, ইহা কিভাবে সম্ভব? পিতা বলিল, আপনি এই ব্যাপারে কিছু বলিবেন না। কেননা এই স্থানেই আমি আমার পিতাকে মারিতাম। ইহা উহারই পরিণাম ভোগ করিতেছি, আমার ছেলের কোন অন্যায় নাই। সুতরাং তাহাকে তিরস্কার করিবেন না।

পূর্ণ মানবতা

ফুযায়ল বিন আয়ায (রহঃ) বলেন-ঐ ব্যক্তির পূর্ণ মানবতা রহিয়াছে, যে-

(১) মাতাপিতার আনুগত্য করে।

(২) আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত করে।

(৩) স্বীয় বন্ধু-বান্ধবকে সম্মান করে।

(৪) পরিবার পরিজন,সেবক ও অধীনস্থ কর্মচারীদের সাথে উত্তম ও সৌজন্য

মূলক আচরণ করে।

(৫) স্বীয় দ্বীনদারীর হেফাজত করে।

(৬) স্বীয় সম্পদের প্রতি আসক্তি থাকিলেও প্রয়োজন মত খরচ করে।

(৭) খুব সতর্কতার সাথে কথা বার্তা বলে।

(৮) অধিকাংশ সময় স্বীয় ঘরে কাটায়, অযথা কথা বার্তায় মজলিসে সময় নষ্ট করে না।

নেককারের আলামত চারটি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ মানুষ নেককার হওয়ার আলামত চারটি-

(১) তাহার স্ত্রী সৎকর্মশীলা হয়।

(২) তাহার সন্তান তাহার অনুগত ও সৎকর্মশীল হয়।

(৩) তাহার বন্ধু-বান্ধব সৎ ও নেককার হয়।

(৪) তাহার জীবনোপকরণের ব্যবস্থা স্বীয় এলাকাতেই হয়।

সাতটি জিনিসের প্রতিদান মৃত্যুর পরেও মিলিবে

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, সাতটি জিনিষের প্রতিদান মৃত্যুর পরেও মিলিবে।

(১) কূয়া ইত্যাদি নির্মাণ করা- যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ উহা হইতে ফায়দা লাভ করিতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্মাতা প্রতিদান পাইতে থাকিবে।

(২) মসজিদ নির্মাণ করা যতক্ষণ পর্যন্ত উহাতে নামায হইতে থাকে উহার প্রতিদানে সাওয়াব পাইতে থাকিবে।

(৩) কুরআন শরীফ লেখা- যতক্ষণ পর্যন্ত উহা পাঠ করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সওয়াব পাইতে থাকিবে। কুরআন ক্রয় করিয়া সর্ব সাধারণের তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে মসজিদে রাখিয়া দেওয়ারও একই হুকুম।

(৪.৫) খাল প্রস্রবন প্রভৃতি খনন করা- এবং বাগান করা- যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বা জন্তু উহা হইতে ফায়দা লাভ করিতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উহার প্রতিদান পাইতে থাকিবে।

(৬.৭) নেককার সন্তান- অথবা শিষ্য রাখিয়া যাওয়া- ওস্তাদ এবং পিতা, শিষ্য অথবা সন্তানের সমপরিমাণ সওয়াব পাইতে থাকিবে।

দুইটি হাদীছ

(১) হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ ঐ ব্যক্তি ধ্বংস প্রাপ্ত এবং অপমাণিত, যে স্বীয় মাতাপিতা বা তন্মধ্যে একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পাইল, কিন্তু তাহাদের সেবা করিয়া বেহেশত লাভ করিতে পারিল না। '-মুসলিম'

(২) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলিয়াছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কোন্‌টি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ যথা সময়ে নামায কায়েম করা। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, মাতাপিতার প্রতি অনুগ্রহ মূলক আচরণ করা। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। '-(বোখারী, মুসলিম)

আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজতের বিনিময়ের ন্যায় অন্য কোন নেক কার্যের বিনিময় এত তাড়াতাড়ি মিলেনা। অনুরূপভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তির ন্যায় অন্য কোন পাপ কার্যের শাস্তিও এত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় না।

বেহেশতবাসীদের তিনটি অভ্যাস

বেহেশতী এবং সম্মানী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারো মধ্যে পাওয়া যায় না এমন তিনটি বৈশিষ্ট্য যাহা বেহেশতীদের চরিত্রের বিশেষ গুণ।

(১) অপকারীর প্রতি অনুগ্রহ করা।

(২) অত্যাচারী ব্যক্তিকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া।

(৩) কাহারও জন্য ব্যয় করা, বিনিময়ে কিছু না পাওয়া গেলেও তাহাদের ব্যয়ভার বহন করিতে থাকা।

হযরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু- এর উক্তি

হযরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, তাকওয়া এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক হেফাজতের ফলে আয়ু বৃদ্ধি পায়, রিযিকের মধ্যে বরকত হয় এবং পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি হয়।

তিনটি বিষয়ে মুসলমান এবং কাফেরের দায়িত্ব বরাবর

(১) অঙ্গীকার পুরা করা (অঙ্গীকার পুরা করা যেমনি ভাবে মুসলমানের কর্তব্য তেমনিভাবে কাফেরেরও কর্তব্য)।

(২) আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত করা। মুসলমান হউক বা কাফের হউক আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত করা উভয়ের দায়িত্ব।

(৩) যাহা আমানত রাখা হইয়াছে উহাই ফেরত দেওয়া।

হাসান বসরী রহমতুল্লাহ আলাইহি -এর উক্তি

হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ইলম প্রকাশ করিয়া বেড়ায় সে আমল বিনষ্ট করে। মুখে কাহারও প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করে কিন্তু অন্তরে তাহার প্রতি ঘৃণা রাখে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে এই

ধরনের লোকের প্রতি আল্লাহ পাক লানত করেন। ফকীহ আবু লায়ছ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ যদি কাহারও আত্মীয় নিকটে বসবাস করে থাকে, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি হাদিয়া প্রেরণ এবং সাক্ষাতের মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত করা তাহার উপর ওয়াজিব। যদি দারিদ্রতার কারণে হাদিয়া প্রেরণ সম্ভব না হয় তাহা হইলেও সাক্ষাৎ করিতে থাকিবে। প্রয়োজনে সাহায্য করিবে। আর যদি দূরে বসবাস করে তাহা হইলে চিঠি পত্রের মাধ্যমে হইলেও আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত করিবে।

আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত করার উপকার দশটি

(১) আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত করার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।

(২) যাহার সহিত আত্মীয়তা রক্ষা করা হয় সে সন্তুষ্ট হয় (মুমিনকে সন্তুষ্ট করাও ইবাদত)।

(৩) আত্মীয়তার হেফাজতের দ্বারা ফিরিশতাগণও সন্তুষ্ট হন।

(৪) সাধারণ মুসলমানগণ তাহার প্রশংসা করে (যদি আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে না হইয়া থাকে তাহা হইলে সাধারণ লোকের প্রশংসাও একটি নেয়ামত)।

(৫) আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজতের দ্বারা ইবলিস দুঃখিত হয় (শত্রু দুঃখিত হওয়াও তো আনন্দের বিষয়)।

(৬) আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজতের দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি পায় (আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ আমলে বরকত হয় এবং আমলের প্রতিদানে প্রাচুর্যতা লাভ হয়)।

(৭) উপার্জনে বরকত হয়।

(৮) আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজতের দ্বারা মৃত ব্যক্তিও খুশী হয় (যখন তাহাকে এই সম্বন্ধে অবগত করানো হয়)।

(৯) ভালবাসা বৃদ্ধি পায় (কারণ এই ধরনের ব্যক্তিকে সকলেই ভালবাসে, তাহার কাছে মানুষ আসা যাওয়া করে এবং বিপদের সময় সাহায্য সহানুভূতি করে।

(১০) মৃত্যুর পর তাহার এই আমলের প্রতিদান জারী থাকে (কেননা যাহার প্রতি আত্মীয়তামূলক আচরণ করা হইয়াছে, সে আচরণকারীর জন্য দোয়া করিতে থাকে। ফলে মৃত্যুর পরও সে প্রতিদান পাইতে থাকে।)

তিন শ্রেণীর মানুষ আরশের ছায়ার নীচে অবস্থান করিবে

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- তিন শ্রেণীর মানুষ আরশের ছায়ার নীচে অবস্থান করিবে।

(১) আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজতকারী (সে ইহকালে অন্যকে শান্তি দিয়াছে, সুতরাং আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিবসে আরশের ছায়ার নীচে তাহাকে স্থান দিয়া প্রখর সূর্যতাপ হইতে রেহাই দিবেন)

(২) যে বিধবা মহিলা স্বীয় এতিম সন্তানদের সঠিক পরিচর্যার উদ্দেশ্যে নিজেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত রাখিয়াছে।

(৩) যে ব্যক্তি ভোজনোৎসবে ইয়াতীম, অসহায় ও সম্বলহীনদেরকেও নিমন্ত্রণ করে।

দুইটি কদম আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত পছন্দনীয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ দুইটি কদম আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত পছন্দনীয়। প্রথমতঃ নামাযের উদ্দেশ্যে যে কদম চলে। দ্বিতীয়তঃ আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজতের উদ্দেশ্যে যে কদম চলে

পাঁচটি বিষয় নেকী সমূহকে পাহাড়ের ন্যায় বড় করিয়া তোলে এবং উপার্জন বৃদ্ধি করে

জনৈক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, পাঁচটি বিষয়ের উপর আমল করিলে নেকী সমূহ (অর্থাৎ আমলের সওয়াব) কে পাহাড়ের ন্যায় বড় করিয়া দেওয়া হয়। এবং তাহার উপার্জন বাড়িয়া যায়।

(১) নিয়মিত দান করার অভ্যাস গড়িয়া তোল। (যদিও দানের পরিমাণ অল্প হয়)।

(২) আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত করিতে থাকা (যে কোন পর্যায়েই হউক না কেন)।

(৩) আল্লাহর পথে জিহাদ করিতে থাকা (যে কোন ধরনেই হউক না কেন)।

(৪) সর্বদা অযুর সহিত থাকার অভ্যাস করা।

(৫) সর্বাবস্থায় মাতাপিতার অনুগত থাকা।

নিয়মিত দান, আত্মীয়তার হেফাজতের অভ্যাস এবং মাতাপিতার আনুগত্য প্রভৃতি বান্দার হক আদায়ের উত্তম পন্থা। আল্লাহর পথে জিহাদ করা আল্লাহর হক আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ মর্যাদা রাখে। সর্বদা অযুর সহিত থাকা, শয়তানের ধোকাবাজি, চালবাজি এবং অন্যান্য বিপদ-আপদ হইতে রেহাই লাভের একটা বিশেষ উপায়। এই জন্যই উল্লেখিত বিষয়গুলির দ্বারা সওয়াব বৃদ্ধি এবং উপার্জন বৃদ্ধি একেবারে সুস্পষ্ট।

এই সম্পর্কে কতগুলি হাদীস

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর এবং কিয়ামতের দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন মেহমানের সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর এবং কিয়ামতের দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে। '-(বোখারী ও মুসলীম)

(২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে তাহার রিযিক বাড়াইয়া দেওয়া হউক এবং আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হউক সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত করে।

(৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেনঃ আত্মীয়তার সম্পর্কের পরিপূর্ণ হেফাজত ইহাই নহে যে, আত্মীয়ের আচরণের বিনিময়ে

আত্মীয়তা সুলভ আচরণ করে বরং আত্মীয়তার পরিপূর্ণ হেফাজত হইল যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়িয়া তোলা।

প্রতিবেশীদের হক

ফকীহ আবুল লায়ছ সমরকন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিবসে সাত শ্রেণীর মানুষের দিকে অনুগ্রহের দৃষ্টিপাত করিবেন না এবং তাহাদিগকে দোযখে প্রবিষ্ট করিবেন।

(১) পুরুষের সহিত অপকর্মকারী। অপকর্মকারী ও যাহার সহিত অপকর্ম করা হইয়াছে উভয় ব্যক্তির একই শাস্তি।

(২) হস্ত মৈথুনকারী।

(৩) পশুর সতি যে যৌন ক্ষুধা মিটায়।

(৪) স্ত্রীর মলদ্বার দিয়া যৌন ক্ষুধা মিটায়।

(৫) মা ও কন্যা উভয়কে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধকারী।

(৬) প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারী।

(৭) প্রতিবেশীকে কষ্ট প্রদানকারী।

তাহারা সকলেই আন্তরিক ভাবে তওবা না করা পর্যন্ত আল্লাহর লানতের উপযোগী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুসলমান হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত মানুষ তাহার হাত ও কথা বার্তা দ্বারা কষ্ট পাওয়া থেকে নিরাপদ না হয়। আর কোন ব্যক্তিই প্রকৃত ও পরিপূর্ণ মুমিন হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার প্রতিবেশী তাহার অত্যাচার হইতে নির্ভয় এবং নিরাপদ না হয়।

প্রতিবেশীর হক

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করিল-এক প্রতিবেশীর উপর অপর প্রতিবেশীর কি হক রহিয়াছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন-

(১) যদি এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর নিকট কর্জ চায় তাহা হইলে তাহাকে কর্জ দেওয়া।

(২) যদি সে নিমন্ত্রণ (দাওয়াত) করে উহা গ্রহণ করা।

(৩) যদি প্রতিবেশী অসুস্থ হইয়া পড়ে তাহার সেবা শুশ্রূষা করা।

(৪) যদি সে কখনও সাহায্য প্রার্থনা করে তাহা হইলে তাহাকে সাহায্য করা।

(৫) প্রতিবেশীর বিপদে দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করা।

(৬) প্রতিবেশীর আনন্দের সময় তাহাকে মোবারকবাদ জানানো।

(৭) প্রতিবেশীর (এন্তেকাল হইয়া গেলে) জানাযার নামাযে শরীক হওয়া।

(৮) তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার ঘর-বাড়ী, পরিবার-পরিজনের হেফাজত করা। প্রতিবেশীর অনুমতি ব্যতীত উচু বাড়ী নির্মাণ না করা।

কয়েকটি উপদেশ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লহু আনহুকে বলিলেন, হে আবু হুরায়রা!

(১) খোদাভীরু মুত্তাকী হইয়া যাও। তাহা হইলে ইবাদতকারীদের মধ্যে গণ্য হইবে।

(২) যৎ সামান্য উপজীবিকায় তুষ্ট থাকার অভ্যাসী হও তাহা হইলে সর্বাধিক কৃতজ্ঞদের মধ্যে গণ্য হইবে।

(৩) যাহা নিজের জন্য পছন্দ কর অপরের জন্য উহাই পছন্দ করিও, তাহা হইলে পরিপূর্ণ মুমিনের মধ্যে গণ্য হইতে পারিবে।

(৪) প্রতিবেশীর সহিত উত্তম ব্যবহার কর তাহা হইলে কামেল মুসলমান হইয়া যাইবে।

(৫) কম হাসিও কেননা অধিক হাসি অন্তর মুরদা করিয়া ফেলে।

প্রতিবেশীর শ্রেণী তিনটি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- প্রতিবেশী তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে-

(১) তিন হকের অধিকারী। (২) দুই হকের অধিকারী। (৩) এক হকের অধিকারী।

তিন হকের অধিকারী এমন মুসলমান প্রতিবেশী যাহার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও রহিয়াছে। যেমন-

(১) মুসলমান হওয়া। (২) আত্মীয়তার সম্পর্ক হওয়া। (৩) প্রতিবেশী হওয়া।

দুই হকের অধিকারী এমন প্রতিবেশী যাহার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ (১) মুসলমান হওয়া। (২) প্রতিবেশী হওয়া।

এক হকের অধিকারী হইল অমুসলমান প্রতিবেশী। সে শুধু প্রতিবেশী হওয়ার হকেরই অধিকারী।

তিনটি বিষয়ের অসীয়ত

আবু যর গিফারী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি বিষয়ের অসীয়ত করিয়াছেন-

(১) হাকীমের অনুগত থাকিবে। যদিও ইহাতে নাক কাটা যায়।

ব্যাখ্যাঃ যদি হাকীম গোনাহের কার্য করার নির্দেশ দেয় তাহা হইলে অনুগত হওয়া যাইবেনা। কেননা শরীয়ত পরিপন্থী কোন হুকুমের ক্ষেত্রে হাকীমের আনুগত্য জায়েয নাই।

(২) যখন শুরবা যুক্ত তরকারী পাকাইবে তখন তরকারীতে অধিক পানি দিবে

যাহাতে প্রতিবেশীকেও দিতে পার।
(৩)ওয়াক্ত মত নামায আদায় করিতে থাকিবে।

কতগুলি ভাল এবং মূল্যবান উক্তি

হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহে বলেন-

(১) প্রতিবেশীর সাথে সৎ ব্যবহারের অর্থ শুধু ইহা নহে যে- তাহাকে কষ্ট দিবেনা। বরং তাহার পক্ষ হইতে তুমি যে কষ্ট পাও তাহা সহ্য করাও ইহার অন্তর্ভূক্ত।

(২) হযরত আমর বিন আস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজত করার অর্থ ইহা নহে যে, আত্মীয় তোমার সাথে ভাল ব্যবহার করিলে তুমি তাহার সাথে ভাল ব্যবহার করিবে আর সে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিলে তুমিও সম্পর্ক ছিন্ন করিবে- ইহা তো হইল ইনসাফ আর বিনিময়। আত্মীয়তার সম্পর্কের হেফাজতের অর্থ হইল আত্মীয় তোমার সার্থে সম্পর্ক ছিন্ন করিলে তুমি সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবে। আর সে সীমা লংঘন করিলে তুমি তাহার প্রতি অনুগ্রহের আচরণ করিবে।

(৩) অনুরূপভাবে ধৈর্য ধারণ করার অর্থ ইহাও নহে যে, তোমার ব্যাপারে অন্যে ধৈর্য ধারণ করিলে তুমিও তাহার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করিবে। তোমার সাথে কেউ মুর্খলোকের মত ব্যবহার করিলে তুমিও তাহার সাথে মুর্খের ন্যায় ব্যবহার করিবে। ইহা তো ইনসাফ করা ও বিনিময় প্রদান করা মাত্র। বরং প্রকৃত ধৈর্য ধারণ হইল যখন সে তোমার সাথে মুর্খের ন্যায় ব্যবহার করিবে তখন তুমি তাহার কথা সহ্য করিবে। অনুরূপভাবে প্রতিবেশীর কষ্ট সহ্য করিয়া তাহাকে কষ্ট না দেওয়া উত্তম আচরনের পরিচায়ক।

প্রতিবেশীর মর্যাদা কতটুকু হওয়া উচিত

ঐ প্রতিবেশী উত্তম যাহার প্রতি তাহার প্রতিবেশী সর্বদিক দিয়া ভরসা করিতে পারে। প্রতিবেশী সম্পর্কে কখনও এমন কথা না বলা চাই যে, হঠাৎ করিয়া প্রতিবেশী তথায় উপস্থিত হইয়া গেলে চুপ করিয়া থাকিতে হয়। অথবা প্রতিবেশী এই কথাটি জানিয়া ফেলিলে নিজে লজ্জা পাইতে হয়।

অনুরূপভাবে এক প্রতিবেশী যেন অপর প্রতিবেশীর দ্বীন দারীত্বের ব্যাপারে এতটুকু আশ্বস্ত থাকে যে, যদি কখনও কোন মূল্যবান বস্তু প্রতিবেশীর ঘরে ভুলে ফেলিয়া যায় তাহা হইলে প্রতিবেশী উক্ত বস্তুটি হরণ করিবে না বা তাহার উপস্থিতিতে অন্য কেহও ইহা হরণ করিতে পারিবে না। এক প্রতিবেশী যেন অপর প্রতিবেশীর হেফাজতে নিশ্চিন্তে ধন সম্পদ রাখিতে পারে।

জাহিলিয়াতের যুগের তিনটি পছন্দনীয় অভ্যাস

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, জাহিলিয়াতের যুগে মানুষের মধ্যে তিনটি পছন্দনীয় বৈশিস্ট্য ছিল। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের ধারক হওয়ার অধিক হকদার হইল মুসলমান।

(১) মেহমানদারী- তাহাদের কাছে যে কোন মেহমানই আসিত তাহারা তাহাকে সম্মান ও ইযযত করিত।

(২) যদি কাহারও স্ত্রী বৃদ্ধা হইয়া যাইত তাহা হইলে তাহাকে কোন অবস্থায় তালাক দিতনা। কারণ তালাক প্রাপ্তা হইলে তাহার ধ্বংস হওয়ার বা কষ্ট ও পেরেশানীতে পড়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(৩) যদি কোন প্রতিবেশী ঋণী হইয়া পড়িত। সকলে মিলিয়া তাহার ঋণ শোধ করিত। যদি রোগ, শোক বা অন্য কোন বিপদাপদে পতিত হইত তাহা হইলে তাহারা তাহাকে সাহায্য করিত।

গরীব প্রতিবেশী বিত্তশালী প্রতিবেশীর কাছে দাবী করিবে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ কিয়ামতের দিনে এক ব্যক্তি তাহার প্রতিবেশীকে ধরিয়া বলিবে ইয়া আল্লাহ! আপনি তাহাকে বিত্তশালী আর আমাকে গরীব বানাইয়াছিলেন। অনেক সময় আমি রাত্রে অনাহারে থাকিতাম। আর সে প্রতিদিন পেট ভরিয়া খাইয়া শয়ন করিত। আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন সে কেন আমার জন্য তাহার দরওয়াজা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল এবং আপনার প্রদত্ত সম্পদ থেকে কেন আমাকে বঞ্চিত রাখিয়াছিল?

দশ প্রকার লোক জালেম

হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দশ প্রকার ব্যক্তিকে জালেম গণ্য করা হয়।

(১) যে ব্যক্তি নিজের জন্য দোয়া করে কিন্তু দোয়া করার সময় স্বীয় পিতামাতা ও অন্যান্য মুসলমানদিগকে ভুলিয়া যায়।

(২) যে ব্যক্তি প্রতিদিন কম পক্ষে কুরআনের একশত আয়াত তিলাওয়াত না করে।

(৩) যে ব্যক্তি মসজিদে যায়। কিন্তু দুই রাকাত নামায পড়া ব্যতীত বাহির হইয়া আসে।

(৪) যে ব্যক্তি কবরস্থানের কাছে দিয়া যায় কিন্তু মৃত ব্যক্তিদের সালামও করে না আবার তাহাদের জন্য দোয়াও করে না।

(৫) যে ব্যক্তি শুক্রবারে শহরে আসে কিন্তু জুমার নামায পড়া ব্যতীত চলিয়া যায়।

(৬) ঐ নারী বা পুরুষ যাহার মহল্লাতে কোন আলেম আসে কিন্তু ঐ মহল্লার কোন ব্যক্তি ঐ আলেমের নিকট দ্বীনি কোন জ্ঞান অর্জনের জন্য যায় না।

(৭) ঐ দুই ব্যক্তি যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একজনের সাথে অপর জন মহব্বত রাখে কিন্তু একে অপরের নাম জিজ্ঞাসা করেনা।

(৮) যে ব্যক্তিকে কোন দাওয়াতে নিমন্ত্রণ করা হয় কিন্তু সে যায় না। শর্ত হইল যে, উক্ত দাওয়াত খাওয়াতে যদি শরয়ী কোন বাধা থাকে তাহা হইলে না খাওয়া দোষের নয়।

(৯) স্বাধীন (দাস নয়) যুবক যদি ইলমেদ্বীন আর আদব না শিখে।

(১০) যে ব্যক্তি পেট ভরিয়া আহার করে আর তাহার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে।

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরনের চারটি কাজ

ফকীহ আবুল লায়ছ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, চারটি কাজ করিলে প্রতিবেশীর প্রতি পরিপূর্ণ সদাচরণ করা হয়।

(১) নিজের কাছে যাহা কিছু আছে তাহা দ্বারা প্রতিবেশীর সাহায্য সহযোগীতা করা।

(২) প্রতিবেশীর কাছে যাহা কিছু আছে উহার প্রতি কোনরূপ আশা না করা।

(৩) প্রতিবেশীকে কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়া।

(৪) প্রতিবেশী কোন কষ্ট দিলে তাহা সহ্য করা।

মিথ্যা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ সত্য কথা বলা নিজের জন্য অবশ্যকর্তব্য হিসাবে গ্রহণ কর। কেননা সত্য কথা নেক কাজের দিকে লইয়া যায়। আর নেক কাজ জান্নাতের দিকে লইয়া যায়। কোন ব্যক্তি সত্য কথা বলে এবং সত্য বলার চেষ্টা করে তখন আল্লাহ পাকের কাছে তাহাকে সত্যবাদীর তালিকা ভূক্ত করা হয়।

মিথ্যা বর্জন করা

কেননা মিথ্যা ও অশ্লীলতা পাপের দিকে লইয়া যায়। অশ্লীলতা ও পাপ জাহান্নামের দিকে লইয়া যায়। কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলিতে থাকে- এমতাবস্থায় আল্লাহর কাছে তাহাকে মিথ্যাবাদীর তালিকাভুক্ত করা হয়।

হযরত লোকমানের বাণী

কোন ব্যক্তি হযরত লোকমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন- আপনি এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইলেন কিভাবে? তিনি বলিলেন সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর দ্বারা আর অনর্থক বিষয় থেকে দূরে থাকার দ্বারা।

ছয়টি আমলের বিনিময়ে জান্নাতের ওয়াদা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমাকে ছয়টি আমলের ওয়াদা দিয়া দাও আমি তোমাদিগকে জান্নাতের ওয়াদা দিব।

(১) সর্বদা সত্য কথা বলা। (২) যথা সম্ভব প্রতিশ্রুতি পুরা করা।

(৩) আমানতের খিয়ানত করিওনা। (৪) লজ্জাস্থানের হেফাজত করা।

(৫) দৃষ্টি নীচে রাখা। (৬) জুলুম করা হইতে বিরত থাকা।

ফায়দাঃ সত্য কথা বলা, প্রতিশ্রুতি পালন করা, আমানত- এই তিনটি বিষয়ের সম্পর্ক আল্লাহ এবং বান্দা উভয়ের সাথে।

আল্লাহর সম্পর্কে সত্য বলার সারকথা হইল- আল্লাহ পাকের তাওহীদের স্বীকার করা এবং খালেছ অন্তরে কলেমা পড়া। মুখে মুখে কলেমা তাওহীদ পড়া আর অন্তরে তাহা অস্বীকার করা হইল-সবচেয়ে ঘৃণিত মিথ্যা এবং মুনাফেকী।

বান্দা সম্পর্কে সত্য বলার সারকথা হইল- সত্য মিথ্যা বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহাই। বাস্তবের পরিপন্থী কথা বলার নাম মিথ্যা। মিথ্যা কোন ভাবেই বৈধ নয়।

অনুরূপভাবে আল্লাহর সাথে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন হইল- রুহের জগতে মানুষ আল্লাহকে প্রতিপালক হিসাবে স্বীকার করিয়া তাহার অনুগত থাকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিল। এই প্রতিশ্রুতি পালন করা জরুরী ও ফরয। বান্দার সাথে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন হইল- যদি একজন অপর জনের কাছে কোন কিছুর প্রতিশ্রুতি দেয় তবে তাহা পুরা করা জরুরী।

আল্লাহ পাক মানুষকে ঈমান গ্রহণের জন্য এবং তাহার নির্দেশিত আহকাম ও প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য আদেশ করিয়াছেন। এইসব কিছু আল্লাহর আমানত। অনুরূপভাবে এক বান্দা অপর বান্দার কাছে হেফাজতের জন্য কোন সম্পদ রাখে অথবা কোন গোপনীয় কথা বলে, এইগুলিও আমানত। উভয় প্রকার আমানতের হেফাজত করা বান্দার জন্য জরুরী।

লজ্জাস্থানের হেফাজত

ইহা দুই উপায়ে হইতে পারে।

(১) লজ্জাস্থান অবৈধ স্থানে ব্যবহার না করা অর্থাৎ যিনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বাঁচিয়া থাকা।

(২) স্বীয় শরীরের হেফাজত করা যাহাতে ইহার উপর কাহারও দৃষ্টি না পড়ে। কেননা সতর দেখা এবং দেখানো উভয় কাজ হারাম। সতর যে দেখায় এবং যে দেখে উভয়ের উপর আল্লাহর লানত। (যাহাদিগকে সতর দেখানো জায়েয নাই তাহাদের জন্য এই হুকুম) কিন্তু স্বামী স্ত্রীর হুকুম এইরূপ নহে। কারণ তাহারা পরস্পর পরস্পরের সতর দেখিতে পারে।

পুরুষের সতর হইল নাভী হইতে হাটুর নীচ পর্যন্ত আর স্ত্রীলোকের সতর হইল হাত, পা, মুখমন্ডল ব্যতীত সমস্ত শরীর। অত্যন্ত প্রয়োজন ব্যতীত সতর দেখা বা দেখানো হারাম।

দৃষ্টি নীচের দিকে রাখাও জরুরী যাহাতে কাহারও সতরের প্রতি বা যাহাকে দেখা জায়েজ নাই, তাহার প্রতি দৃষ্টি না পড়ে। অধিকন্তু এমন পার্থিব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি না পড়ে যাহার দিকে দৃষ্টি পড়ার দ্বারা পার্থিবতার দিকে অন্তর ঝুকিয়া যাওয়ার ও আখেরাত হইতে অসতর্ক হওয়ার খুব সম্ভাবনা থাকে।

জুলুম করা হইতে বিরত থাকা অর্থাৎ হারাম মাল উপার্জন করা এবং অন্যের প্রতি অত্যাচার করা হইতে বিরত থাকা। কোন তাবেয়ী বলেন–

সত্য বলা আওলিয়া কেরামের সৌন্দর্য আর মিথ্যা বলা বদবখত লোকদের নিদর্শন।

গীবত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ গীবত বলা হয়, একে অপরের অনুপস্থিতিতে তাহার সম্পর্কে এমন কোন কথা বলা যাহা সে পছন্দ করিবে না। কেহ জিজ্ঞাসা করিল যদি বাস্তবিকই ঐ ব্যক্তির মধ্যে উহা বিদ্যমান থাকে যাহা তাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেনঃ তাহা হইলেও গীবত হইবে। অন্যথায় তো ইহা অপবাদ হইবে যাহা গীবত অপেক্ষাও মারাত্মক।

জনৈক ব্যক্তির উক্তি

যদি বদ নিয়তে কাহাকেও এইরূপ বলা হয় অমুকের জামা লম্বা বা খাট, তাহা হইলে ইহাও গীবত বলিয়া পরিগণিত হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে এক মহিলা উপস্থিত হইল আর সে খুব বেটে ছিল। সে চলিয়া যাওয়ার পর হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলিলেন, এই মহিলাটি খুব বেটে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ হে আয়েশা! ইহা তো গীবত। কেননা তুমি তাহার দোষ আলোচনা করিয়াছ।

গীবত করায় অভ্যস্ত হইয়া পড়ার কারণে উহার দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না

এক ব্যক্তি জনৈক বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যুগে গীবতের দুর্গন্ধ প্রকাশ হইয়া যাইত, কিন্তু আমাদের যুগের গীবত এত বেশী পরিমাণে হইতেছে যে, উহার দুর্গন্ধের অনুভূতি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। যেমন- মেথর পায়খানার দুর্গন্ধে এবং চর্মকার চামড়ার দুর্গন্ধে এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, নিঃদ্বিধায় ঐখানে বসেই আহার করে। অথচ অন্যদের জন্য সেখানে এক মিনিটের জন্যও অবস্থান করা দুষ্কর। বর্তমান যুগে গীবতের অবস্থাও এইরূপ।

গীবতের বিনিময়ে উপহার

জনৈক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহিকে বলিল- অমুক ব্যক্তি আপনার গীবত করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি গীবতকারীর প্রতি টাটকা খেজুর ভর্তি একটি ঝুড়ি প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, "জানিতে পারিলাম আপনি নাকি স্বীয় নেকী সমূহ আমাকে দান করিয়া দিয়াছেন। উহার বিনিময়ে আপনার খেদমতে এই সামান্যতম হাদিয়া দিলাম। পূর্ণ বিনিময় দেওয়া সম্ভব নহে তাই ক্ষমা করিবেন।"

ইবরাহীম বিন আদহাম রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর উক্তি

একবার ইবরাহীম বিন আদহাম রহমতুল্লাহি আলাইহি কিছু লোককে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা আহারের জন্য উপবেশন করিয়া কোন এক ব্যক্তির সমালোচনা শুরু করিল। হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম রহমতুল্লাহি আলাইহি

বলিলেন- আগে তো মানুষ গোশতের পূর্বে রুটি খাইত। আর আপনারা তো দেখিতেছি রুটির পূর্বে গোশত খাওয়া শুরু করিয়াছেন (অর্থাৎ গীবত করা আরম্ভ করিয়াছেন)। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবত করাকে মুসলমানের গোশত খাওয়া বলিয়াছেন। একবার ইবরাহীম বিন আদহাম রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছেন- হে মিথ্যাবাদী! তুমি তো পার্থিব বিষয়ে স্বীয় বন্ধু বান্ধবদের সহিত কৃপণতা করিয়াছ (অর্থাৎ তাহাদের প্রয়োজনে খরচ কর নাই) আর পরকালীন বিষয়ে স্বীয় শত্রুদের অত্যন্ত বদান্যতা প্রদর্শন করিয়াছ (অর্থাৎ তাহাদের গীবত করিয়া স্বীয় নেক আমল সমূহ তাহাদেরকে দিয়া দিয়াছ)। অথবা ঐ কৃপণতার জন্য তোমার তো কোন ওজর নাই। আর ঐ বদান্যতার কারণেও কোন প্রসংশা করা হইবে না।

তিনটি বিষয় আমল সমূহকে ধ্বংস করিয়া ফেলে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তিনটি বিষয়, আমল সমূহ (অর্থাৎ আমলের নূর ও সওয়াব) কে ধ্বংস করিয়া ফেলে।

(১) মিথ্যা কথা বলা। (২) চুগোলখুরী করা। (৩) কাহারও সতর দেখা।

পানি যেমন বৃক্ষের মূলকে সজীব করে এইগুলিও তেমনিভাবে অসৎ কর্মের মূলকে সজীব করে।

তিনটি বিষয় আল্লাহর অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত

যেই মজলিসে তিনটি বিষয়ের চর্চা হইবে আল্লাহর অনুগ্রহ ঐ মজলিস হইতে দূরে থাকিবে।

(১) পার্থিবতার আলোচনা। (২) হাসি। (৩) গীবত।

ইয়াহইয়া বিন মুয়ায রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- যদি তোমার মধ্যে ঈমানের তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকে তাহা হইলে তুমি উত্তম লোকদের মধ্যে গণ্য হইবে।

(১) যদি তুমি কাহারও উপকার না করিতে পার তাহা হইলে ক্ষতিও করিও না।

(২) যদি কাহাকেও খুশী না করিতে পার তাহা হইলে তাহাকে দুঃখও দিওনা।

(৩) যদি কাহারও প্রশংসা না করিতে পার তাহা হইলে বদনাম করিও না।

গীবত সম্পর্কে ফিরিশতাদের অভিমত

হযরত মুজাহিদ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- যখন কোন ব্যক্তি কাহারও প্রশংসা করে তখন তাহার সঙ্গী ফিরিশতারা বলে- "আল্লাহ পাক তোমাকে এবং তাহাকে এমন করিয়া দিন যেমন তুমি বলিয়াছ।" আর যখন কাহারও কুৎসা রটনা করিতে থাকে তখন ফিরিশতারা বলেন- তুমি তাহার দোষ প্রকাশ করিয়া দিয়াছ। নিজের দিকে লক্ষ্য কর এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর এই জন্য যে, তিনি তোমার দোষ গোপন রাখিয়াছেন।

জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তির উক্তি

কোন এক বিজ্ঞ ব্যক্তির উক্তি, হে মানুষ! যদি তুমি তিনটি কাজ করিতে পার

তাহা হইলে অপর তিনটি কাজ অবশ্যই করিবে-
(১) যদি কাহারও সহিত উত্তম আচরণ না করিতে পার, তাহা হইলে অশুভ আচরণ করা হইতে বিরত থাকিবে।
(২) যদি মানুষের উপকার না করিতে পার, তাহা হইলে তাহাকে স্বীয় অনিষ্টতা থেকে দূরে রাখিবে।
(৩) যদি রোযা রাখিতে না পার, তাহা হইলে অন্যের গোশ্‌তও ভক্ষণ করিও না (অর্থাৎ গীবত করিও না)।

চুগুল খোরী

দ্বিমুখী কথাকে চুগুলখোরী বলা হয়। যে ব্যক্তি এইরূপ করে তাহাকে চুগুলখোর বলা হয়।

সর্বাপেক্ষা অধম ব্যক্তি কে?

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ সর্বাপেক্ষা অধম ব্যক্তি কে? সাহাবাগণ উত্তর দিলেন- আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সম্পর্কে ভাল জানেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- "সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তি চুগুলখোর। কেননা সে ব্যক্তি প্রত্যেকের সামনে তাহার পক্ষে কথা বলে আর অন্যের সামনে তাহার দোষ বর্ণনা করে।"

চুগুলখোরী এবং কবরের আযাব

জনৈক ব্যক্তি বলিয়াছেন- কবরের আযাবের তিনটি অংশ আছে, এক তৃতীয়াংশ আযাব হয় গীবতের কারণে। এক তৃতীয়াংশ প্রস্রাব হইতে সতর্ক না থাকার কারণে অপর তৃতীয়াংশ চুগুলখোরী করার কারণে।

চুগুলখোরী এবং বিপর্যয়

হাম্মাদ বিন সালমাহ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- জনৈক ব্যক্তি এক দাস বিক্রি করিল এবং ক্রেতাকে জানাইয়াছিল যে, এই দাসের মধ্যে চুগুলখোরীর দোষ আছে। ক্রেতা এই দোষটাকে সাধারণ মনে করিয়া ক্রয় করিয়া ফেলিল। কিছুদিন পরে ঐ দাস স্বীয় মনিবের স্ত্রীকে বলিল- আপনার স্বামী তো আপনাকে ভালবাসেন না এবং দ্বিতীয় বিবাহের পরিকল্পনা করিতেছেন। স্ত্রী হতবাক হইয়া বলিল- তুমি সত্যকথা বলিতেছ কি? দাস বলিল- সম্পূর্ণ সত্য বলিতেছি, তবে আমার কাছে ইহার এমন তদবীর রহিয়াছে যে, উহা গ্রহণ করিলে আপনার স্বামী আপনাকে ভালবাসিবে। মনিবের স্ত্রী বলিল- অবশ্যই বল! (কি সেই তদবীর)। দাস বলিল- যখন আপনারা রাত্রিতে শয্যা গ্রহণ করিবেন তখন আপনি অস্ত্র দ্বারা তাহার শ্মশ্রুর নীচের চুলগুলি মুন্ডাইয়া দিবেন। ইহা একটি পরীক্ষিত ফলদায়ক ব্যবস্থা। অতঃপর দাসটি মনিবের কাছে যাইয়া বলিতে লাগিল- মনে হয় যেন আপনার স্ত্রী অন্য কাউকে ভালবাসে এবং সে আপনাকে হত্যা করার সুযোগের অপেক্ষায় আছে। মনিব আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞসা করিল, ইহা কি করিয়া সম্ভব?

ক্রীতদাস বলিল- আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। রাত্রে ঘুমের ভান করিয়া শুইয়া পড়িবেন। অতঃপর কি হয় তাহা খেয়াল রাখিবেন। যখন রাত্রে স্বামী ঘুমের ভান করিয়া শুইয়া পড়িল, স্ত্রী পূর্বেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তখন সে হাতে অস্ত্রধারন করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে স্বামীর নিকটে গেল। শ্মশ্রুর প্রতি হাত বাড়াতেই স্বামী তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল এবং সেই অস্ত্রের দ্বারাই স্ত্রীকে হত্যা করিয়া ফেলিল। (কেননা দাসের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে।) স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন ইহা জানিতে পারিয়া স্বামীকে হত্যা করিল। ফলে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে উভয় গোত্র হানাহানিতে লিপ্ত হইয়া পড়িল।

চুগুলখোর ও যাদুকর শয়তান অপেক্ষাও ভয়ানক

কোন এক হযরত বলেন যে, চুগুলখোর ও যাদুকর শয়তান অপেক্ষাও ভয়ানক। কেননা যাদুকর যাহা এক সপ্তাহে করিবে চুগুলখোর উহা এক মিনিটেই করিয়া ফেলে। যে কোন কাজ, শয়তান ধোকা এবং প্রতারণার দ্বারা করে। পক্ষান্তরে চুগুলখোর উহা প্রত্যক্ষভাবে এবং সামনা সামনি করে।

সাতটি কথা

আবু আব্দুল্লাহ কুরায়শী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- এক ব্যক্তি কোন এক আলেমের নিকট সাতটি কথা জানিবার উদ্দেশ্যে সাত মাইল পথ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে। আসিয়া বলিল-

(১) কোন্ বস্তু আকাশ অপেক্ষা ভারী?
(২) যমীন অপেক্ষা প্রশস্ত।
(৩) পাথর অপেক্ষা কঠিন।
(৪) অগ্নি অপেক্ষা অধিক দগ্ধকারী।
(৫) যমহারীর পাথর অপেক্ষা অধিক শীতল।
(৬) সাগর অপেক্ষা অধিক গভীর।
(৭) এতিমের চেয়েও দুর্বল অথবা বিষের চেয়েও হত্যাকারী?

আবু আব্দুল্লাহ কুরায়শী রহমতুল্লাহি আলাইহি উত্তর দিলেন-

(১)পুতঃপবিত্র চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কলঙ্ক লেপন করা আকাশের চেয়েও ভারী। (২) সত্য যমীনের চেয়েও প্রশস্ত। (৩) কাফেরের অন্তর পাথর অপেক্ষাও কঠিন। (৪) লোভ অগ্নি অপেক্ষা অধিক দগ্ধকারী। ৯৫) কোন নিকটাত্মীয়দের কাছে কোন প্রয়োজন লইয়া যাওয়া, যমহারীর পাথর অপেক্ষা ঠান্ডা। (৬) অল্পে তুষ্ট ব্যক্তির হৃদয় সাগর অপেক্ষা অধিকতর গভীর। (৭) চুগুলখোরী প্রকাশ হইয়া যাওয়া অত্যন্ত বিধ্বংসী এবং ঐ সময় চুগুলখোর এতিমের চাইতেও অধিক অপমানিত এবং দুর্বল হইয়া পড়ে।

চুগুলখোর আস্থাপূর্ণ ব্যক্তি নহে

হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- যে ব্যক্তি তোমার নিকট

অন্যের দোষ বর্ণনা করিবে তখন তুমি বুঝিয়া লইবে যে, সে অবশ্যই তোমার দোষও অন্যের নিকট বর্ণনা করিবে। এই জন্যই অন্যের দোষ বর্ণনাকারীকে বিশ্বাস করিওনা। এক ব্যক্তি ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর সম্মুখে কাহারও গীবত করিলে, তিনি বলিলেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তাহা হইলে তুমি এই আয়াতের অন্তর্ভূক্ত إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا যদি কোন ফাসেক তোমাদের নিকট কোন কথা বলে তাহা হইলে উহার সত্যতা যাচাই করিয়া লও।

যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহা হইলে তুমি এই আয়াতের অন্তর্ভূক্ত هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ বিদ্রুপকারী মারাত্মক চুগুলখোর (অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তোমার কথা গ্রহণযোগ্য নহে।

চুগুলখোরী দোয়া কবুল হওয়ার পথে অন্তরায়

কা'বে আহ্বার রাদিআল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুসা (আঃ) স্বীয় অনুসারীগণ সহ তিনবার দোয়া করিয়াছেন, কিন্তু দোয়া কবুল হয় নাই। মুসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ! আপনার বান্দাগণ তিনবার দোয়া করিল, কিন্তু আপনি উহা কবুল করিলেন না। অতঃপর ওহী অবতীর্ণ হইল- "হে মুসা! তোমার এই জামাতে এক জন চুগুলখোর আছে যাহার ফলে দোয়া কবুল হয় নাই।" মুসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- "হে আল্লাহ! বলিয়া দিন সেই ব্যক্তি কে? যাহাতে জামাত হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যায়।" আল্লাহ তায়ালা বলিলেন- হে মুসা (আঃ)! আমি তো চুগুলখোরী নিষেধ করিতেছি আবার নিজেই চুগুলখোরী করিব, ইহা কি উচিত হইবে? সকলে মিলিয়া তাওবা কর। অতঃপর সকলে মিলিয়া তওবা করিল। তারপর দোয়া কবুল হইল এবং দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হইল। (আফসোস! মহান প্রতিপালক তো এইভাবে বান্দাদের সম্মান বৃদ্ধি করিতেছেন আর বান্দাগণ একে অপরের জন্য মর্যাদা হানির মিশন হইয়া বসিয়াছে।)

উৎকৃষ্ট উক্তি

(১) কোন এক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির উক্তি- যদি কেহ তোমাকে এই সংবাদ দেয় যে, অমুক ব্যক্তি তোমাকে গালি দিয়াছে। তাহা হইলে মনে করিবে যে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই তোমাকে গালি দিতেছে।

(২) ওহাব বিন মোনাব্বা রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- যে কেহ তোমার সামনে এমন গুণ বর্ণনা করে যাহা তোমার মধ্যে নাই, তাহা হইলে এক সময় সে অবশ্যই এমন দোষ বর্ণনা করিবে যাহা তোমার মধ্যে নাই।

(৩) ইমাম আবুল ইছলাহ সমরকন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- যদি তোমার কাছে কেহ এইরূপ সংবাদ দেয় যে, অমুক ব্যক্তি তোমার সাথে এই খারাপ ব্যবহার করিয়াছে এবং তোমার সম্বন্ধে এমন কথা বলিয়াছে। তখন তাহার উত্তরে ছয়টি বিষয় তোমার জন্য অপরিহার্য-

(১) তাহাকে বিশ্বাস না করা (চুগুলখোর বিশ্বাসযোগ্য নহে)।

(২) তাহাকে এইরূপ আচরণ থেকে নিষেধ করা (অসৎ কাজে বাধা দেওয়া মুসলমানের জন্য ওয়াজীব)।

(৩) তাহার সম্মুখে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে স্বীয় অসন্তুষ্টি এবং রাগ প্রকাশ করা (যেমন নাকি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসা পছন্দনীয় اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ। অনুরূপভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অন্যের সাথে বিদ্বেষ রাখাও পছন্দনীয় اَلْبُغْضُ لِلّٰهِ

(৪) চুগুলখোরের কথার উপর নির্ভর করিয়া স্বীয় ভ্রাতার প্রতি কুধারণা করিও না। কেননা মুসলমানের প্রতি কুধারণা করা হারাম।

(৫) সে যাহা বলিবে উহার তাহকীকের পিছনে পড়িওনা (কেননা আল্লাহ তা'আলা কাহারও গোপন বিষয় অনুসন্ধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন)।

(৬) যে বিষয়টি হইতে তুমি এই চুগুলখোরের জন্য পছন্দ কর না উহা নিজের জন্যও পছন্দ করিওনা (অর্থাৎ এই কথা তুমিও অন্যের নিকট বর্ণনা করিওনা)।

এই সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস সমূহ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- চুগুলখোর বেহেশতে প্রবেশ করিবেনা। (বোখারী, মুসলিম)

وَقَالَ تَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَأْتِى هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ

(২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন- তোমরা কিয়ামতের দিবসে দ্বিমুখী মানুষ অর্থাৎ যাহার সামনে যায় তাহার পক্ষেই কথা বলে, এই প্রকারের লোককে সর্বাধিক নিকৃষ্ট অবস্থায় দেখিতে পাইবে। (বোখারী, মুসলিম)

اِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيْلاً مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ (ترمذى)۔

(৩) যখন বান্দা মিথ্যা বলে তখন ফিরিশতারা উহার দুর্গন্ধে এক মাইল দূরে সরিয়া যায়- (তিরমিযী)

مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِسَانٌ مِّنْ نَّارٍ (دارمى)

(৪) জাগতিক জীবনে যে দ্বিমুখী; কিয়ামতের দিবসে তাহার জিহ্বা অগ্নির হইবে। (দারামী)

হিংসা

হিংসা বিদ্বেষের নিন্দা এবং ইহার অপকৃষ্টতা থেকে রেহাই পাওয়ার উপায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে- হিংসা বিদ্বেষ, নেকী সমূহকে এইভাবে ধ্বংস করিয়া দেয় যেভাবে অগ্নি শুকনা কাঠ জ্বালাইয়া দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ মানুষ তিনটি দুষনীয় কার্যে অধিক লিপ্ত থাকে।

(১) খারাপ ধারণা। (২) হিংসা। (৩) কোন কার্য থেকে মনগড়াভাবে অশুভ ফলাফলের পূর্ব ধারণা করা।

কেহ জিজ্ঞাসা করিল- এই তিনটি দোষ হইতে বাঁচিয়া থাকার উপায় কি?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন-

(১) কাহারও নিকট স্বীয় হিংসা প্রকাশ করিও না এবং যাহার প্রতি হিংসা হয় তাহার দোষ বর্ণনা করিও না।

(২) কোন মুসলমান সম্পর্কে কুধারণা জন্মিলে স্বচক্ষে না দেখিয়া উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে না।

(৩) যদি কোথাও যাওয়ার সময় রাস্তায় কোন বিচ্ছু বা কাক ইত্যাদি দৃষ্টিগোচর হয়, অথবা তোমার কোন অংগ (চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি) নড়িয়া উঠে তাহা হইলে সেই দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া গন্তব্য স্থানের দিকে চলিতে থাকিবে। (অর্থাৎ এই সকল কারণ অশুভ-লক্ষণ মনে করিয়া যাত্রা বন্ধ করিও না।) এইভাবে এই সকল অসৎ কর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

দোয়াঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- অশুভ লক্ষনের কোন বিষয় দৃষ্টিগোচর হঁইলে এই দোয়া পড়িবে-

اَللّٰهُمَّ لَاطَيْرَ اِلَّا طَيْرُكَ وَلَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُكَ وَلَا اِلٰـهَ غَيْرُكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ط

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনার প্রদত্ত অকল্যাণ ব্যতীত কোন অকল্যাণ নাই। আপনার প্রদত্ত কল্যাণ ব্যতীত কোন কল্যাণ নাই। আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। আল্লাহর আশ্রয় ব্যতীত কোন পরিত্রাণ নাই। আর আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ব্যতীত কোন শক্তি নাই।

এই দো'আ পড়িতে পড়িতে চলিয়া যাইবে। আল্লাহর ফজলে কোন কিছুই কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

হিংসার প্রতিক্রিয়া ও কুপ্রভাব প্রথমতঃ হিংসুকের উপর আপতিত হয়

ফকীহ্ আবুল লায়ছ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছেন, হিংসা সমুদয় অসৎ

কার্যাপেক্ষা অধিকতর ধ্বংসাত্মক। কেননা যাহার প্রতি হিংসা করা হয় হিংসার প্রভাব তাহার উপর আপতিত হওয়ার পূর্বেই হিংসুক পাঁচ প্রকার শাস্তিতে পতিত হয়।

(১) অবিরাম চিন্তা।
(২) এমন বিপদ যাহার বিনিময়ে কোন সওয়াব লাভ হয় না।
(৩) সর্বদিক হইতে কেবল বদনাম আর বদনাম, কোথাও কোন প্রশংসা নাই।
(৪) আল্লাহর অসন্তুষ্টি।
(৫) তাহার জন্য তাওফীকের দরজা বন্ধ হইয়া যায়।

হিংসুক আল্লাহর নিয়ামতের শত্রু

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন– কিছু সংখ্যক মানুষ আল্লাহর নিয়ামতের শত্রু হয়। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন- সুখী লোকদের প্রতিহিংসা পোষণকারী।

হিংসার রোগে ওলামায়ে কেরাম সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত

মালেক বিন দীনার রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আমি সমগ্র জগত সম্বন্ধে ওলামায়ে কেরামের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু ওলামাগণের সাক্ষ্য অপর ওলামার প্রতিকূলে গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা আমি সর্বাধিক হিংসা বিদ্বেষ ওলামাগণের মাঝে পাইয়াছি।

হিসাব নিকাশের পূর্বেই যে সকল আমল বান্দাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ ছয় প্রকার মানুষকে ছয়টি কারণে হিসাব নিকাশের পূর্বেই জাহান্নামে প্রবিষ্ট করা হইবে।

(১) আমীর ও বাদশাগণকে তাহাদের অত্যাচার এবং সীমা লংঘনতার কারণে।
(২) আরবগণকে বংশগত অহংকারের কারণে।
(৩) বংশ প্রধান ও ক্ষমতাধর লোকদেরকে তাহাদের অহংকার ঔদ্ধত্যের কারণে।
(৪) ব্যবসায়ীগণকে তাহাদের অসততা ও খিয়ানতের কারণে।
(৫) গ্রাম্য লোকদেরকে তাহাদের মূর্খতার কারণে।
(৬) ওলামায়ে কেরামকে তাহাদের হিংসার কারণে।

টীকাঃ এইখানে ওলামার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল লোভী ওলামাগণ। দুনিয়ার লোভেই পরস্পরের হিংসার সৃষ্টি হয়। যদি আলেমগণ দুনিয়ার প্রতি আসক্তি পরিহার করিয়া আখেরাত মুখী হইয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

একটি উক্তি

আহনাফ বিন কায়স রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-
(১) হিংসুক কখনও প্রশান্তি লাভ করিতে পারে না।
(২) কৃপণের কখনও কোমল প্রাণ হয় না।

(৩) সংকীর্ণ মনা ব্যক্তির কোন বন্ধু হয় না।
(৪) মিথ্যাবাদীর মাঝে মানবতা থাকেনা।
(৫) আত্মসাৎকারী নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নহে।
(৬) অসৎচরিত্র ব্যক্তির মধ্যে ভালবাসা থাকেনা।

কাহারও প্রতি হিংসা করা উচিত নহে

মুহম্মদ বিন শিরীন রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আমি জীবনে কখনও হিংসা করি নাই। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির দুইটি দিক রহিয়াছে।

(১) যদি সে নেককার এবং বেহেশতী হয় তাহা হইলে কি করিয়া তাহার প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করা যায়?

(২) আর যদি জাহান্নামী হয় তাহা হইলে জাহান্নামীর প্রতি হিংসা করার কি অর্থ হইতে পারে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপদেশ

আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- আমি আট বৎসর বয়স হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে ছিলাম। সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিম্নোক্ত উপদেশ দান করেন। হে আনাস! উত্তমরূপে ওযু কর, তাহা হইলে অযুতে বরকত হইবে। আর দেহরক্ষী ফিরিশতা তোমাকে ভালবাসিতে থাকিবে। ফরজ গোসল উত্তমরূপে করিবে কেননা প্রত্যেক লোমের নিচে নাপাক থাকে। অধিকন্তু উহা দ্বারা গোনাহ মাফ হইয়া যায়। চাশতের নামায অবশ্যই পড়িবে কেননা ইহা তাওবা কারীদের নামায। দিবা-রাত্র অবশ্যই নামায পড়িবে। তাহা হইলে ফিরিশতা তোমাদের জন্য দোয়া করিবে। নামাজের সমস্ত রুকনগুলি যথাযথভাবে পালন করিবে। এই ধরনের নামায আল্লাহর পছন্দনীয় এবং আল্লাহ তায়ালা এইরূপ নামাযই কবুল করেন। যথা সম্ভব সর্বদা ওযুর সহিত থাকার অভ্যাস কর ইহার ফলে মৃত্যুর সময় কলেমা শাহাদাত ভুলিবেনা।

ঘরে প্রবেশ করিবার সময় যাহারা ঘরে আছে তাহাদের প্রতি ছালাম দাও। ইহাতে বরকত হয়। পথিমধ্যে কোন মুসলমানকে দেখা মাত্র সালাম দিবে ইহাতে ঈমানের স্বাদ বৃদ্ধি পায়। আর পথচলাকালীন যে গোনাহ হয় উহা ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। এক মুহূর্তের জন্যও অন্য মুসলমানের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করিবে না। ইহা আমার তরীকা। যে ব্যক্তি আমার তরীকা গ্রহণ করিল সে আমাকে ভালবাসিল। আর সে ব্যক্তি আমার সহিত বেহেশতে থাকিবে। হে আনাস! যদি তুমি আমার উপদেশ ও অসিয়তের সঠিক হেফাজত কর এবং তদনুযায়ী আমল কর, তাহা হইলে তোমার কাছে মৃত্যু প্রিয় হইয়া যাইবে। আর এইরূপ মৃত্যুতে তোমার জন্য প্রশান্তি রহিয়াছে।

হিংসুক আল্লাহ পাকের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে

কোন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির উক্তি- হিংসুক ব্যক্তি পাঁচভাবে আল্লাহর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

(১) অন্যের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত সমূহকে ঘৃনা করিয়া।

(২) স্বীয় হিংসার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত বন্টনের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া (আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নিয়ামত বন্টন সঠিক বলিয়া মনে করেনা।

(৩) আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহের সাথে কৃপণতা করিয়া (আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন অনুগ্রহ করেন, আর হিংসুক উহার বিরুদ্ধাচরণ করে)।

(৪) আল্লাহর প্রিয় বান্দাকে অপমানিত করিয়া (যাহার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করিয়াছেন সে অনুগ্রহ তাহার থেকে দূরীভূত হইয়া যাওয়ার কামনা, সত্যিকার অর্থে তাহাকে অপমানিত করারই কামনা।)

(৫) আল্লাহর শত্রু ইবলীসকে সহানুভূতি করিয়া (প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহর অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত রাখা ইবলীসের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য।)

অহংকার

নিজেকে অন্যের চাইতে বড় এবং সম্মানী আর অন্যকে ছোট মনে করার নামই অহংকার। হযরত হাসান বিন আলী রাদিআল্লাহু আনহু এক দল দারিদ্রের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তাহারা মাটিতে বিছানো এক চাদরের উপর রুটি রাখিয়া আহার করিতেছিল। হযরত হাসান রাদিআল্লাহু আনহুকে দেখিয়া সবাই তাহাকে আহারে অংশ গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করিল। তখন তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্বক এই বলিয়া আহারে অংশ গ্রহণ করিলেন যে, "আমি অহংকারীদেরকে পছন্দ করি না" আহারান্তে সবাইকে সাথে করিয়া ঘরে গেলেন, ঘরে যাহা কিছু ছিল তাহা সবাইকে আহার করাইয়া দিলেন।

তিন ব্যক্তি আযাবের উপযোগী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ কিয়ামতের দিবসে তিন শ্রেণীর সাথে আল্লাহ পাক কথা বলিবেন না, এমন কি তাহাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে তাকাইবেন না। বরং মর্মন্তুদ আযাবে নিপতিত করিবেন।

(১) বৃদ্ধাবস্থায় ব্যভিচার। ইহার অর্থ এই নয় যে, যৌবনাবস্থায় ব্যভিচার করা দোষনীয় নহে। ব্যভিচার যৌবনাবস্থায়ও মারাত্মক অপরাধ। কিন্তু বৃদ্ধাবস্তায় যখন যৌনক্ষুধা নিবৃত প্রায়, এবং মৃত্যু অতি সন্নিকটে আসিয়া পড়ে তখন এহেন গর্হিত ক্রিয়া কর্ম সীমাহীন জঘন্য অন্যায় বলিয়া পরিগণিত।

(২) মিথ্যাবাদী বাদশাহ। মিথ্যা সকলের জন্যই সাংঘাতিক হীন কর্ম। কিন্তু বাদশাহ তো কাহারও ভয়ে ভীত নহে এবং কাহারও বাধ্য নহে এতদ্বসত্বেও তাহার মিথ্যা বলা সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অধিকতর মারাত্মক অপরাধ।

(৩) অহংকারী দরিদ্র। অহংকারী ফকীর-বাদশা, ছোট-বড় সকলের বেলায়ই খারাপ। কিন্তু দরিদ্রের অহংকার করা বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার। কেননা তাহার মধ্যে অহংকারের কোন কারণ বিদ্যমান না থাকা সত্বেও সে অহংকার করিয়া বসে।

সর্ব প্রথম বেহেশতে এবং দোযখে প্রবেশকারী ব্যক্তিত্রয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ সর্ব প্রথম বেহেশত এবং

দোযখে প্রবেশকারী তিন ব্যক্তির নাম আমার সমীপে উপস্থাপন করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বেহেশ্তে প্রবেশকারীগণ হইলেন-

(১) শহীদ- আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এখলাসের সহিত জীবন কুরবানকারী।

(২) ক্রীতদাস- ঐ ক্রীতদাস যে কৃত্রিম প্রভূর দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর আনুগত্য হইতে বিরত থাকে নাই। বরং স্বীয় কৃত্রিম প্রভূর আনুগত্যের সাথে সাথে প্রকৃত প্রভূরও আনুগত্য এবং ইবাদতে লিপ্ত আছে।

(৩) অধিক সন্তানের দুর্বল ও দরিদ্র পিতা দৈহিক ও সম্পদের দিক থেকে দুর্বল, অধিকন্তু সন্তান-সন্ততি অধিক হওয়া সত্ত্বেও ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ।

আর সর্বপ্রথম দোযখে প্রবেশকারীরা হইল-

(১) অধিনস্ত প্রজাদের উপর অবৈধ ক্ষমতা প্রয়োগকারী শাসক। সর্বদা অত্যাচার-শোষনের বাজার গরম করিয়া রাখে।

(২) যাকাত প্রদান হইতে বিরত সম্পদশালী- যে ব্যক্তি যাকাত প্রদান করে না তাহার থেকে অন্য কোন দান খয়রাতের আশা করা বৃথা।

(৩) অহংকারী দরিদ্র- দরিদ্র এবং নিঃস্ব সত্ত্বেও অহংকার করা চরম নিচুতা ও অভদ্রতার আলামত।

আল্লাহ তায়ালা তিন শ্রেণীর মানুষের প্রতি ঘৃণা রাখেন

(১) আল্লাহ তায়ালা ফাসেকের প্রতি ঘৃণা রাখেন এবং বৃদ্ধ ফাসেকের প্রতি চরম ঘৃণা রাখেন।

(২) আল্লাহ্ তায়ালা সাধারণ কৃপণের প্রতি ঘৃণা এবং সম্পদশালী কৃপণের প্রতি তদপেক্ষা অধিক শক্ত ঘৃণা রাখেন।

(৩) আল্লাহ তায়ালা অহংকারীকে তো অপছন্দ করেনই, কিন্তু দরিদ্র অহংকারীকে আরও অধিক অপছন্দ করেন।

তিন শ্রেণীর বান্দা আল্লাহর দরবারে অতি প্রিয়

(১) আল্লাহ তায়ালা খোদা ভীরুকে ভালবাসেন আর যুবক খোদাভীরুকে আরও বেশী ভালবাসেন।

(২) আল্লাহ তায়ালা দানশীল ব্যক্তিকে পছন্দ করেন, আর দরিদ্র দানশীলকে তদপেক্ষা অধিক পছন্দ করেন।

(৩) কোমল চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় বান্দা আর সম্পদশালী কোমল চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তি তো আরো অধিক প্রিয়।

অহংকারের হাকিকত

রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তির অন্তরে সরিষা পরিমাণও অহংকার থাকিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবেনা। জনৈক ব্যক্তি বলিল- আমার পোষাক- পরিচ্ছদ, জুতা ইত্যাদি উত্তম এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা আমার কাছে পছন্দনীয়। তবে কি ইহাও অহংকার? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- না, আল্লাহ তো অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী

আর তিনি সৌন্দর্য ভালবাসেন এবং আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের মধ্যে স্বীয় নিয়ামতের প্রভাব ও প্রকাশ দেখিতে চান। বিত্তশালী হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্রবেশ ধারণ করা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় নহে। আর প্রকৃত পক্ষে অহংকার হইল- একজন অপর জনকে হীন মনে করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিলেনঃ যে ব্যক্তি স্বীয় জুতা নিজ হাতে মেরামত করে এবং স্বীয় পোষাকে তালি লাগায় আর আল্লাহকে সিজদা করে সে অহংকার মুক্ত।

সর্বাধিক অপছন্দনীয় ব্যক্তি

একদা মুসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "হে আল্লাহ! আপনার নিকট মাখলুকের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সর্বাধিক ঘৃণিত ও অপছন্দনীয়? আল্লাহপাক উত্তর দিলেন- "যাহার হৃদয় অহংকারী, ভাষা কর্কশ, আকীদা দুর্বল এবং হাত কৃপণ।"

উত্তম ব্যক্তি

জনৈক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির উক্তি- ধৈর্যের ফল শান্তি আর বিনয়ের ফল সম্প্রীতি। মুমিনের গৌরব তাহার রব। তাহার সম্মান তাহার দ্বীনদারী। পক্ষান্তরে মুনাফিকের গৌরব তাহার বংশ-মর্যাদা আর তাহার সম্মান তাহার ধন সম্পদ।

অহংকারযুক্ত চাল চলন আল্লাহর অপছন্দ

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সৈন্যদলের অন্তর্ভূক্ত মাহলাচ বিন মুগিরা উত্তম ভূষণ পরিধান করিয়া মোতাররফ বিন আব্দুল্লাহ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর পাশ দিয়া খুব অহংকারের সহিত চলিতেছিল। মোতাররফ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিলেন -"হে আল্লাহর বান্দা! এইরূপ চলাচল আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নহে।" মাহলাচ বলিল- আপনি কি জানেন না আমি কে?' মোতাররফ রহমতুল্লাহি আলাইহি উত্তর দিলের- খুব জানি, প্রথমে তুমি অপবিত্র বীর্য ছিলে, শেষ পর্যন্ত আবার দুর্গন্ধযুক্ত শবদেহে রূপান্তরিত হইবে। আর এখন তুমি নাপাক ও দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস বহন করিয়া ফিরিতেছ। অতঃপর এই কথা শ্রবণ মাত্র সে চলন ভঙ্গি পরিবর্তন করিয়া ফেলিল।

বিনয়ীর সাথে বিনয় এবং অহংকারীর সাথে অহংকার করার নামই চরিত্র

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, বিনয়ী ব্যক্তিদের সাথে বিনয় এবং অহংকারী ব্যক্তিদের সাথে অহংকার কর, তোমাদের এই অহংকার, অহংকারীদের জন্য অপমান এবং অসম্মানের কারণ। আর তোমাদের ক্ষেত্রে ইহা সদকা করা হিসাবে গণ্য হইবে।

বিনয়ের উচ্চ পর্যায়

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলিয়াছেন- বিনয়ের উচ্চ পর্যায় এই যে, তুমি প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম দিবে, মজলিসে সামান্য জায়গা পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে এবং তোমার জন্য কৃত প্রশংসা ঘৃণা করিবে।

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) -এর নীতি হইল বিনয়, আর কাফিরদের অভ্যাস হইল অহংকার। ফকিহ আবুল লায়ছ সমরকন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- বিনয় আম্বিয়া (আঃ) কেরামের এবং নেককারগণের নীতি। আর অহংকার ফেরাউনের রংগে রঞ্জিত ব্যক্তিদের অভ্যাস। বিনয়ী এবং অহংকারীদের সম্পর্কে কুরআনে করীমে নিম্নরূপ আলোচনা করা হইয়াছে।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا

অর্থঃ আল্লাহর প্রিয় বান্দা তাঁহারাই যাঁহারা যমীনে বিনয়ের সহিত চলাফেরা করে।

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ط

অর্থঃ হে রাসূল! আপনি মুমিনদের সহিত বিনয় সুলভ ব্যবহার করুন।

হে রাসূল! অবশ্যই আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী।

(পক্ষান্তরে কাফেরদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে)

اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ط

অর্থঃ যখন তাহাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ ‘ছাড়া কোন মাবুদ নাই তখন তাহারা অহংকার করে-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ مِنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ط

অর্থঃ যাহারা অহংকারবশতঃ আমার এবাদত করে না, অবশ্যই তাহারা অপমানিত হইয়া দোযখে প্রবেশ করিবে-

اُدْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ

অর্থঃ জাহান্নামের দরজা দিয়া প্রবেশ কর এবং তথায় অনন্তকাল অবস্থান করিবে অহংকারীদের বাসস্থান অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইবে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِيْنَ -

অর্থঃ অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা অহংকারীদেরকে ভালবাসেন না।

বিনয় উত্তম চরিত্রবান ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। গাধায় আরোহন করিতেন এবং ক্রীতদাসের নিমন্ত্রণও গ্রহণ করিতেন।

হযরত ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু-এর বিনয়

ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু-এর নিকট রাত্রিতে কোন এক মেহমান আসিল। তখন তিনি প্রদীপের সামনে বসিয়া লেখিতেছিলেন। যখন প্রদীপ শিখা নিস্প্রভ হইতে লাগিল তখন মেহমান বলিল- আমি প্রদীপটি ঠিক করিয়া দিব কি? ইবনে

ওমর রাদিআল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন- মেহমানের সেবা গ্রহণ অসৎ চরিত্রের কাজ। মেহমান বলিল- গোলাম ঘুমাইতেছে তাহাকে ডাকিয়া দিব কি? তিনি উত্তর দিলেন - না, এই মাত্র ঘুমাইয়াছে। অতঃপর তিনি নিজেই গাত্রোত্থান পূর্বক প্রদীপে তৈল ভরিলেন। মেহমান বলিল- আমার উপস্থিতিতে আপনি কষ্ট করিলেন? ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন- আমি তখন যে ইবনে ওমর ছিলাম এখনও তো সেই ইবনে ওমরই আছি। প্রদীপের তৈল ভরার কারণে আমার সম্মান লোপ পায় নাই। আল্লাহর দরবারে বিনয়ী ব্যক্তিগণ খুব প্রিয়।

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু -এর বিনয়

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঘটনা- সিরিয়াতে সফরকালে সওয়ারীতে সওয়ার হওয়ার পালা ক্রীতদাসের ও নিজের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন যে, যখন তিনি আরোহন করিতেন তখন ক্রীতদাস লাগাম ধরিয়া সামনে চলিত, আবার যখন ক্রীতদাস আরোহন করিত তখন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু নিজেই উষ্ট্রের লাগাম ধরিয়া সামনে চলিতেন। পথ চলিতে জলাশয় অতিক্রম করিতে হইবে হযরত ওমর রাদি আল্লাহু আনহু নিজেই লাগাম ধরিয়া জলাশয়ে অবতরণ করিলেন। আর জুতা বাম বগলে রাখা ছিল। যখন তিনি সিরিয়ার নিকটবর্তী হইলেন তখন তথাকার গভর্ণর হযরত আবু ওবায়দা রাদিআল্লাহু আনহু শহরের বাহিরে আসিয়া হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু-এর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঘটনা চক্রে তখন বন্টনানুযায়ী ক্রীতদাস আরোহিত অবস্থায় এবং হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু লাগাম হাতে চলিতেছিলেন। হযরত আবু ওবায়দা রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! জনগণ আপনাকে অভ্যর্থনা জানাইতে আসিবে। এই অবস্থা আপনার মর্যাদার সাথে সাম স্যশীল নহে। আপনি আরোহন করুন। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন- আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে ইসলামের দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। অতএব এখন মানুষ যাহা কিছু বলুক না কেন তাহাতে কোন পরোয়া নাই। অর্থাৎ মানুষের সমালোচনার ভয়ে আমি বেইনসাফী করিতে পারিব না।

হযরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহু -এর বিনয়

হযরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহু মদীনার গভর্ণর ছিলেন। একদা তিনি বাজারের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে মজদুর মনে করিয়া কাছে ডাকিল এবং তাহার আসবাব পত্র বহন করিতে বলিল। তখন হযরত সালমান আনন্দের সহিত তাহা বহন করিয়া চলিলেন। পথিমধ্যে লোকজন এই অবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়া বলিতে লাগিল, হে আল্লাহ! আমীরুল মুমেনীনের প্রতি অনুগ্রহ করুন! হে আমীরুল মুমেনীন! আসবাবপত্র সমূহ আমাদের কাছে দিন। তিনি তাহাদের সকলের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া সামনে চলিতে লাগিলেন। ঐ ব্যক্তি স্বীয় ভুলের জন্য লজ্জিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং স্বীয় অজ্ঞানতা প্রকাশ করিতে করিতে বলিল যে- আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই। হযরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন- কোন অসুবিধা নাই, চলিতে থাক। অতঃপর আসবাবপত্র তাহার ঘরে পৌঁছাইয়া দিলেন। ঐ ব্যক্তি এতই লজ্জিত হইল যে, সাথে সাথেই মনে মনে অঙ্গীকার করিল যে, সে আর কখনও মজদুর দ্বারা কাজ করাইবে না।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু-এর বিনয়

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বাজার হইতে দুইটি জামা খরিদ করিয়া ক্রীতদাসকে বলিলেন, এই দুইটির মধ্যে তোমার যাহা পছন্দ হয়- তুমি তাহা লইয়া যাও। ক্রীতদাস তন্মধ্যে ভালটি পছন্দ করিল। হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু ক্রীতদাসকে তাহাই দিয়া দিলেন। আর অবশিষ্টটি নিজে গ্রহণ করিলেন। তাহার ভাগের জামার আস্তিন লম্বা ছিল। তিনি একটি কেঁচি আনাইয়া আস্তিনের অতিরিক্ত অংশ কাটিয়া জামা পরিধান করিয়া খোৎবা দেওয়ার জন্য গেলেন।

ফায়দাঃ ইহা হইল আমাদের পূর্ব পুরুষদের আমল। যাহাদের উপর দ্বীনের ভিত্তি ছিল। লৌকিকতা তাহাদের ধারে কাছেও ছিলনা। আর আজ আমাদের মধ্যে লৌকিকতা ব্যতীত আর আছে কি?

সদকার দ্বারা সম্পদ বাড়ে আর ক্ষমা করার দ্বারা মর্যাদা বাড়ে

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ সদকা করার দ্বারা সম্পদ কমে না (বরং বৃদ্ধি পায়) আর মানুষের অপরাধ ক্ষমা করার দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তিনি আরও বলিয়াছেনঃ যে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় তাহার মধ্যে যদি তিনটি বিষয় না পাওয়া যায়- সে জান্নাতে যাইবে।

(১) অহংকার, (২) খেয়ানত, (৩) কর্জ বা ঋণ।

ক্রোধ

আবু উমামা বাহেলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে ক্রোধান্বিত হইয়া- ক্রোধ মোতাবেক কাজ করিবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করিয়া ফেলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাহার প্রতি পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট হইবেন।

ইঞ্জিল কিতাবে রহিয়াছে

হে বনী আদম! রাগ উঠার সময় আমাকে স্মরণ কর তাহা হইলে আমিও রাগের সময় তোমাকে স্মরণ করিব। আমার সাহায্যের প্রতি সন্তুষ্ট হও; কেননা তোমার জন্য আমার সাহায্য তোমার সাহায্য অপেক্ষা উত্তম।

নিজের জন্য অপরকে শাস্তি দেওয়া দুরস্ত নহে

ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহমতুল্লাহি আলাইহি এক মদ্যপায়ীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য গ্রেপ্তার করিলেন। আর মদ্যপায়ী তাহাকে গালি দেওয়া শুরু করিল। তৎক্ষনাৎ তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, সে গালি দেওয়ার পরও আপনি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন? তিনি বলিলেন, সে গালি দেওয়ার পর আমার মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হইল। যদি আমি এই অবস্থায় তাহাকে শাস্তি দিতাম তাহা হইলে এই শাস্তি আমার নিজের জন্য হইত। আমার নিজের জন্য কোন মুসলমানকে শাস্তি প্রদান করা আমি পছন্দ করি না।

ভুলত্রুটি মাফ করিয়া দেওয়া আল্লাহও পছন্দ করেন

মায়মুন বিন মেহরান রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর এক দাসীর হাত হইতে তাহার কাপড়ের উপর সালনের ঝোল পড়িয়া গেল। তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া দাসীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তৎক্ষনাৎ দাসী কুরআনে পাকের নিম্নোক্ত আয়াতাংশ পাঠ করিল। وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ (অর্থঃ ক্রোধ নিয়ন্ত্রণকারীগণ) আয়াতাংশ শুনিয়াই তাহার ক্রোধ থামিয়া গেল। দাসী তখন আরও একটু সাহস করিয়া আয়াতের সামনের অংশ পাঠ করিলেন وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ - (এবং মানুষকে ক্ষমাকারী)

তিনি বলিলেন আমি তোকে মাফ করিয়া দিলাম। দাসী আরও সাহস পাইল এবং আয়াতের শেষাংশ পাঠ করিল وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (এহসানকারীদিগকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন) তিনি বলিলেন- আমি তোকে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত করিয়া দিলাম।

তিনটি জিনিস ব্যতীত ঈমানের মজা পাওয়া যায় না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ যাহার মধ্যে তিনটি গুণ নাই- সে ঈমানের মজা পাইতে পারে না।

(১) সহিষ্ণুতা- ইহার দ্বারা মুর্খের মুর্খতা দুর করা যায়।

(২)তাকওয়া- ইহার দ্বারা হারাম থেকে বাঁচিয়া থাকা যায়।

(৩) উত্তম চরিত্র- ইহার দ্বারা মনুষের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা যায়।

শয়তানকে রাগান্বিত করিবার ঘটনা

কোন বুযুর্গের কাছে একটি ঘোড়া ছিল যাহাকে তিনি খুব পছন্দ করিতেন। একদিন তিনি ঘোড়াটিকে তিন পায়ের উপর দন্ডায়মান দেখিয়া গোলামকে জিজ্ঞাসা করিলেন- ইহা কাহার কাজ? গোলাম বলিল, আমার। তিনি বলিলেন, কেন এইরূপ করিলে? গোলাম বলিতে লাগিল- ইহার দ্বারা আপনাকে রাগান্বিত করা উদ্দেশ্য। তিনি বলিলেন- ঠিক আছে। যে তোমাকে এই অপকর্ম করিতে উৎসাহ দিয়াছে আমি তাহাকে রাগান্বিত করিব,অর্থাৎ শয়তানকে। যাও তুমি মুক্ত আর এই ঘোড়াটিও তোমার।

শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করার এক আজব ঘটনা

বনী ইসরাইলের কোন এক বুযুর্গকে পথভ্রষ্ট করিবার জন্য শয়তান বার বার চেস্টা করিয়াছে কিন্তু সফল হইতে পারে নাই। একদিন সে বুযুর্গ কোন প্রয়োজনে কোথাও যাইতেছিলেন। শয়তানও তাহার পিছনে পিছনে চলিল। রাস্তার মধ্যে তাহাকে রাগান্বিত করিবার জন্য এবং তাহাকে অসৎ কার্যে লিপ্ত করিবার জন্য বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহার করিল। কখনও কখনও তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে চাহিল কিন্তু কোন দিক দিয়া সফল হইতে পারিল না।

তিনি একস্থানে বসিয়াছিলেন। শয়তান পাহাড় থেকে একটি বড় পাথর নড়াচড়া করিয়া নীচের দিকে ছাড়িয়া দিল যাহাতে পাথর ঐ বুযুর্গের উপর পতিত হয়। পাথর নীচে পড়িতে দেখিয়া তিনি আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত হইলেন। ফলে পাথর অন্য দিক দিয়া গড়াইয়া পড়িল। অতঃপর শয়তান সিংহ, বাঘ প্রভৃতির আকৃতিতে তাহাকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল।

একবার বুযুর্গ নামায পড়িতেছিলেন। শয়তান সাপের আকৃতিতে তাহার মাথা হইতে পা পর্যন্ত গায়ে জড়াইতে লাগিল। অতঃপর তাহার সিজদার স্থানে হা করিয়া বসিয়া পড়িল। ইহাতেও বুযুর্গের উপর কোন প্রভাব পড়িল না। এখন শয়তান নিরাশ হইয়া বলিতে লাগিল আমি আপনাকে পথভ্রষ্ট করিবার যত প্রকারের ব্যবস্থা রহিয়াছে সবই শেষ করিয়াছি। কিন্তু কোন কাজ হয় নাই। তাই এখন আপনার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করার ইচ্ছা করিতেছি। আর কোন দিন আপনাকে পথভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিব না বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছি। আশা করি আপনিও বন্ধুত্বের হস্ত সম্প্রসারিত করিবেন। বুযুর্গ বলিলেন-কমবখত! ইহা তো শেষ ষড়যন্ত্র। তোর বন্ধুত্বের কোন প্রয়োজন আমার নাই।

এখন শয়তান সবদিক হইতে নিরাশ হইয়া পরিল। তাই সে স্বীয় আকৃতিতে বুযুর্গের সামনে আসিয়া বলিতে লাগিল- আমি মানুষকে কিভাবে পথভ্রষ্ট করি তাহা আপনাকে বলিতে চাই। বুযুর্গ বলিলেন- অবশ্যই বল। শয়তান বলিলঃ আমি তিন জিনিসের দ্বারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করি। তাহা হইল- (১) কৃপণতা, (২) হিংসা (৩) নেশা (মাদক দ্রব্য)।

যখন মানুষের মধ্যে কৃপণতার স্বভাব জন্ম লাভ করে তখন সে সম্পদ সঞ্চয় করে আর সম্পদ খরচ না করার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে। আর অন্যের হক নষ্ট করিবার চেষ্টায় লাগিয়া থাকে। অন্যের সম্পদ নাহক ভাবে ছিনাইয়া লওয়ার ফিকিরে থাকে।

হিংসুক আমাদের হাতের খেলনা। যেমন- বল, শিশুদের হাতের খেলনা। আমরা তাহাদের আধ্যাত্মিক সাধনা ও ইবাদতের সামান্য দামও দেই না। যদি তাহারা এমনও হইয়া যায় যে, দোয়া করিয়া মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিতে পারে- তবু তাহাদের ব্যাপারে আমরা নিরাশ হই না। এক ইঙ্গিতে তাহাদের সমস্ত সাধনা মাটি করিয়া দিতে পারি।

মানুষ যখন নেশায় বিভোর হইয়া যায় তখন আমরা তাহাকে ছাগলের ন্যায় কানে ধরিয়া অতি সহজে অসৎ কর্মের দিকে লইয়া যাই। শয়তান এই কথাও বলিয়াছিল যে-মানুষ' যখন রাগান্বিত হয় তখন শয়তানের হাতে বলের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। শিশু যেমন তাহার ইচ্ছামত বল এই দিকে ঐদিকে চালাইতে পারে তখন শয়তানও মানুষকে স্বীয় খেয়াল খুশী মোতাবেক যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে চালিত করিতে পারে। সুতরাং মানুষের উচিত সে যেন রাগান্বিত হওয়ার অবস্থায় নিজকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কাজ করে। যাহাতে শয়তানের খেলনায় পরিণত না হয়।

হযরত মুসা (আঃ) আর শয়তান

একদা হযরত মুসা (আঃ) -এর কাছে শয়তান আগমন করিয়া বলিল- আপনি আল্লাহর মনোনীত রাসূল। আপনি আল্লাহর সাথে কথা বলার মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। আমি তাওবা করিবার ইচ্ছা করিতেছি। আপনি আল্লাহ পাকের দরবারে আমার তাওবা কবুল করার জন্য সুপারিশ করুন।

হযরত মুসা (আঃ) শয়তানের কথা শুনিয়া খুশীতে বাগ বাগ হইয়া গেলেন। কারণ শয়তান তওবা করিয়া লইলে তো গোনাহ করার কোন প্রশ্নই উঠে না। তাই তিনি ওযু করিয়া নামায পড়িয়া দোয়াতে লিপ্ত হইলেন। আল্লাহ পাক বলিলেনঃ হে মুসা! শয়তান মিথ্যা বলিয়াছে সে আপনার সাথে প্রতারণা করিতে চাহিতেছে। যদি তাহাকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাহাকে বলিয়া দিন সে যেন আদমের কবরে সিজদা করে। আমি তাহার তাওবা কবুল করিব। ইহাতে মুসা (আঃ) খুব খুশী হইলেন। এই জন্য যে ইহা একটি সাধারণ শর্ত। ইহা তো শয়তান কবুল করিবেই। তাই তিনি শয়তানকে আল্লাহ পাকের পয়গাম শুনাইয়া দিলেন। ইহা শুনিয়া শয়তান অগ্নিশর্মা হইয়া গেল। আর বলিল, জীবিত থাকিতে যাহাকে সিজদা করিলাম না আর এখন মৃত্যুর পর তাহাকে সিজদা করিব? তবে মুসা (আঃ)! আপনি আমার পক্ষে সুপারিশ করিয়া আমার প্রতি এহসান করিয়াছেন। ইহার শুকরিয়া আদায় করিতে গিয়া আপনাকে তিনটি কথা অবগত করাইব। তাহা হইল তিন অবস্থায় আমার থেকে সতর্ক থাকিবেন।

(১) মানুষ যখন ক্রোধান্বিত হয় তখন আমি তাহার অন্তরে অবস্থান করি আর রক্তের ন্যায় তাহার শিরা উপশিরায় দৌড়াইতে থাকি।

(২) জিহাদের ময়দানে মুজাহিদের অন্তরে স্ত্রী পুত্রের ও সম্পদের আকর্ষণ বাড়াইতে থাকি। যাহাতে সে তাহাদের মহব্বতের কারণে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করে।
ব্যাখ্যাঃ দ্বীন শিক্ষার্থী এবং দ্বীনের প্রচারক যখন ঘর হইতে বাহির হয় এই সময় শয়তান এই ধরনের কুমন্ত্রণা তাহাদের অন্তরে ঢালিয়া তাহাদিগকে হতোদ্যম করিতে চেষ্টা করে। আর যথা সম্ভব এই কাজ থেকে ফিরাইয়া রাখার চেষ্টা করে। এমতাবস্থায় খুব মজবুত নিয়ত ও সাহস লইয়া শয়তানের মোকাবিলা করা উচিত। (গ্রন্থকার)
(৩) যখন কোন পুরুষ গায়রে মাহরম নারীর সাথে কোথাও নির্জনে অবস্থান করে। তখন আমি তাহাদের প্রত্যেকের পক্ষ হইতে ওকীল হইয়া একের অন্তর অপরের প্রতি ঝুকাইবার চেষ্টা চালাইয়া যাই। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা অসৎকার্যে জড়িত না হইয়া পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার এই প্রচেষ্টা চলিতে থাকে।

হযরত লোকমানের নসীহত

হযরত লোকমান স্বীয় পুত্রকে বলিলেন- বৎস! তিনজন মানুষকে তিন সময় চেনা যায়।
(১) ক্রোধের সময় বুঝা যায় কে ধৈর্যশীল আর কে ধৈর্যশীল নয়।
(২) লড়াইয়ের সময় বুঝা যায়- কে বাহাদুর আর কে বাহাদুর নয়।
(৩) অভাব অনটনের সময় বুঝা যায়- কে বন্ধু, আর কে বন্ধু নয়।

এক তাবেয়ীর ঘটনা

কোন এক ব্যক্তি এক তাবেয়ীর সামনেই তাহার প্রশংসা করিল। তাবেয়ী তাহাকে বলিলেন- তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করিয়াছ? ক্রোধ অবস্থায় ধৈর্য্যশীল, সফররত অবস্থায় সদাচরণকারী আর আমানতের ব্যাপারে আমানতদার হিসাবে পাইয়াছ? সে বলিল- না! পরীক্ষা করি নাই। তিনি বলিলেন- আমাকে পরীক্ষা করা ব্যতীত আমার প্রশংসা করিলে কেন? কোন ব্যক্তিকে যতক্ষণ পর্যন্ত উল্লিখিত তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুতেই তাহার প্রশংসা করিবে না। অতঃপর তিনি বলিলেন-জান্নাতিদের তিনটি গুণ রহিয়াছে যাহা শুধু দ্বীনদারদের মধ্যে পাওয়া যায়।

(১) অত্যাচারীকে মার্জনা করা।
(২) যে বঞ্চিত করে তাহাকেও প্রদান করা।
(৩)খারাপ আচরণকারীর সাথে সদাচরণ করা।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

অর্থঃ মার্জনা করার অভ্যাস কর সৎকার্যের আদেশ করিতে থাক; আর মুর্খদের থেকে ফিরিয়া থাক।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর কাছে এই আয়াতের ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলেন। তিনি আল্লাহ পাকের নিকট হইতে ব্যাখ্যা জানিয়া আসিয়া বলিলেন- হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহর নির্দেশ হইল- যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে তাহার সাথে সম্পর্ক জুড়। যে বঞ্চিত করে তাহাকে প্রদান কর। অত্যাচারীকে মার্জনা কর।

অত্যাচারিতের ধৈর্যধারণ করা আর ফিরিশতাদের সাহায্য

একদা একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনেই হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহুকে গালি গালাজ করিতেছিল। উভয়ই চুপচাপ শুনিতেছিলেন। যখন সে ব্যক্তি গালি গালাজ করিয়া চুপ হইল। তখন হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু তাহার জবাব দিতেছিলেন। হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু জবাব দেওয়া শুরু করার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উঠিয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উঠিয়া যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেনঃ যতক্ষণ তুমি চুপচাপ ছিলে ততক্ষণ ফিরিশতা তোমার পক্ষ থেকে জবাব দিতেছিল। আর তুমি জবাব দেওয়া শুরু করার সাথে সাথে ফিরিশতারা চলিয়া গেল। আর সেখানে শয়তান উপস্থিত হইয়াছে। এই জন্য আমি চলিয়া আসিয়াছি।

তারপর বলেন যে- তিনটি আমলের ফলাফল অবশ্যম্ভাবী-

(১) যদি অত্যাচারীত ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অত্যাচারীকে মার্জনা করিয়া দেয়, তাহা হইলে ইহার দ্বারা অত্যাচারীতের সম্মান বৃদ্ধি পায়।
(২) যে সম্পদের লোভে ভিক্ষা করিতে থাকে তাহাকে সর্বদার জন্য ভিক্ষুক বানাইয়া দেওয়া হয়।

(৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে দান খয়রাত করে আল্লাহ পাক তাহার সম্পদ বাড়াইয়া দেন।

সারগর্ভ বাণী

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন-

(১) প্রত্যেক জিনিষের একটি মর্যাদা থাকে- মজলিশের মর্যাদা হইল যে, উহার রূখ কেবলার দিকে হয়। আর ইহাতে যে সব কথাবার্তা আলোচিত হয়- তাহা যেন আমানত বলিয়া ধারণা করা হয়।

(২) শায়িত ব্যক্তিকে সামনে রাখিয়া এবং যাহারা কথাবার্তা বলে তাহাদেরকে সামনে রাখিয়া নামায পড়িবে না।

(৩) দেয়ালের উপর পর্দা লটকাইও না।

(৪) যে ব্যক্তি (অনুমতি ব্যতীত) অন্যের পত্র পাঠ করে সে দোজখের দিকে উঁকি দিতেছে।

(৫) যে ব্যক্তি সবচেয়ে অধিক শক্তিশালী ও বাহাদুর হইতে চায় আল্লাহর উপর তাহার তাওয়াক্কুল করা উচিত।

(৬) যে সর্বাপেক্ষা ভদ্র হইতে চায় সে যেন আল্লাহকে ভয় করে।

(৭) যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক মুখাপেক্ষীহীন হওয়ার আকাংক্ষা করে- তাহার উচিত সে যেন নিজের কাছে বিদ্যমান সম্পদ অপেক্ষা আল্লাহর কাছে যাহা আছে উহার উপর অধিক নির্ভরশীল হয়।

(৮) সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি হইল ঐ ব্যক্তি যে নিজে আহার করে অপরকে আহার করায় না আর চাকর-চাকরানিকে মারে।

(৯) আর তাহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইল ঐ ব্যক্তি যাহাকে মানুষে ঘৃণা করে আর সেও অন্যকে ঘৃণা করে।

(১০) আর তাহা অপেক্ষাও অধিক নিকৃষ্ট হইল ঐ ব্যক্তি- যে নীচে পতিত হওয়ার উপক্রম ব্যক্তিকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ধরে না। অন্যের ওযর আপত্তি কবুল করে না আর ভুল-ত্রুটি মার্জনা করে না।

(১১) আর তাহা অপেক্ষাও অধিক নিকৃষ্ট হইল ঐ ব্যক্তি যাহার থেকে কোন সদাচরণের আশা করা যায় না, আর অন্যান্যরা তাহার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয় না।

যুহদ চার প্রকার

কোন বুযুর্গ বলিয়াছেনঃ যুহদ বা সংসার বিরাগ চার প্রকার-

(১) ইহকালীন ও পরকালীন ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদার উপর পরিপূর্ণ ভরসাকারী।

(২) অন্যের প্রশংসা ও নিন্দা উভয় ক্ষেত্রে এক অবস্থায় থাকা। অর্থাৎ অন্যলোক তাহার প্রশংসা করিলে যে খুশী হয় না আবার নিন্দা করিলেও সংকীর্ণমনা হয় না। উভয় ব্যাপার তাহার উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

(৩) প্রত্যেক আমলের ক্ষেত্রেই পরিপূর্ণ এখলাস থাকা।

(৪) অত্যাচারির অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ হইতে ফিরিয়া থাকা। গোলাম বান্দীর প্রতি রাগ না করা ধৈর্যশীলতা ও সহিষ্ণুতার গুণে গুণান্বিত হওয়া।

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু-এর নসিহত

জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু-এর কাছে আবেদন করিল, "আমাকে এমন কিছু নসিহত করুণ যাহা আমার জন্য লাভজনক হয়" তিনি বলিলেন, এমন কিছু কথা বলিতে চাই -যে ব্যক্তি এইগুলি মোতাবেক আমল করিবে সে উচ্চ মর্যাদা পাইবে।

(১) সর্বদা হালাল ও পবিত্র রুজী খাও।

(২) আল্লাহর কাছে এক এক দিনের রিযিক প্রার্থনা কর।

(৩) নিজেকে সর্বদা মৃত মনে কর।

(৪) নিজের ইয্যত সম্মানের বিষয়টি আল্লাহর কছে সোপর্দ কর।

(৫) কোন গুনাহ হইয়া গেলে তৎক্ষনাৎ প্রার্থনা করিয়া তাওবা কর। যদিও গোনাহ ছোটই হউক না কেন?

শক্তি পরীক্ষা

হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোথাও যাইতেছিলেন। রাস্তার মধ্যে কয়েকজন লোক একটি ভারী পাথর উত্তোলন করিয়া নিজের শক্তির পরীক্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন)-এই পাথর অপেক্ষাও অধিক ভারী একটি জিনিস রহিয়াছে। যাহা দ্বারা প্রকৃত পক্ষে শক্তির পরীক্ষা হয়। লোকজন জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন- যেমন দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন কিছু লইয়া শক্রতা ও দুশমনী পয়দা হইল। আর শয়তান উভয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিল। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি (পার্থিব অপমান ও অপদস্থতার পরওয়া না করিয়া শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে) তাহার প্রতিদ্বন্দ্বির কাছে গিয়া সন্ধি করিয়া ঝগড়া মিটাইয়া লইল (যদি তাহার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় তাহাও করিয়া লইল)।

অথবা কোন ব্যক্তি, কোন কারণে খুব ক্রোধান্বিত হইল। ক্রোধ মোতাবেক তাঁহার কাজ করিবার শক্তি থাকা সত্বেও সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করিল (ইহাই শক্তি পরীক্ষার প্রকৃত স্থান)।

অত্যাচারীর জন্য বদদোয়া করিও না

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি অত্যাচারীর জন্য বদদোয়া করিল সে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বেজার করিল আর শয়তানকে খুশী করিল। আর যে অত্যাচারীকে মাফ করিয়া দিল- সে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে খুশী করিল আর অভিশপ্ত শয়তানকে বিষন্ন করিল।

মনুষত্বের সংজ্ঞা

কোন এক ব্যক্তি আহনাফ বিন কায়সকে জিজ্ঞাসা করিল, মনুষ্যত্ব কি? তিনি বলিলেন- ধন সম্পদ থাকা সত্বেও বিনয়ী ও নম্র হইয়া থাকা। প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্বেও মাফ করিয়া দেওয়া, খোটা দেওয়া, ব্যতীত মানুষকে সাহায্য করা। যে বিষয়ের উপর ক্রোধান্বিত হইয়াছে, তাহা তাড়াতাড়ি না করিয়া ধৈর্য্য ও সবরের সাথে সম্পাদন করা।

ধৈর্যের সহিত কাজ করার মধ্যে তিনটি ফায়দা আর তাড়াতাড়ি করার মধ্যে তিনটি ক্ষতি-

ধৈর্যের তিন ফায়দা

(১) ধৈর্য ধারণের ফলে খুশী ও আনন্দ অর্জিত হয়।
(২) সকলে তাহার প্রশংসা করে।
(৩) আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে উত্তম বিনিময় লাভ হয়।

তাড়াতাড়ি করার তিন ক্ষতি

(১) তাড়াতাড়ি করার ফলে লজ্জা পাইতে হয়।
(২) সকলে তাহাকে ভৎর্সনা ও তিরস্কার করিতে থাকে।
(৩) আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে সাংঘাতিক শাস্তি আসে।
কেহ বলেন- ধৈর্য ধারণ করার প্রথমাবস্থা খুব তিক্ত হয় কিন্তু শেষাবস্থা শুরু অপেক্ষা মিষ্টি হয়।

যবান (জিহ্বা)

হেশাম বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি গোলামকে থাপ্পর মারে তাহার এই কর্মের কাফফারা হইল গোলামটি মুক্ত করিয়া দেওয়া। যে (শরীয়ত পরিপন্থী কথাবার্তা হইতে) নিজের জিহ্বা হেফাজত করিবে তাহাকে আযাব হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে। যে আল্লাহর কাছে নিজের ওযর পেশ করিবে তাহা কবুল করা হইবে। মুমিনের উচিত হইল সে যেন প্রতিবেশী ও মেহমানকে সম্মান করে। কথা বলিলে ভাল কথা বলে অন্যথায় যেন চুপ থাকে।

মুমিনের চারগুণ

আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ চারটি গুণ শুধু মুমিনের মধ্যে পাওয়া যায়।
(১) চুপ থাকা, (২) বিনয়, (৩) আল্লাহর যিকির, (৪) অনিষ্টতার স্বল্পতা।

উচ্চ মর্যাদা

জনৈক ব্যক্তি হযরত লোকমান হাকীমকে জিজ্ঞাসা করিল- এত উচ্চ মর্যাদা আপনি কিভাবে লাভ করিয়াছেন? তিনি উত্তর দিলেন-

(১) সততার দ্বারা, (২) আমানতদারীর দ্বারা, (৩) অনর্থক কথাবার্তা বর্জন করার দ্বারা।

কয়েকজন সম্রাটের উক্তি

হযরত আবু বকর বিন আয়াশ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- চারজন সম্রাট নিজ নিজ যুগে অতুলনীয় উক্তি করিয়াছেন-

(১) পারস্য সম্রাট কেসরাঃ আমি কথা না বলার কারণে কখনও লজ্জিত হই নাই। কিন্তু অধিকাংশ সময় কথা বলার কারণে লজ্জিত হইয়াছি।

(২) চীন সম্রাটঃ যতক্ষণ আমি কথা বলি নাই ততক্ষণ ইহার মালিক আমি। আর যখন বলিয়া ফেলিয়াছি তখন ইহার মালিক তুমি।

(৩) রোম সম্রাট কায়সারঃ যে কথা আমি বলিয়াছি তাহা অপেক্ষা যে কথা বলি নাই তাহা পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে আমি অধিক সক্ষম।

(৪) ভারত সম্রাটঃ যে ব্যক্তি চিন্তা ভাবনা না করিয়া তাড়াতাড়ি কথা বলিয়া ফেলে তাহার সম্বন্ধে আশ্চর্য হইতে হয়। কেননা যদি সে কথা প্রচার হইয়া ছড়াইয়া পড়ে তাহা হইলে ক্ষতি হইবে। আর যদি ছড়াইয়া না পড়ে তাহা হইলে ইহাতে ফায়দা কি?

দুনিয়াতে থাকিয়া হিসাব লওয়াই সহজ

প্রত্যেক মুসলমানের উচিত যে, পরকালে তাহার আমলের হিসাব হওয়ার পূর্বে দুনিয়াতেই যেন নিজের হিসাব গ্রহণ করে। কেননা দুনিয়ার হিসাব পরকালের হিসাব অপেক্ষা অনেক সহজ। অধিকন্তু দুনিয়াতে স্বীয় জিহবার হেফাজত করা পরকালে লজ্জিত হওয়া অপেক্ষা সহজ।

এক বুযুর্গ বিশ বৎসর পর্যন্ত ভুল কথা বলেন নাই

এক ব্যক্তি বলিয়াছেন- আমি বিশ বৎসর পর্যন্ত রবী বিন খোদায়েমের খেদমতে ছিলাম। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কখনও তাহার মুখ থেকে আপত্তি মুলক কোন কথা বাহির করেন নাই।

হযরত হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহু শহীদ হওয়ার পর তিনি কিছু অতিরিক্ত কথা বলার ইচ্ছা করিয়া ছিলেন। তখন আমি তাহাকে তাহার অতীত সম্পর্কে স্মরণ করাইলাম। তখন তিনি আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠাইলেন। আর এই আয়াত পাঠ করিলেন-

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ط

অর্থঃ হে আল্লাহ! আসমান জমীনের সৃষ্টিকর্তা, অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছুর জ্ঞানী। আপনিই (ক্বিয়ামত দিবসে) আপন বান্দাদের মধ্যেকার সেই সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিবেন, যাহা সম্বন্ধে তাহারা পরস্পর বিবাদ করিতেছিল।

জাহেলের (মুর্খের) ছয়টি নিদর্শন

কোন এক বিজ্ঞ ব্যক্তির উক্তি- ছয়টি নিদর্শনের দ্বারা জাহেলের (মুর্খের) পরিচয় লাভ হয়।

(১) যাহার প্রতি রাগ করায় কোন ফায়দা নাই, তাহার প্রতি রাগ করা। যেমন- মুর্খ ব্যক্তি, মানুষের প্রতি, পশুর প্রতি, এমন কি জড় পদার্থের প্রতিও রাগ করিয়া বসে।

(২) যে কথায় কোন লাভ নাই- এমন ধরনের কথাবার্তা বলা। বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও অনর্থক কথাবার্তা বলেন না। ইহা শুধু মুর্খের কাজ।

(৩) যাহা দেওয়ার স্থান নয় সেখানেও দেওয়া। অর্থাৎ ইহকালীন ও পরকালীন কোন লাভ ব্যতীত কাহাকেও কোন কিছু প্রদান করা মুর্খতা।

(৪) গোপন কথা, যাহাকে মনে চায় তাহাকেই বলিয়া দেওয়া কেননা যাহাকে মনে চায় তাহাকেই গোপন কথা বলিয়া দেওয়া ক্ষতিকর।

(৫) যে কোন লোকের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া। কারণ এইরূপ মানুষ অতি তাড়াতাড়ি বিপদে পতিত হয়।

(৬) শত্রু ও বন্ধুর মধ্যে পার্থক্য না করা। কেননা খিজিরের পোশাক পরিধান করিয়া হাজারো ডাকাত ঘুরাফিরা করে। দুনিয়াতে বসবাস করিতে হইলে বিভিন্ন জিনিসের পরিচয় লাভ করা জরুরী। সবচেয়ে বড় শত্রুকে চিনিয়া তাহার থেকে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা না করিলে তো ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর বাণী

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন- আল্লাহর যিকির ব্যতীত অন্য সব অর্থহীন ও বেকার। চিন্তা-ফিকির ব্যতীত চুপ থাকাও গাফলতী। শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীত দৃষ্টি দেওয়া ক্রীড়া কৌতুক। ঐ বান্দা বড়ই সৌভাগ্যবান যাহার কথা হইল আল্লাহর যিকির। আর যাহার চুপ থাকা হইল আখেরাতের ফিকির। আর যাহার দেখা হইল শিক্ষার উদ্দেশ্যে দেখা। মুমিন ব্যক্তি কথা বলে কম। আর কাজ করে অনেক। মুনাফিক কাজ করে কম কিন্তু কথা বলে অধিক।

অধিক হাসার অপকারিতা

হযরত ঈসা (আঃ) স্বীয় অনুসারীদিগকে বলিলেন- হে আমার অনুসারীগণ!

(১) তোমরা পৃথিবীতে লবণের ন্যায়। তোমরা যেন কোন অবস্থায় পরিবর্তিত না হইয়া যাও। নষ্ট হইয়া যাওয়া বস্তু লবনের দ্বারা সংশোধন করা হয়। কিন্তু লবণ নষ্ট হইয়া গেলে উহার সংশোধন অসম্ভব।

(২) ইলম শিক্ষা দেওয়ার বিনিময় গ্রহণ করিবে না। কিন্তু ঐ পরিমাণ গ্রহণ করিবে যে পরিমাণ তোমরা আমাকে দিয়াছ।

(৩) স্মরণ রাখিও তোমাদের মধ্যে মুর্খদের দুইটি অভ্যাস রহিয়াছে।

(ক) অট্টহাসি (খ) রাত্র জাগরিত না থাকা সত্ত্বেও দিনের প্রথম ভাগে ঘুমান।

ব্যাখ্যাঃ "তোমরা পৃথিবীতে লবণের ন্যায়" এই উক্তিতে ওলামাদের কথা বলা হইয়াছে। যখন সাধারণ মানুষ পথভ্রষ্ট হইয়া যায়। আর তাহাদের ঈমান

আকীদায় পরিবর্তন আসে তখন ওলামাগণ তাহাদের সংশোধন করিবেন। কুফর শিরক ও গোনাহের কার্য হইতে বাহির করিয়া তাহাদিগকে ইসলামের সোজা সরল পথে আনয়ন করিবেন। যদি ওলামাগণ খারাপ হইয়া যায়, তাহারা কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হয়, পার্থিবতা ও ক্ষমতার লোভী হয়, হিংসা-দ্বেষ, লোভ-লালসা প্রভৃতি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহা হইলে তাহাদের সংশোধন কে করিবে। সাধারণ লোক কাহাদের অনুসরণ করিবে?

ইলম, শিক্ষাদান করিয়া বিনিময় গ্রহণ করিবে না। আম্বিয়া (আঃ) দ্বীনের প্রচার ও দ্বীনের শিক্ষাদান শুধু আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করিতেন। ইহার কোন বিনিময় গ্রহণ করিতেন না।

قُلْ لَاأَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ط

অর্থ ঃ আপনি বলিয়া দিন যে আমি তোমাদের কাছে এই কার্যের বিনিময় চাই না। আমার বিনিময় আল্লাহর দায়িত্বে রহিয়াছে।

ওলামায়ে কেরাম আম্বিয়াগণের উত্তরাধিকারী। তাহারাও দ্বীনের প্রচার ও দ্বীনি শিক্ষার কার্য দুনিয়া উপার্জনের উদ্দেশ্যে নয় বরং শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করিবে। দ্বীনি শিক্ষা দিয়া বিনিময় গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে জায়েয। কিন্তু এই বিষয়টি উত্তম হওয়া সম্পর্কে সে-ই অস্বীকার করিতে পারে, যে আলেম আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দ্বীনের খেদমত করিবে আর জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা পৃথক কোন কাজের দ্বারা করিবে।

প্রথম যুগের ওলামা ও বুযুর্গদের অনেকেই এই নীতির অনুসারী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী যুগের আলেমগণ অতি প্রয়োজনে দ্বীনি শিক্ষার বিনিময় গ্রহণের বৈধতার পক্ষে ফতোয়া দিয়াছেন।

অট্টহাসি দেওয়া মাকরূহ। মূর্খ এবং নির্বোধ ব্যক্তিদের অভ্যাস। যদি রাত্রে জাগরিত না থাকে তাহা হইলে দ্বীনের প্রথম ভাগে ঘুমানো নির্বুদ্ধিতা।

রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নসীহত

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ দিনের প্রথম ভাগে ঘুমানো নির্বুদ্ধিতা। দুপুরে ঘুমানো ভাল অভ্যাস। আর শেষ ভাগে ঘুমানো মুর্খতা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক মসজিদের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, দেখিলেন কতক লোক বসিয়া দুনিয়াবী কথাবার্তা বলিতেছে এবং জোরে জোরে হাসিতেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাম দিয়া বলিলেন- হে লোকজন! মৃত্যুকে স্মরণ কর। ইহা বলিয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় সেই রাস্তা দিয়াই আসিলেন। তাহাদিগকে আবার সেই অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন- আল্লাহর শপথ। আমি যাহা জানি, তোমরা যদি উহা সম্পর্কে অবগত হইতে তাহা হইলে তোমরা কম হাসিতে আর অধিক ক্রন্দন করিতে।

ঘটনাচক্রে তৃতীয়বার তিনি তাহাদিগকে সেই অবস্থায়ই পাইলেন, তখন বলিলেন- ইসলামের শুরু অপরিচিত অবস্থায় আসিয়াছিল, আর শেষ অবস্থায়ও অপরিচিত হইয়া যাইবে। কিন্তু গোরাবাদের জন্য সুসংবাদ। লোকজন জিজ্ঞাসা

করিল, গোরাবা কাহারা? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেনঃ ঐ সমস্ত ব্যক্তি, যাহারা "উম্মত" পথভ্রষ্ট হইয়া যাওয়ার সময়ও দ্বীনের উপর কায়েম থাকে।

খিজির (আঃ)-এর নসীহত

হযরত মুসা (আঃ) হযরত খিজির (আঃ)-এর নিকট হইতে বিদায় লওয়ার সময় বলিলেন- আমাকে কিছু নসীহত করুন। হযরত খিজির (আঃ) বলিলেন- হে মুসা! বিনা প্রয়োজনে কখনও কোথাও যাইবে না। কোন আজব ব্যাপার না হইলে কখনও হাসিবে না। অপরাধীকে তাহার অপরাধ সম্পর্কে লজ্জা দিবে না। তাহা হইলে সেও তোমার অপরাধের জন্য তোমাকে তিরস্কার করিবে না।

অট্টহাসি না দেওয়া চাই

আওফ বিন আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনও জোরে হাসিতেন না বরং শুধু মুচকি হাসিতেন। অধিকন্তু যেকোন দিকে দেখিতেন পূর্ণ চেহারা সেদিকে ঘুরাইয়া দেখিতেন।

হযরত হাসান বসরীর উক্তি

হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিতেন জোরে জোরে যে হাসে তাহার সম্বন্ধে আমার আশ্চর্য লাগে। যেহেতু তাহার পিছনে জাহান্নাম রহিয়াছে। ইহার পরও সে কিভাবে জোরে জোরে হাসে?

যে ব্যক্তি খুশী হয় তাহার সম্পর্কেও আমার আশ্চর্য লাগে। যেহেতু তাহার পিছনে মৃত্যু রহিয়াছে, তারপর কিভাবে সে খুশী হয়? একদা তিনি এক যুবককে হাসিতে দেখিয়া বলিলেন-বেটা! তুমি কি পুলসিরাত পার হইয়া গিয়াছ? তুমি কি জানিতে পারিয়াছ যে, তুমি জান্নাতে যাইবে না জাহান্নামে যাইবে? সে বলিল না। অতঃপর তিনি বলিলেন- তাহা হইলে এত হাসি কেন? ইহার পর সেই যুবককে কখনও হাসিতে দেখা যায় নাই।

চারটি বিষয় হাসিতে দেয় না

ইয়াহইয়া বিন মুয়ায রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- চারটি বিষয় মানুষকে হাসিতে ও খুশী হইতে দেয়না।

(১) আখেরাতের চিন্তা। (২) রুজী উপার্জনের ব্যস্ততা। (৩) গোনাহের চিন্তা। (৪) বিপদাপদে লিপ্ত থাকা।

তিনটি জিনিস অন্তর কঠিন করিয়া ফেলে

জনৈক ব্যক্তি বলিলেন- তিনটি আমল অন্তর শক্ত করিয়া ফেলে।

(১) আশ্চর্য জনক কোন কথা না হইলে হাসা।

(২) ক্ষিধা না থাকা অবস্থায় আহার করা।

(৩) প্রয়োজন ব্যতীত কথা বলা।

হাসা এবং হাসানো উভয় বরবাদ হওয়ার কারণ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা

বলিয়া বলিয়া অন্যকে হাসায় তাহার জন্য রহিয়াছে ধ্বংস। ইবরাহীম নখয়ী বলেন- যখন কোন ব্যক্তি মানুষকে হাসানোর জন্য কোন কথা বলে তখন ইহার দ্বারা ঐ ব্যক্তি এবং শ্রবণকারী উভয়ের অন্তর শক্ত হইয়া যায়। যখন কেহ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে কোন কথা বলে তখন আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। যাহা দ্বারা মজলিশে উপস্থিত সকলেই উপকৃত হয়।

সারগর্ভ উপদেশসমূহ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহুকে বলিলেনঃ হে আবু হুরায়রা! মুত্তাকী হইয়া যাও। তাহা হইলে তুমি সবচেয়ে অধিক ইবাদতকারীদের মধ্যে গণ্য হইবে। অল্পে তুষ্ট থাকার অভ্যাস কর। তাহা হইলে তুমি সর্বাধিক কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। যাহা নিজের জন্য পছন্দ কর অন্যের জন্যেও তাহা পছন্দ কর, তাহা হইলে মুমিন হইয়া যাইবে। প্রতিবেশীর সাথে সদাচরন কর;তাহা হইলে মুসলমান হইয়া যাইবে। কম হাসিও। অতিরিক্ত হাসা অন্তরকে মৃত করিয়া ফেলে।

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু আহনাফ বিন কায়সকে বলিলেনঃ
(১) যে অধিক হাসে তাহার আল্লাহর ভয় কমিয়া যায়।
(২) যে হাসি তামাসা কৌতুক করে সে অপমানিত হয়।
(৩) যে ব্যক্তি যে কাজ অধিক করে সে ঐ কার্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করে।
(৪) যে অধিক কথা বলে- সে লাঞ্ছিত হয় ও বদনামী হয়।
(৫) যাহার বদনাম হয় সে লজ্জাহীন হইয়া পড়ে।
(৬) যে বেহায়া হইয়া যায়- তাহার তাকওয়া কমিয়া যায়।
(৭) যাহার তাকওয়া কমিয়া যায়- তাহার অন্তর মরিয়া যায়।
(৮) যাহার অন্তর মরিয়া যায়- তাহার জন্য জাহান্নামের অগ্নিই উপযোগী।

ইমাম আবুল লায়ছ (রহঃ) বলেন

অতিরিক্ত ও জোরে হাসা থেকে বিরত থাকা। অতিরিক্ত হাসার আটটি দোষ।
(১) ওলামাগণ ও বুদ্ধিমানগণ ইহা ঘৃণা করেন।
(২) মূর্খ নির্বোধ ইহা করিবার সাহস পায়।
(৩) হাসার দ্বারা মূর্খতা বৃদ্ধি পায় (যদি সে মুর্খ হয়) আর ইলম কমিয়া যায়, (যদি সে আলেম হয়।) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ আলেম যখন হাসে তখন তাহার ইলমের একাংশ কমিয়া যায়।
(৪) হাসি অতীতের কৃত পাপসমূহ স্মরণ করিতে দেয় না।
(৫) হাসি ভবিষ্যতকালে গোনাহ করিবার সাহস বাড়ায়।
(৬) অধিক হাসার ফলে মানুষ মৃত্যুর কথা ভুলিয়া যায়।
(৭) তাহার হাসি দেখিয়া অন্যান্য মানুষও হাসে। তাহাদের সকলের গোনাহ তাহার ঘাড়ে আসে।
(৮) দুনিয়াতে হাসিলে আখেরাতে অধিক কাঁদিতে হইবে।

দ্বিতীয় খন্ড

লোভ লালসা

জ্ঞানের গুরুত্ব আর লোভ লালসার নিন্দা

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু একদা আফসোস করিয়া বলেন যে, অতি তাড়াতাড়ি জ্ঞান খতম হইয়া যাইবে বলিয়া আমার মনে হইতেছে। কেননা ওলামাগণ দুনিয়া থেকে বিদায় হইয়া যাইতেছেন আবার মানুষের মধ্যেও জ্ঞানার্জনের আগ্রহ হ্রাস পাইতেছে। আলেমদের ইনতিকালের সাথে ইলম উঠাইয়া নেওয়ার পূর্বেই ইলম অর্জনে আত্মনিয়োগ কর। আর আমি দেখিতেছি যে, তোমাদের মধ্যে ঐ বিষয়ের লোভ এবং চিন্তা অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে যাহার দায়িত্ব আল্লাহ পাক নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ রিজিকের দায়িত্ব। আর যে বিষয়ের দায়িত্ব তোমাদের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ অসতর্ক রহিয়াছে। অর্থাৎ ইলম ও আমল হইতে।

লোভের প্রকারভেদ

লোভ লালসা দুই প্রকার- (১) নিন্দিত। (২) অনিন্দিত।

নিন্দিত লোভঃ নিন্দিত লোভ হইল মানুষ অহংকার ও নাম ধাম অর্জনার্থে এবং সম্পদশালী হওয়ার খাহেশে সদা-সর্বদা টাকা পয়সা ও মালদৌলত জমা করিবার দিকে এইভাবে ঝুকিয়া পড়ে যে, সে আল্লাহ পাকের আহকামও ভুলিয়া যায়। হালাল হারামের মধ্যে পার্থক্য পর্যন্ত করেনা।

অনিন্দিত লোভঃ অনিন্দিত লোভ হইল- বান্দা নিজের ও তাহার স্ত্রী পুত্রের জীবন যাপনের জন্য উপকরণ উপার্জনের নিয়তে হালাল রুজী অনুসন্ধান করে। তাহার এই চেষ্টার ফলে আল্লাহর আদেশ পালন করাতে কোন দুর্বলতা আসে না।

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু- এর জীবনের এক নমুনা

হযরত হাফছা রাদিআল্লাহু আনহা হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু- এর কন্যা। তিনি একদিন পিতার কাছে আরয করিলেন- আব্বাজান! এখন তো অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়াছে। পূর্বের ন্যায় অভাব অনটনে জর্জরিত নহি। এখন খানা-পিনার মান একটু উন্নত করিয়া লইলে কত ভাল হইত। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন- ঠিক আছে। এই ব্যাপারে তোমার দ্বারাই ফয়সালা করাইয়া লই। অতঃপর হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু ধারাবাহিকভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবন যাপনের দিকগুলি আলোচনা করিতে লাগিলেন। আর বার বার হযরত হাফছাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তুমিই বল যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে

কেমন জীবন যাপন করিয়াছ? এই কথাটি এত বেশী বলিতে লাগিলেন যে, হযরত হাফছা অবশেষে কাঁদিয়া ফেলিলেন। অতঃপর হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু আবার বলিলেন যে, আমার দুই সাথী আমার পূর্বে এক বিশেষ পদ্ধতিতে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। আল্লাহর কসম। আমি তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিব। তাহাদের ন্যায় সবর করিয়া জীবন যাপন করিব। যাহাতে পরকালে তাহাদের ন্যায় সুন্দর ও সুখী জীবন লাভ করিতে পারি।

সম্পদের উদ্দেশ্য

হযরত মাসরূক রাদিআল্লাহু আনহু হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘরের মধ্যে অধিকাংশ সময় কোন্ বিষয়ে আলোচনা করিতেন। হযরত আয়েশা (রাদিঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকাংশ সময় এই কথা বলিতেন যে, মানুষের কাছে যদি দুই মাঠ ভরা স্বর্ণ থাকে তবু তাহার মন তুষ্ট হয়না বরং তৃতীয় আরেকটি মাঠের আকাংক্ষা করে। মাটি ব্যতীত অন্য কোন বস্তু দ্বারা মানুষের পেট ভরে না (অর্থাৎ মৃত্যুর পরই তাহার আকাংক্ষা শেষ হয়)। তিনি আরও বলিতেন, যে তাওবা করে আল্লাহ পাক তাহার তাওবা কবুল করেন। আল্লাহ পাক তাহাকে সম্পদ দিয়াছেন যাহাতে এই সম্পদের মাধ্যমে সে আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য শক্তি অর্জন করিতে পারে। এই সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করিতে পারে।

আমৃত্যু লোভ অবশিষ্ট থাকে

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন যে, মানুষের দুইটি বিষয় ব্যতীত অবশিষ্ট বিষয়গুলি (তাহার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে) দুর্বল হইতে থাকে। বিষয় দুইটি হইল- লোভ আর আকাংক্ষা। (বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এই দুইটি বৃদ্ধি পাইতে থাকে।)

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু-এর হক ঘোষণা

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- হে মানুষ! দুইটি বিষয়ে তোমাদের সম্পর্কে আমি অধিক ভয় করি। বিষয় দুইটি হইল- সুদীর্ঘ আকাংক্ষা আর কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ। জানিয়া রাখ যে, দীর্ঘ আশা আকাংক্ষা মানুষকে পরকাল ভুলাইয়া দেয়। আর কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করিয়া দেয়।

তিন ব্যক্তি, তিন কথা, তিন অবস্থা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন- আমি গ্যারান্টি দিয়া বলিতেছি যে, তিন ব্যক্তির মধ্যে তিনটি কারণে তিনটি অবস্থা অবশ্যই সৃষ্টি হইয়া থাকে।

(১) এমন ব্যক্তি যে শুধু পার্থিবতার দিকে মুখ করিয়া থাকে।

(২) দুনিয়ার লোভী।

(৩) সম্পদের ব্যাপারে কৃপণ।

উল্লেখিত তিন বিশেষণে বিশেষিত ব্যক্তিদের মধ্যে অবশ্যই তিনটি অবস্থা প্রকাশ পাইবে। সেগুলি হইল-

(১) এমন অভাব অনটন দেখা দিবে যে, আর কখনও সম্পদশালী হওয়া তাহার ভাগ্যে জুটিবে না।

(২) তাহার মধ্যে এমন ব্যস্ততা দেখা দিবে যে- কখনও সামান্য সময়ও অবসর পাইবে না।

(৩) এমন চিন্তা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিবে যে, সে কখনও খুশীর ঝলকও দেখিবেনা।

প্রয়োজন ব্যতীত ঘর বানানো

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু একদা হেমস শহরের অধিবাসীদিগকে বলেন- তোমাদের কি লজ্জা করে না যে, এমন ঘর বানাও যাহাতে বসবাস কর না (অর্থাৎ প্রয়োজন ব্যতীত ঘর প্রস্তুত করা উদ্দেশ্য হইতে পারে অথবা তাহার কথার অর্থ ইহাও হইতে পারে মৃত্যুর পর তো এই ঘর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও)।

এমন বস্তুর আকাংক্ষা করিতে থাক যাহা অর্জন করিতে পারিবে না। আর এমন সম্পদ সঞ্চয় করিতে থাক যাহা তোমরা আহার কর না (বরং মৃত্যু তোমাদের আকাংক্ষার মুখে ছাই দেয় আর তোমাদের সম্পদ বিভক্ত করিয়া দেয়)।

তোমাদের পূর্ববর্তী মানুষেরা বড় বড় মজবুত অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছিল। অনেক সম্পদ সঞ্চয় করিয়াছিল এবং লম্বা লম্বা অনেক আকাংক্ষা পোষণ করিয়াছিল কিন্তু তাহাদের জায়গাসমূহ কবরস্থানে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের আশা আকাংক্ষা প্রতারণা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তাহাদের সম্পদ ধ্বংস হইয়াছে।

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু-এর প্রতি হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু-এর উপদেশ

একদা হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুকে বলিলেন- যদি আপনি স্বীয় দুই সাথীর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু-এর) সাথে মিলিত হইতে ইচ্ছা করেন- তাহা হইলে পরিধেয় জামা আর জুতাতে তালি লাগান, আশা আকাংক্ষা খাট করুন, পেট ভরিয়া আহার না করুন।

আবু উসমান মাহদী বলেন যে, আমি হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুকে খোতবা দেওয়ার সময় দেখিয়াছি যে, তাহার গায়ের জামায় বারটি তালি ছিল।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু-এর পোষাক

একদা হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু ময়লাযুক্ত মোটা কাপড়ের একটি কাপড় পরিধান করিয়া বাজারে গিয়াছিলেন। কোন এক ব্যক্তি বলিলেন -হে আমীরুল মুমেনীন! আপনার গায়ে এমন কাপড়? আপনার তো স্বীয় পদমর্যাদা মোতাবেক দামী-উত্তম পোষাক পরিধান করা উচিত। হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন- এই পোষাক বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি করে। আর ইহা নেককারদের পোষাক সদৃশ্য। নেককারদের অনুসরণ করার মধ্যেই রহিয়াছে কল্যাণ।

তিনটি বিষয় মন্দের মূল

কোন এক বুযুর্গ বলিয়াছেন- তিনটি বিষয় সর্বপ্রকার মন্দের ভিত্তি ও মূল-
(১) হিংসা (২) লোভ (৩) অহংকার।
অহংকারের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল শয়তান। অহংকারের বশবর্তী হইয়া সে আদম (আঃ)-কে সিজদা করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। ফলে সে চির অভিশপ্ত হইয়া গেল। লোভ হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু হইয়াছে। লোভই জান্নাতের নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইতে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। ফলে তিনি জান্নাত থেকে বাহির হইতে বাধ্য হইয়াছেন। হিংসা মূলতঃ কাবিল থেকে শুরু হইয়াছে। সে হিংসার বেড়াজালে আটকা পড়িয়াই স্বীয় ভ্রাতা হাবিলকে হত্যা করিয়াছিল। অবশেষে কাফের হইয়া চিরদিনের জন্য জাহান্নামী হইয়া গেল।

হযরত আদম (আঃ)-এর অসিয়ত

হযরত আদম (আঃ) স্বীয় পুত্র হযরত শীশ (আঃ)-কে পাঁচটি অসিয়ত করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে, তুমিও স্বীয় সন্তানদের প্রতি এই বিষয়গুলি সম্পর্কে অসিয়ত করিও।

(১) দুনিয়া এবং পার্থিব জীবনের প্রতি কখনও নিশ্চিন্ত হইও না। জান্নাতের জীবনের প্রতি আমার (শয়তানের ধোকায় পড়িয়া চিরস্থায়ী বসবাসের) আস্থা স্থাপন করা আল্লাহ পাক পছন্দ করেন নাই। অবশেষে আমাকে জান্নাত থেকে বাহির হইতে হইয়াছে।

(২) নারীদের চাহিদানুযায়ী কখনও কাজ করিবে না। আমি স্বীয় স্ত্রীর চাহিদা অনুযায়ী জান্নাতের নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়াছিলাম। ফলে আমাকে লজ্জিত হইতে হইয়াছে।

(৩) কোন কাজ করিবার পূর্বে কজের ফলাফল কি হইবে- তাহা ভালভাবে চিন্তা করিয়া কাজ করিবে। যদি আমি এইরূপ করিতাম, তাহা হইলে জান্নাতে আমাকে লজ্জিত হইতে হইত না।

(৪) যে কার্য করিতে গিয়া মনের মধ্যে বাধার সৃষ্টি হয়,তাহা করিবে না। জান্নাতে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার সময় আমার অন্তরে বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু আমি সে বাধা উপেক্ষা করিয়াছিলাম।

(৫) যে কোন কার্য করিবার পূর্বে বিবেকবান অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে অবশ্যই পরামর্শ নিয়া করিবে। যদি আমি ফিরিশতাদের কাছে পরামর্শ করিয়া লইতাম। তাহা হইলে আমাকে লজ্জিত হইতে হইত না।

চার হাজার থেকে মাত্র চারটি

শকীক বলখী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, আমি চার হাজার হাদীছ থেকে চারশত হাদীছ বাছিয়া লইয়াছি। আবার চারশত থেকে মাত্র চারটি হাদীছ বাছিয়া লইয়াছি। তাহা হইলঃ

(১) নারীর সাথে মন লাগাইও না। সে আজ তোমার, আগামীকল্য অন্যেরও হইতে পারে। যদি তাহার অনুগত থাক তাহা হইলে সে তোমাকে জাহান্নামে লইয়া যাইবে।

(২) ধন সম্পদের প্রতি আসক্ত হইও না, কারণ এই সম্পদ হয়ত আজ তোমাকে ধার দেওয়া হইয়াছে। কাল হয়ত অন্য একজনকে দেওয়া হইবে। সুতরাং অন্যের সম্পদ লইয়া শুধু পেরেশান হইওনা। এই সম্পদগুলোই অন্যের জন্য সৌভাগ্যের কারণ আর তোমার জন্য বোঝা স্বরূপ। যদি তুমি ইহাতে মন লাগাও তাহা হইলে ইহা তোমাকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরাইয়া ফেলিবে। তোমার মধ্যে অভাবের ভয়ভীতি সৃষ্টি হইবে। তুমি শয়তানের আনুগত্য করিতে থাকিবে।

(৩) যে কাজ করিতে গিয়া মনের মধ্যে বাধা আসে, ঐ কাজ করিও না। মুমিনের অন্তর সাক্ষী এবং মুফতির স্থলাভিষিক্ত হয়। সন্দেহজনক কার্যে ভীত হইয়া পড়ে। হারাম কার্যের ক্ষেত্রে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে আর হালাল কার্যের ক্ষেত্রে শান্তি পায়।

(৪) যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কার্য দুরস্ত হওয়ার ও বিবেক সম্মত হওয়ার কথা বিশ্বাস না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত কার্য করিবে না।

মুসাফিরের ন্যায় জীবন যাপন

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপদেশ বাণী শুনাইতেছেন-দুনিয়াতে দরিদ্র এবং মুসাফিরের ন্যায় জীবন যাপন কর। নিজকে মৃত বলিয়া ধারণা কর। এই কথা বলিয়া হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু স্বীয় শিষ্য মুজাহিদকে আবার বলিলেন- সকালে সন্ধ্যার চিন্তা আর সন্ধ্যায় সকালের চিন্তা করিও না। মৃত্যুর পূর্বে জীবিত অবস্থায় এবং অসুস্থ হওয়ার পূর্বে সুস্থাবস্থায় কিছু করিয়া লও।

আগামীকল্য কি হইবে তোমার তো জানা নাই। যে আজকের কাজ আগামীকালের জন্য রাখিয়া দেয় সে সর্বদা চিন্তিত ও পেরেশান থাকে।

আকাংক্ষা হ্রাস করার বিনিময়ে সম্মান

ফকীহ আবুল লায়ছ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে- কোন ব্যক্তি পার্থিবতা সম্পর্কে আকাংক্ষা হ্রাস করিলে আল্লাহ পাক তাহাকে চারভাবে সম্মানিত করেন।

(১) আল্লাহর আনুগত্যে এবং ইবাদতের স্থায়ীত্বতা ও অটলতা প্রদান করেন। মৃত্যুর বিশ্বাস ও কল্পনার দ্বারা তাহার অন্তরে পার্থিবতার প্রতি অনাসক্তি এবং পরকালের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি হয়, ফলে সে ইবাদতে অধিক আত্মনিয়োগ করিতে পারে।

(২) তাহার (পার্থিব) চিন্তা ভাবনা কমিয়া যায় (এই কথা সত্য যে, দুনিয়ার প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়ার দ্বারা চিন্তা ভাবনা বৃদ্ধি পায় আর ইহার প্রতি অনাসক্তি হওয়ার দ্বারা চিত্তের তুষ্টি ও প্রশান্তি বৃদ্ধি পায়।)

(৩) যৎসামান্য রোজগারের উপর ধৈর্য্য ধারণ করা নসীব হয়। (যেহেতু চোখের সামনে মৃত্যু উপস্থিত, তাই কিভাবে সে সম্পদের জালে আটকা পড়িবে?)

(৪) তাহার অন্তর আলোকিত করিয়া দেওয়া হয় (দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, আল্লাহর যিকিরের আধিক্য এবং হালাল-হারামের চিন্তা এইসব কিছুর দ্বারা তো অন্তর আলোকিত হওয়াই চাই।)

অন্তর আলোকিত কারক চারটি কার্য

চারটি কার্যের দ্বারা অন্তর আলোকিত হয় যেমন-

(১) আহার করার সময় পেটের কিছু অংশ খালি রাখা (অর্থাৎ খাদ্য হালাল হলেই পেট ভরিয়া না খাওয়া, হারাম হইলে তো কথাই নাই।)

(২) নেককার ব্যক্তির সাহচার্যে থাকা।

(৩) কৃত পাপ সমূহ বার বার স্মরণ করা।

(৪) পার্থিব আশা আকাংক্ষা হ্রাস করা অথবা একবারে মিটাইয়া দেওয়া।

পার্থিব আশা আকাংক্ষা বৃদ্ধি এবং ইহার পরিণতি

পার্থিব আশা আকাংক্ষা বৃদ্ধি পাইলে মানুষ চারটি অসুবিধায় পতিত হয়।

(১) নেক কার্য করিতে অলসতা দেখা দেয়।

(২) দুনিয়ার চিন্তা ভাবনা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

(৩) পার্থিব সম্পদের প্রতি লোভ লালসা সৃষ্টি হয়।

(৪) অন্তর শক্ত হইয়া যায়।

চারটি কাজে অন্তর শক্ত হইয়া যায়

চারটি কাজ অন্তর শক্ত করিয়া ফেলে। যথা-

(১) পেট ভরিয়া আহার করা। হালাল খাদ্য পেট ভরিয়া আহার করিলেও অন্তর শক্ত হইয়া যায়। আর হারাম খাদ্যের বেলায় তো কথাই নাই।

(২) মন্দ লোকের সাহচর্য।

(৩) কৃত গোনাহ সমূহ ভূলিয়া যাওয়া।

(৪) পার্থিব আশা আকাংক্ষা বৃদ্ধি পাওয়া।

উপদেশঃ প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির উচিত পার্থিব আশা আকাংক্ষা হ্রাস করিয়া পরকালের চিন্তায় লাগিয়া যাওয়া। কেননা কেউ তো জানেনা যে, কোন্ সময় পরপারের ডাক আসিয়া পড়িবে, আর সে খালি হাতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। যে শ্বাসটি এখন গ্রহণ করিয়াছে- ইহার পরবর্তী শ্বাস গ্রহণ করিতে পারিবে কিনা বা এখন যে কদম উঠাইয়াছে উহার পরবর্তী কদম উঠাইতে পারিবে কিনা তাহা তো কেহই জানে না।

মুমিনের ছয়টি পবিত্র গুণ

প্রত্যেক মুমিনের উচিত সে যেন নিজের মধ্যে ছয়টি গুণ সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করে। ফলে সে ইহকাল ও পরকালে সফলতা লাভ করিতে পারিব।

(১) ইলমে দ্বীন হাসিল করা। ইহার দ্বারা ভাল মন্দের মধ্যে পার্থক্য করিবার যোগ্যতা অর্জিত হয়।

(২) এমন ব্যক্তিকে বন্ধু ও সাথী হিসাবে গ্রহণ করা। যে সৎ কাজের আদেশ করে আর মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে।

(৩) শত্রুকে চেনা যাহাতে তাহার ক্ষতি থেকে বাঁচিয়া থাকা যায়। সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু হইল শয়তান।

(৪) চিন্তা-ফিকির করার যোগ্যতা অর্জন করা। যাহাতে আল্লাহর নিদর্শন দেখিয়া দেখিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

(৫) সৃষ্টির সাথে ইনসাফ করা। যাহাতে কিয়ামতের দিন কেহ অধিকার দাবী করিয়া শত্রু না হইয়া দাঁড়ায়।

(৬) মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া। যাহাতে এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাওয়ার সময় খালি হাতে এবং আফসোসের হাত ঘসিয়া ঘসিয়া না যাইতে হয়। আল্লাহ পাক বলেন-

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

অর্থ ঃ পাথেয় গ্রহণ কর। আর উত্তম পাথেয় হইতেছে (তাকওয়া)।

বান্দার নিজস্ব সম্পদ

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরায়ে তাকাছুরের

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

অর্থ ঃ আধিক্যের লোভ তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে, এমনকি তোমরা কবর পর্যন্ত উপনীত হও।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন- মানুষ বলে, আমার সম্পদ আমার সম্পদ। অথচ সে যাহা আহার করিয়াছে, পরিধান করিয়া পুরানো করিয়াছে আর দান করিয়া আল্লাহর কাছে জমা করিয়াছে, এই তিন প্রকার সম্পদ ব্যতীত তাহার সম্পদ আর কোথায়?

পাঁচটি হেকমতপূর্ণ কথা

হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছেন যে- তিনি তৌরাত গ্রন্থে পাঁচটি কথা লিখিত দেখিয়াছেন।

(১) অল্পে তুষ্টির মধ্যে ধনশীলতা রহিয়াছে।

(২) নির্জনবাসের মধ্যে শান্তি রহিয়াছে।

(৩) প্রবৃত্তির চাহিদা বর্জনের মধ্যে রহিয়াছে প্রকৃত মুক্তি।

(৪) আল্লাহ প্রেম, আকর্ষণীয় সকল কিছু পরিহারের মধ্যে।

(৫) দীর্ঘ জীবনের সুখ শান্তি নিহিত রহিয়াছে ক্ষণস্থায়ী জীবনে ধৈর্য ধারণের মধ্যে।

আখেরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা বলিলেনঃ হে আয়েশা! যদি আখেরাতে আমার কাছে পৌছিতে এবং আমার কাছে থাকিতে চাও, তাহা হইলে পার্থিব জীবনে মুসাফিরের পাথেয় পরিমাণ সম্পদ তোমার জন্য যথেষ্ট হওয়া চাই। সম্পদশালীর সাহচর্য হইতে দূরে থাকিও। কোন কাপড়ে তালি লাগানোর পূর্বে পরিধান বর্জন করিও না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার দোয়া করিলেনঃ হে আল্লাহ!

আমাকে যে ভালবাসে তাহাকে এফাফ ও কাফাফ দান কর? এফাফ অর্থ পবিত্রতা। কাফাফ অর্থ প্রয়োজন মত রুজি।

দুনিয়ার প্রতি মহব্বত দুঃশ্চিন্তার কারণ

হযরত হাসান বিন আলী রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপদেশ বাণীর উদ্ধৃতি পেশ করিয়াছেন- দুনিয়ার প্রতি আসক্তি চিন্তা ভাবনা বৃদ্ধি করে, আর অনাসক্তি দেহ মনের প্রশান্তির কারণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেন যে, আমি তোমাদের দারিদ্রতা সম্বন্ধে এত বেশী ভয় পাই, না যত ভয় তোমাদের বিত্তশালীতা সম্পর্কে পাই, যাহাতে তোমাদের পার্থিব সম্পদ অর্জিত হইতে থাকে আর তোমরা পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় অহংকারে লিপ্ত হইয়া ধ্বংস হইয়া যাও। অতঃপর তিনি বলেনঃ এই উম্মতের পুর্ববর্তী লোকেরা পার্থিব বর্জন এবং বিশ্বাসের দ্বারা সংশোধন হইত। আর পরবর্তী লোকেরা কৃপণতা ও পার্থিব আশা-আকাংক্ষার দ্বারা ধ্বংস হইবে।

ধৈর্য ধারণের তিনটি বিশেষ পুরস্কার

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এক মজলিসে দরিদ্রের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি আগমন করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে, সাবাস! তোমাকে ধন্যবাদ আর যাহাদের পক্ষ থেকে আগমন করিয়াছ তাহাদিগকেও ধন্যবাদ। আল্লাহ পাক তোমাকে এবং তাহাদিগকে ভালবাসেন। আগত দরিদ্র ব্যক্তিটি বলিল- আমি দরিদ্রদের পক্ষ থেকে আপনার কাছে একটি কথা পৌছাইয়া দিবার জন্য আগমন করিয়াছি। দরিদ্ররা বলে যে, সম্পদশালী ব্যক্তিরা তাহাদের ধন দৌলতের দ্বারা আমাদের থেকে অনেক আগে চলিয়া গিয়াছে। কারণ তাহারা ধন দৌলত থাকার কারণে হজ্জ, দান প্রভৃতি করিয়া উচ্চ মর্যাদা অর্জন করিয়াছে। আর আমরা তো এই সব কিছু হইতে বঞ্চিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন- তুমি দরিদ্রদের কাছে আমার এই উপদেশ বাণীটি পৌছাইয়া দিও। "যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং আল্লাহ পাকের কছে এই অবস্থার বিনিময়ে সওয়াবের আশা রাখ তাহা হইলে তোমাদের জন্য তিনটি বিশেষ পুরস্কার রহিয়াছে, যাহাতে সম্পদশালীদের কোন অংশ নাই।"

(১)জান্নাতে লাল ইয়াকুত পাথরের প্রস্তুত অট্টালিকা, অন্যান্য জান্নাতীরা ইহার দিকে এমনভাবে দেখিতে থাকিবে যেমন ভাবে মানুষ আকাশের নক্ষত্ররাজির দিকে দেখিতে থাকে। অর্থাৎ খুব উচ্চ অট্টালিকা। দরিদ্র নবী, দরিদ্র শহীদ এবং দরিদ্র মুমিন ব্যতীত অন্য কেহ ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

(২) দরিদ্র, সম্পদশালীর পাঁচ শত বৎসর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। হযরত সুলায়মান (আঃ) অন্যান্য নবীগণের চল্লিশ বৎসর পর জান্নাতে প্রবেশ করিবেন। তাঁহার জান্নাতে প্রবেশের বিলম্বের কারণ হইল বাদশাহী।

(৩) দরিদ্র এবং সম্পদশালী উভয় যদি এখলাসের কলেমায়ে সুয়াম পাঠ করে, তাহা হইলে সওয়াব লাভের দিক দিয়া সম্পদশালী দরিদ্রের সমকক্ষ হইবে না। যদি সম্পদশালী ব্যক্তি ইহার সাথে দশ হাজার দেরহাম দানও করে। সর্ব প্রকার নেক কাজেই এই তারতম্য থাকিবে। আগত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপদেশ বাণী দরিদ্রদের কাছে পৌছাইয়া দেওয়ার পর তাহারা আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিল, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

কলেমায়ে সুয়াম

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অসিয়ত

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাতটি বিষয়ে অসিয়ত করিয়াছেন। আর বলিয়াছেন যে, এইগুলি কখনও পরিত্যাগ করিবে না-

(১) দরিদ্র মিসকীনদের ভালবাসা এবং তাহাদের নৈকট্য লাভ কর।

(২) নিজ অপেক্ষা ছোট এবং কম মর্যাদা সম্পন্নের দিকে দেখা, ইহা দ্বারা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তৌফিক হয়।

ফায়দাঃ অবশ্য পার্থিবতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দ্বীনের ক্ষেত্রে সর্বদা নিজ অপেক্ষা উত্তম ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্নের দিকে দেখিতে হইবে, যাহাতে অধিক নেক কাজ করিবার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

(৩) সর্বাবস্থায় আত্মীয়দের সাথে আত্মীয় সুলভ ব্যবহার করিবে। যদিও কোন আত্মীয় তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিতে চায় তবুও।

ফায়দাঃ যাহারা সম্পর্ক ছিন্ন করিতে চায় তাহাদের সাথে আত্মীয় সুলভ ব্যবহার করাই তো প্রকৃত পক্ষে সৎব্যবহার। لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ অধিক সংখ্যায় পাঠ করিতে থাক। (এই দোয়াটি নেক কাজের খাজানা)।

(৫) কখনও কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা না চাওয়া (দেখুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতের মান সম্মানের প্রতি কতটুকু চিন্তা করিয়াছেন)।

(৬) আল্লাহর কোন আদেশ পালন করিতে গিয়া কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার ভয় না করা (আল্লাহ ওয়ালাদের এইটাই বৈশিষ্ট্য।)

(৭) সর্বদা এবং সর্বাবস্থায় হক কথা বলা, যদিও তাহা যত তিক্ত হউক না কেন? (এইটাই উত্তম জিহাদ)।

সাহাবা রাদিআল্লাহু আনহুম বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই উপদেশ প্রাপ্তির পর হযরত আবু যর রাদিআল্লাহু আনহু-এর অবস্থা এমন হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি হয়ত সওয়ার হইয়া চলিতেছেন আর হাত হইতে কোন কারণে বেত্র পতিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কাহাকেও বেত্রটি উঠাইয়া দিতে বলিতেন না। বরং তিনি সওয়ারী হইতে নীচে নামিয়া আসিতেন এবং নিজেই বেত্র উঠাইয়া লইতেন।

ফিরিশতাদের সন্দেহ এবং ইহার উত্তর

একদা ফিরিশতাগণ আল্লাহ পাককে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ হে আল্লাহ! আপনি কাফেরদের জন্য পার্থিব নেয়ামতের দরজা খুলিয়া দিয়াছেন আর বিপদাপদের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। (অথচ তাহারা আপনার শত্রু) আর মুসলমানদের জন্য পার্থিব নেয়ামত সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন ও একের পর এক তাহাদের প্রতি বিপদাপদ অবতীর্ণ হইতে থাকে (অথচ তাহারা আপনার অনুগত)। আপনার এইরূপ হেকমতের মধ্যে কি রহস্য রহিয়াছে? আল্লাহ পাক বলিলেন- কিয়ামতের দিনে কাফেরদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি আর মুমিনদের জন্য নির্ধারিত নেয়ামতের প্রতি একটু দৃষ্টি ফিরাও (তারপর প্রশ্ন কর)। ফিরিশতাগণ উভয় দিক তদন্ত করিলেন, অতঃপর বলিতে লাগিলেন হে পরোয়ারদিগার। আখেরাতে শাস্তির তুলনায়, পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিছুই নয়। অনুরূপভাবে জান্নাতের নেয়ামত সমূহ দেখার পর, পার্থিব দুঃখ কষ্টের অনুভূতি পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না।

আল্লাহর কাছে দুনিয়াদারের মর্যাদা

দুই জাহানের গৌরব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- অধিক ধন সম্পদ সঞ্চয়কারী ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ঘৃণিত আর অধিক দান খয়রাতকারী আল্লাহর কাছে প্রিয়।

উপদেশঃ যে ব্যক্তি সর্বদা ধন সম্পদের লোভে লিপ্ত, অধিক অর্থ উপার্জনের ফিকিরে লাগিয়া থাকে, আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তি নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত। এইরূপ ব্যক্তি যদি জান্নাত লাভ করে তাহা হইলে দরিদ্র ব্যক্তিদের সমমর্যাদা কখনও পাইবে না। আর যদি জাহান্নামে যায় তাহা হইলে সে জাহান্নামের একবারে নিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করিবে। অবশ্য এমন মুসলমান যে সর্বদা আল্লাহর রাস্তায় দান খয়রাত করে, সে উপরোল্লেখিত ব্যক্তি হইতে ব্যতিক্রম। কারণ সে স্বীয় সম্পদের খারাপ ফলাফল হইতে বাঁচিয়া থাকে।

শয়তানের দাবীঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ শয়তান বলে যে, মালদার সফলতা লাভ করিতে পারে না। কেননা আমি তাহাকে তিনটি কার্যের মধ্যে, যে কোন একটি কার্যে অবশ্যই আটকাইয়া রাখি।

(১) দুনিয়া এবং ইহার ধন সম্পদ তাহার দৃষ্টিতে এত সুন্দর করিয়া তুলিয়া ধরি যে, সে সম্পদের হক আদায় করার ব্যাপারেও গড়িমসি করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে।

(২) তাহার জন্য সম্পদ উপার্জন করার রাস্তা সহজ করিয়া দেই (যাহাতে সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে অবৈধ স্থানে অপচয় করা তাহার জন্য মুশকিল না হয়)।

(৩) তাহার অন্তর সম্পদের প্রতি অগাধ ভালবাসার দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেই (যাহাতে হালাল হারামের পার্থক্য না করে সম্পদ উপার্জনে লিপ্ত হইয়া পড়ে)।

ব্যবসা অগ্রগণ্য না ইবাদত?

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর রিসালাত প্রকাশিত হওয়ার সময় আমি ব্যবসায়ী ছিলাম। ঈমান গ্রহণ করার পরে ব্যবসা এবং ইবাদত উভয় কাজ এক সাথে চালাইয়া যাওয়ার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু এক সাথে উভয় কার্য সম্পাদন করা খুব কঠিন হইয়া পড়িল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, কোন একটি কার্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতঃপর ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া ইবাদতে আত্মনিয়োগ করিলাম। আল্লাহর শোকর-আজ আমি আমার সিদ্ধান্তের ফলে অস্থিরতা মুক্ত। এখন আমার অন্তরে এতটুকু বাসনাও হয় না যে, মসজিদের সংলগ্ন আমার একটি দোকান থাকুক। আর আমি ওয়াক্ত মোতাবেক জামাতের সাথে নামাজ পড়িয়া অবশিষ্ট সময় দোকানদারী করি। যদিও প্রতিদিন আমার চল্লিশ দিনার লাভ হয়। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল যে, আপনার এমন অবস্থা কেন সৃষ্টি হইয়াছে? তিনি উত্তর দিলেন-আখেরাতে হিসাবের ভয়ে।

ব্যাখ্যাঃ হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু- এর উল্লেখিত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। তাহার পরিপূর্ণ ঈমান এবং আখেরাতে হিসাবের ভয় মোতাবেক এই সিদ্ধান্ত বহু উচ্চ পর্যায়ের।কিন্তু সকলের পক্ষে তাহার অনুকরণ সম্ভব নহে। ব্যবসা শুধু বৈধই নয় বরং শরীয়তের নীতি মোতাবেক ব্যবসা দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগও বটে। বিভিন্ন হাদীছে শরীয়ত সম্মত ব্যবসায়ের ফজীলত বর্ণিত হইয়াছে। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-

اَنَاوَالتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ

অর্থঃ আমি এবং ঈমানদার শরীয়ত মোতাবেক ব্যবসায়ী জান্নাতে এত নিকটে অবস্থান করিব, আমার এই দুইটি আঙ্গুল একে অপরের যত নিকটে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বলার সময় তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলী একসাথ করিয়া দেখাইয়াছিলেন। ইবাদত করা মানুষের জন্য ফরয। অনুরূপভাবে হালাল রুজি উপার্জন করাও ফরয। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসাকে উচ্চ পর্যায়ের উত্তম ও অগ্রগণ্য কার্য বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন। ইবাদতের সময় ইবাদত করিয়া অবশিষ্ট সময় শরীয়ত সম্মত পন্থায় ব্যবসা করিয়া হালাল জীবিকা অর্জন করা, এমন ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম, যে ইবাদত করার পর উদর পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে ভিক্ষার জন্য হাত বাড়াইতে হয় এবং শুধু দান সদকার উপর ভিত্তি করিয়া জীবন যাপন করিতে হয়। আর এখানে ব্যবসার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা ঐ ব্যবসা যাহা শরীয়তের বিধি নিয়ম বহির্ভূত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুইটি বিশেষত্ব

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- দারিদ্রতা জাগতিক জীবনে কষ্টের কারণ ও আখেরাতের জীবনে আনন্দের কারণ। আর ধনসম্পদ জাগতিক জীবনে আনন্দের কারণ কিন্তু আখেরাতের জীবনে কষ্টের কারণ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন- প্রত্যেক ব্যক্তির একটি বিশেষত্ব থাকে

কিন্তু আমার বিশেষত্ব হইল দুইটি- (১) দারিদ্রতা (২) জিহাদ।

যে ব্যক্তি উল্লেখিত বিশেষত্বদ্বয় পছন্দ করিয়াছে, সে আমাকে ভালবাসিয়াছে। আর যে ব্যক্তি এই দুইটি খারাপ জানিয়াছে, সে আমাকে ঘৃনা করিয়াছে।

ব্যাখ্যাঃ প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজে সম্পদশালী হইলেও যেন দারিদ্রতা ও দরিদ্রদের ভালবাসে। কারণ দরিদ্রকে ভালবাসার মধ্যে বিশ্ব প্রতিপালকের প্রিয়জনের ভালবাসা নিহিত রহিয়াছে। স্বয়ং আল্লাহ পাক স্বীয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দরিদ্রদের ভালবাসার ও তাহাদের সাহচর্য গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়াছেন।

একদা উয়াইনা বিন হুসাইন ফাযারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে উপস্থিত হইল। উয়াইনা স্বীয় সম্প্রদায়ের নেতা ছিল। ঘটনা চক্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে তখন দরিদ্র সাহাবাগণের মধ্যে হযরত সালমান ফারসী, হযরত সুহায়ব রূমী, হযরত বিলাল হাবশী রাদিআল্লাহু আনহুম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তখন তাহারা ময়লা ও ঘর্মযুক্ত কাপড় পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া উয়াইনা বলিলঃ আমাদের মর্তবা উচ্চ পর্যায়ের। আমাদের আগমনের সময় তাহাদিগকে সরাইয়া দিন। তাহাদের পরিহিত কাপড়ের কারণে তাহাদের কাছে বসা আমরা পছন্দ করিনা। তখন তাহার কথার প্রতিবাদ করিয়া আয়াত অবতীর্ণ হয়।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَاتَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَاتُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا -

অর্থঃ আপনি নিজকে ঐ সকল লোকদের সাথে রাখুন যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করিবার জন্য সকাল-সন্ধ্যা স্বীয় প্রতিপালককে ডাকে। জাগতিক জীবনের চাকচিক্যের দিকে দৃষ্টি দিয়া আপনার চোখ তাহাদের থেকে সরাইয়া নিবেন না। আর এমন ব্যক্তির কথা মানিবেন না, যাহার অন্তরকে আমার যিকির থেকে গাফেল করিয়া রাখিয়াছে। সে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তাহার অবস্থা সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে।

দরিদ্র এবং গরীবদের স্থান

হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন কোন কোন বান্দার সামনে এইভাবে ওযর পেশ করিবেন, যে ভাবে আজ তোমরা একে অপরের কাছে ওযর পেশ কর। আল্লাহ পাক এক দরিদ্র ব্যক্তিকে বলিবেন, আমি তোমাকে দুনিয়াতে গরীব করিয়া রাখিয়াছিলাম। ইহার কারণ ইহা ছিলনা যে, তুমি আমার দৃষ্টিতে ঘৃণিত ছিলে। বরং উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতে তোমার মর্যাদা উচ্চ করা এবং তোমাকে এক বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা। অনেক মানুষ জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সারিতে দাড়াইয়া আছে তুমি সেখানে

যাও, যাহারা তোমাকে দুনিয়াতে সাহায্য সহযোগীতা করিয়াছিল তাহাদিগকে হাতে ধরিয়া জান্নাতে লইয়া যাও। তখন সে ব্যক্তি অনেক লোককে জাহান্নামীদের সারি হইতে বাহির করিয়া জান্নাতে প্রবিষ্ট করাইবে।

দুনিয়াতে দারিদ্রতার কষ্টের বিনিময়ে দরিদ্রলোক যে সম্মান লাভ করিবে-ইহাই সে সম্মান। এইজন্য রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ দরিদ্রদিগকে খুব ভালবাস, তাহাদের কাছে অনেক বড় সম্পদ রহিয়াছে। উপস্থিত সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এ সম্পদটি কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন-কিয়ামতের দিনে দরিদ্রদিগকে বলা হইবে, যে ব্যক্তি তোমাকে রুটির একটি টুকরা এবং এক ঢোক পানিও দিয়াছে, তাহাকে তোমার সাথে জান্নাতে লইয়া যাও।

দরিদ্রের পাঁচটি বিশেষত্ব

ফকীহ আবুল লায়ছ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, হাদীছ সমূহে দরিদ্রের পাঁচটি বিশেষত্ব বর্ণিত হইয়াছে-

(১) দরিদ্র ব্যক্তি প্রত্যেক আমলে, সম্পদশালী অপেক্ষা অধিক সওয়াব লাভ করিবে। যদিও উভয়ের আমল এক পর্যায়ের হয়।

(২) দরিদ্র ব্যক্তি দারিদ্রতার কারণে যখন তাহার কোন আকাংক্ষা পুরা করিতে না পারে, তখনই ইহার বিনিময়ে সে প্রতিদান লাভ করে। কিন্তু শর্ত হইল ধৈর্য ধারণ করা।

(৩) দরিদ্র ব্যক্তি সম্পদশালীর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। যদিও আমলের ক্ষেত্রে উভয়েই সমান।

(৪) আখেরাতে দরিদ্র ব্যক্তির হিসাব হালকা হইবে। ধন সম্পদের ক্ষেত্রে তো দরিদ্রের প্রশ্নই উঠেনা।

(৫) কিয়ামতের দিনে সম্পদশালী অপেক্ষা দরিদ্র কম লজ্জিত হইবে। তখন সম্পদশালী বলিবে-হায়। যদি আমি গরীব হইতাম।

এক লক্ষ অপেক্ষা উত্তম এক পয়সা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ কখনও এক দেরহাম দান করা এক লক্ষ দেরহাম দান করা অপেক্ষা উত্তম হয়।

সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিভাবে হয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এক সম্পদশালী তাহার অঢেল সম্পদ হইতে একলক্ষ দেরহাম দান করে। পক্ষান্তরে দরিদ্র ব্যক্তির কাছে মাত্র দুই দেরহাম থাকে আর সে তাহা হইতে এক দেরহাম আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া ফেলে। এই ধরনের এক দেরহাম একলক্ষ দেরহাম অপেক্ষা উত্তম।

আকাংক্ষা পূর্ণ না হওয়ার বিনিময়ে সওয়াব

একদা সাহাবাগণ রাদিআল্লাহু আনহুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে আরয করিলেন- কোন কোন সময় আমরা হয়ত একটি বিষয়ের

আকাংক্ষা করি, কিন্তু টাকা পয়সা না থাকার কারণে আমরা ঐ বিষয়টি অর্জন করিতে পারি না। এই জন্য কি আল্লাহর কাছে কোন সওয়াবের আশা করিতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিশ্চয়ই! ইহার বিনিময়ে সওয়াব হইবে না তো কিসের বিনিময়ে সওয়াব হইবে?

হযরত যেহাক রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-কোন ব্যক্তি বাজারে যাওয়ার পর কোন বস্তু দেখিয়া খাওয়ার আকাংক্ষা জাগিয়াছে, কিন্তু পকেট খালি বলিয়া ক্রয় করিতে পারে নাই। এমতাবস্থায় সওয়াব পাওয়ার আশা করিয়া ধৈর্য ধারণ করিয়াছে। এমন ব্যক্তি এক লক্ষ্য দেরহাম দান করার সওয়াব অপেক্ষাও অধিক সওয়াব লাভ করিবে।

কুরআন পকে দরিদ্র ব্যক্তির প্রশংসা

ফকীহ আবুল লায়ছ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, নিম্নলিখিত আয়াত থেকে দরিদ্র ব্যক্তির প্রশংসা বুঝা যায়।

أَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ -

অর্থাৎ- নামায পড়, যাকাত প্রদান কর এবং রাসুলের আনুগত্য কর যাহাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়।

অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক দরিদ্রের হক যাকাতকে নিজের হক নামাযের সাথে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে দারিদ্র ব্যক্তির মর্যাদার কথা পরিস্কার ভাবে বুঝা যায়।

দরিদ্রদের বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক তুলনা

কেহ বলিয়াছেন যে, সম্পদশালীর জন্য দরিদ্র ব্যক্তি ধোপা, ডাক্তার, ডাকপিয়ন, রক্ষক ও সুপারিশকারী স্বরূপ।

(১) সম্পদশালীর জন্য দরিদ্র ব্যক্তি ধোপা এই হিসাবে যে, সম্পদশালী দরিদ্র ব্যক্তিকে দান খয়রাত করে। ফলে তাহার ধন সম্পদ পবিত্র হয়। যেন দরিদ্র ব্যক্তি সম্পদশালীকে ধৌত করে পাক সাফ করে।

(২) ডাক্তার এই হিসাবে যে, দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করার দ্বারা সম্পদশালী রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করে। আর ডাক্তার তো রোগ আরোগ্যের ব্যবস্থা করে।

(৩) ডাক পিয়ন এই হিসাবে যে, সম্পদশালী দরিদ্রকে দান করার মাধ্যমে নিজেদের মৃত আত্মীয় স্বজনের কাছে সওয়াব প্রেরণ করে। যদি দরিদ্র ব্যক্তি না থাকিত তাহা হইলে কাহার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিদের নিকট সওয়াব প্রেরণ করিত।

(৪) রক্ষক এই হিসাবে যে, সম্পদশালীদের দরিদ্রকে সদকা দেওয়ার পর দরিদ্র ব্যক্তি সম্পদশালীর জন্য দোয়া করে, ফলে তাহার সম্পদের হেফাজত হয়।

(৫) সুপারিশকারী এই হিসাবে যে, হাশরের ময়দানে দরিদ্র ব্যক্তি তাহার সম্পদশালী দাতার ক্ষমার জন্য সুপারিশ করিবে। এই জন্য সম্পদশালীদের দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

দরিদ্র ব্যক্তির নিন্দাকারী অভিশপ্ত

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি সম্পদশালীকে তাহার সম্পদের কারণে সম্মান করে আর দরিদ্র ব্যক্তিকে তাহার দারিদ্রতার কারণে সুনজরে দেখেনা সে অভিশপ্ত।

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু-এর উক্তি

ঃহযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- আমরা আমাদের সম্পদশালী ভাইদের সাথে ইনসাফ করি না, কেননা খানাপিনা এবং পোষাক পরিধান করার দিক দিয়া তো আমরা তাদের সমান। শুধু এই সব বস্তুর প্রকারের মধ্যে পার্থক্য। অতিরিক্ত সম্পদ তাহারাও ব্যবহার করিতে পারে না অবশ্য তাহারা তাহা দেখিতে পায় যাহা আমরাও তো দেখিতে পাই। তবে উক্ত বস্তুর তাহাদের পরিপূর্ণ অধিকার থাকে, যাহা আমাদের একেবারেই থাকে না। কিন্তু কিয়ামতের দিনে তাহাদের থেকে এই সম্পদের হিসাব লওয়া হইবে অথচ আমরা হিসাব থেকে নিরাপদ থাকিব।

দরিদ্র এবং সম্পদশালীর পছন্দনীয় তিনটি কথা

হযরত শকীক যাহেদ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন -দরিদ্র ব্যক্তি নিজের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করিয়াছে, তাহা হইতেছে-

(১) নফসের শান্তি। (২) ব্যস্ততা মুক্ত অন্তর।

(৩) কিয়ামতের দিনের হালকা হিসাব।

আর সম্পদশালী নিজের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করিয়াছে-

(১) নফসের কষ্ট (পরিশ্রম)। (২) ব্যস্ত অন্তর। (৩) কিয়ামতের দিনে শক্ত হিসাব।

সম্পদের স্বল্পতা পার্থিব জীবনে আরাম ও মনের শান্তি এবং পরকালে হিসাবের সাবলীলতার কারণ হয়। সম্পদের আধিক্য পার্থিব জীবনে কষ্ট পরিশ্রম, অন্তরের অস্থিরতা ও ব্যস্ততার এবং পরকালের হিসাবের কাঠিন্যতার কারণ।

চারটি কর্ম ব্যতীত চারটি দাবী অর্থহীন

হাতেম যাহেদ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে ব্যক্তি চারটি বিষয়ের দাবী করে সে মিথ্যুক।

(১)আল্লাহর প্রেমের দাবী করে কিন্তু আল্লাহ পাক যে সব কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহা হইতে বাঁচিয়া থাকে না।

(২)জান্নাতে যাওয়ার জন্য তো দাবী করে। কিন্তু ইহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করে না এবং আল্লাহর অনুগত হয় না।

(৩) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসার দাবী করে কিন্তু তাঁহার সুন্নত অনুযায়ী আমল করার এবং তাঁহার গুণাবলী অর্জন করার পক্ষপাতি নহে।

(৪) জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভের আকাংক্ষা রহিয়াছে, কিন্তু ফকীর মিসকীনকে ভালবাসা হইতে অনেক দূরে রাখে।

এমন চারটি কাজ যাহা কল্যাণ থেকে দুরে রাখে

জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি কার্য পাওয়া যাইবে সে সর্ব প্রকার মঙ্গল হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

(১) অধীনস্থ লোকদের জুলুম অত্যাচার করা। (২) পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। (৩) গরীব ও দরিদ্রদেরকে ছোট জানা। (৪) ফকীর মিসকীনকে লজ্জা দেওয়া।

দারিদ্রতা পছন্দনীয় বিষয়

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- খবরদার! অভাব অনটনের কারণে কখনও হারাম মালের দিকে ঝুকিয়া পড়িবে না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এই দোয়া করিতে দেখিয়াছি- হে আল্লাহ! অভাব অনটন থাকা অবস্থায় আমার মৃত্যু দিবেন। আমার হাশর যেন ফকীরের সাথে হয়।

মাল এবং হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা

কাদেসিয়া বিজয়ের পর সেখান থেকে প্রাপ্ত গনিমতের মাল হযরত ওমর (রাদিঃ) এর সামনে আনয়ন করা হইল। তিনি মাল উলট পালট করিতেছিলেন আর কাঁদিতেছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ রাদিআল্লাহু আনহু আরয করিলেন! ইয়া আমীরুল মুমিনীন! এখন তো দুঃখ করার সময় নয় বরং খুশী ও আনন্দের সময়। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন, হ্যাঁ। কিন্তু যে জাতির কাছে মাল সম্পদ আসে সে জাতির মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হওয়া অপরিহার্য হইয়া পড়ে। হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা ধন সম্পদের অপরিহার্য ফল যাহা দিনরাত দেখা যাইতেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটা ফেতনা রহিয়াছে; আর আমার উম্মতের জন্য ফেতনা হইতেছে ধন-সম্পদ। তিনি আরও বলিয়াছেন, ফকীর ও দরিদ্র ব্যক্তিরা হইল আল্লাহ পাকের সর্বাধিক প্রিয় বান্দা, এইজন্য অধিকাংশ নবীগণ সম্পদশালী ছিলেন না।

হাদীস সমূহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِيْ غَنَمٍ فَأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ (ترمذى)

(১) অর্থ ঃ দুইটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ, ছাগলের জন্য ততটুকু বিপজ্জনক নহে; সম্পদ ও পদের লোভ দ্বীনের জন্য যতটুকু বিপজ্জনক। (তিরমিযী)

يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اِثْنَانِ اَلْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ - متفق عليه)

(২) অর্থ ঃ মানুষ বৃদ্ধ হইতে থাকে আর তাহার মধ্যে দুইটি বিষয় জওয়ান

হইতে থাকে- (ক) সম্পদের লোভ (খ) অধিক বয়সের লোভ। (বোখারী, মুসলিম)।

لاَ يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيْرِ شَابًّا فِيْ اِثْنَيْنِ فِيْ حُبِّ الدُّنْيَا وَطُوْلِ الْاَمَلِ (متفق عليه)

(৩) অর্থ ঃ বৃদ্ধলোকের মন দুইটি বিষয়ে সর্বদা জওয়ান থাকে। (১) দুনিয়ার মহব্বত। (২) লম্বা আশা। (বোখারী, মুসলিম)

اَعْذَرَ اللّٰهُ اِلٰى امْرِءٍ اَخَّرَ اَجَلَهُ حَتّٰى بَلَّغَهُ سِتِّيْنَ سَنَةً (بخارى)

(৪) অর্থ ঃ যে ব্যক্তির বয়স আল্লাহ পাক ষাট বৎসরে পৌছাইয়া দিয়াছেন, তাহার ওযর আল্লাহ পাক কবুল করেন না।

ব্যাখ্যাঃ যৌবন বয়সে মানুষ মনে করিয়া থাকে যে বার্ধক্য তো এখনও বহু দূরে। বার্ধক্যের নিদর্শন দেখা দিলে তাওবা করিয়া লইব। যখন বয়স ষাট বৎসর হইয়া গেল তখন তাহার ওযর পেশ করার মত কোন সুযোগ অবশিস্ট রহিলনা। যাহার কারণে সে তাওবা করা বিলম্ব করিতে পারে। তখন সাথে সাথে তওবা করার দিকে তাহার মনোযোগ দেওয়া দরকার।

দুনিয়া ত্যাগ করা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি পরকালকে উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করে, আল্লাহ পাক তাহার বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল কার্যগুলোকে সুশৃঙ্খল ও সুন্দর করিয়া দেন আর তাহার অন্তরে আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টি করিয়া দেন। দুনিয়া অপদস্থ হইয়া তাহার পায়ের উপর পড়ে। আর যে ব্যক্তি ইহকালকে উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করে তাহার কার্যগুলোকে বিশৃঙ্খল ও বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং অভাব অনটন তাহার জন্য লিখিয়া দেওয়া হয়। তাহার ভাগ্যে যতটুকু লিখা হইয়াছে দুনিয়ার ততটুকুই সে পায়।

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দেহ মোবারকে চাটাইয়ের দাগ দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন-রোম ও পারস্যের অধিপতিরা কি সুখে জীবন যাপন করিতেছে অথচ তাহারা আল্লাহর দুশমন। আর দুই জাহানের সর্দার বিশ্ব প্রতিপালকের প্রিয়জনের এই অবস্থা যে, চাটাইয়ের উপর বিছানোর জন্য কোন কাপড় পর্যন্ত নাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ ওমর! তাহাদিগকে পার্থিব জীবনেই সমস্ত নেয়ামত দিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর আমাদের জন্য জান্নাতে সমস্ত নেয়ামত জমা রাখা হইয়াছে।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু যাহা বিপজ্জনক বলে মনে করেন

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- আমি তোমাদের সম্পর্কে দুইটি বিষয় বিপজ্জনক বলিয়া মনে করি।

(১) আশা আকাক্ষা বৃদ্ধি পাওয়া। (২) কু প্রবৃত্তির অনুকরণ।

ব্যাখ্যাঃ আশা আকাংক্ষার বৃদ্ধি আখেরাত ভুলিয়া থাকার আর কুপ্রবৃত্তির অনুকরণ সত্যপথ হইতে বঞ্চিত থাকার কারণ। দুনিয়া তোমার পিছনে আর আখেরাত তোমাদের সামনে রহিয়াছে। আজ আমল করার সময় কিন্তু আজ হিসাব দেওয়ার সময় নয়। আর কাল হিসাব দেওয়ার সময় কিন্তু আমল করার সময় নহে। যাহা কিছু করার আজই করিয়া লও। আগামীকাল কোন কিছু করিতে পারিবে না।

প্রত্যেক মানুষই দুনিয়াতে মুসাফির

সহল বিন আব্দুল্লাহ তাসতরী রহমতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহর রাস্তায় খুব খরচ করিতেন। তাহার মাতা ও ভগ্নি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোবারক রহমতুল্লাহি আলাইহি -এর কাছে বলিলেন যে, আপনি সহলকে একটু বুঝাইয়া দিন। অন্যথায় তো একদিন সম্পূর্ণ দেউলিয়া হইয়া পড়িবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোবারক রহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত সহল বিন আব্দুল্লাহ রহমতুল্লাহি আলাইহিকে এই ব্যাপারে কিছু বলিলেন। হযরত সহল উত্তর দিলেন- হযরত! যদি কোন ব্যক্তি মদিনা পরিত্যাগ করিয়া রেসতাক নামক স্থানে বসবাসের ইচ্ছা করে আর তথায় জমিজমাও ক্রয় করিয়া লয়। অতঃপর সেখানে চলিয়া যাওয়ার সময় কি কিছু মালপত্র মদিনায় রাখিয়া যাইবে, না সব কিছু সাথে লইয়া যাইবে। তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কি মত, যে অতিসত্ত্বর দুনিয়া পরিত্যাগ করিয়া আখেরাতের দিকে সফর করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে?

ব্যাখ্যাঃ দুনিয়া এবং ইহার অস্থায়ী সুখ ভোগের জন্য ব্যয় করা সম্পদ, পরিতাপ ও লজ্জার কারণ হইবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করা সম্পদ, আনন্দ ও সম্মানের কারণ হইবে। যে দুনিয়ার সামান্য জিন্দিগীতে প্রয়োজন মাফিক রুজীর উপর সন্তুষ্ট থাকে, দুনিয়ার সামান্য নেয়ামতের জন্য নিজের মুল্যবান জীবন নষ্ট না করে, সে হইল প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান।

দুনিয়া ও আখেরাতের হাকিকত

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম এমতাবস্থায় এক সুন্দর সুঠাম দেহ বিশিষ্ট ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভূষণ পরিহিত এক ব্যক্তি আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিবার পর জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দুনিয়ার হাকিকত বর্ণনা করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ দুনিয়া ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্নের তুল্য। অতঃপর সে ব্যক্তি আখেরাতের হাকিকত জিজ্ঞাসা করিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ আখেরাত চিরস্থায়ী, তথায়

একদল জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর অপর দল জাহান্নামে। সে জিজ্ঞাসা করিল জান্নাত কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- জান্নাত হইল দুনিয়াতে কৃত নেক আমলের বিনিময়। (জান্নাত ঐ ব্যক্তিই লাভ করিবে, যে জান্নাত পাওয়ার আশায় দুনিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে)। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, জাহান্নাম কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেনঃ জাহান্নাম হইল দুনিয়ায় কৃত বদ আমলের বিনিময়। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, এই উম্মতের উত্তম ব্যক্তি কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ যে দুনিয়াতে আল্লাহর অনুগত হইয়া থাকে। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল- আচ্ছা আমাকে বলুন যে, মানুষ দুনিয়াতে কিভাবে জীবন যাপন করিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ এমন ভাবে জীবন যাপন করিবে, যেমন কোন ব্যক্তি স্বীয় কাফেলা হারাইয়া ফেলার পর কাফেলা অনুসন্ধান করিতেছে। এমন ব্যক্তি তো স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকে।

আগন্তুক আবার জিজ্ঞাসা করিল, দুনিয়া কি পরিমাণ সময় টিকিয়া থাকিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ কাফেলা হারাইয়া ফেলার পর পুনরায় কাফেলা পাইতে যতক্ষণ সময়ের প্রয়োজন হয়, সে পরিমাণ সময়। আগন্তুক বলিল- দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে কতটুকু সময়ের দুরত্ব রহিয়াছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ চোখের পলক ফেলিতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময়ের দুরত্ব রহিয়াছে। এই সকল প্রশ্ন করিবার পর ঐ ব্যক্তি চলিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলিলেন- তিনি জিবরাইল (আঃ) তোমাদিগকে দুনিয়া এবং আখেরাতের হাকিকত বুঝানোর উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। যাহাতে তোমরা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হইয়া আখেরাতের প্রতি ঝুকিয়া পড়। ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে খুব আশ্চর্য বোধ হয় যে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখার পর দুনিয়ার জন্য কাজ করে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) কিভাবে আল্লাহর দোস্ত হইলেন?

হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল- আপনাকে আল্লাহ পাক কোন কথার ভিত্তিতে স্বীয় দোস্ত হিসাবে গ্রহণ করিলেন? হযরত ইবরাহীম (আঃ) উত্তর দিলেন, তিনটি কারণে-

(১) যখনই আমাকে দুইটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, তখনই ঐ বিষয়টি গ্রহণ করিয়াছি যাহাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন।

(২) আল্লাহ পাক আমাকে রিযিক প্রদানের ওয়াদা করিয়াছেন। তাই আমি রিযিক উপার্জনের ব্যাপারটি কখনও গুরুত্ব প্রদান করি নাই।

(৩) মেহমান ব্যতীত কখনও খানা খাই নাই।

চারটি বিষয় অন্তর সতেজ রাখে

কোন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, চারটি বিষয়ের দ্বারা অন্তর সতেজ থাকে- (১) ইলম (২)রাজী থাকা (৩) অল্পে তুষ্টি (৪) পার্থিবতা পরিত্যাগ

ইলম- অবশিস্ট তিনটি বিষয় উপার্জনের দিকে এবং ইহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার দিকে পথ প্রদর্শন করে।

রাজী থাকা- বান্দার জন্য আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকার গুণের মাধ্যমে বান্দা খুব সহজে পরবর্তী গুণগুলির দিকে পৌছাইয়া যায়।

অল্পে তুষ্টি- অল্পে তুষ্ট থাকা আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি রাজী থাকারই ফল। আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি রাজী থাকার পর অল্পে তুষ্ট থাকার গুণ অর্জিত হয়।

পার্থিবতা পরিত্যাগ- অল্পে তুষ্ট থাকার পর পার্থিবতা পরিত্যাগ করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। পার্থিবতা পরিত্যাগ করার তিনটি স্তর রহিয়াছে-

প্রথম স্তর- দুনিয়ার পরিচয় লাভ করিয়া পরিত্যাগ করা।

দ্বিতীয় স্তর- প্রভুর সেবা অতঃপর তাহার প্রতি আদব রক্ষা করা।

তৃতীয় স্তর- আখেরাতের আসক্তি। অতঃপর আখেরাতের অনুসন্ধান।

হেকমতের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী চারটি বিষয়

ইয়াহইয়া বিন মুয়ায রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-অন্তরে হেকমত (বিজ্ঞতা) আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়। যাহার অন্তরে চারটি বিষয় রহিয়াছে, তাহার অন্তরে হেকমত স্থায়ী হয় না।

(১) পার্থিবতার দিকে আসক্তি। (২) আগামীকালের চিন্তা।

(৩) কোন মানুষের প্রতি হিংসা। (৪) নেতৃত্বের লোভ।

অতঃপর তিনি বলেন- প্রত্যেক বুদ্ধিমানের তিনটি কার্য্য অবশ্যই করা উচিত।

(১) দুনিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করার পূর্বে দুনিয়াকে তাহার পরিত্যাগ করা।

(২) কবরে প্রবেশ করার পূবে কবরের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

(৩) স্বীয় সৃষ্টিকর্তার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্বে তাহাকে সন্তুষ্ট করা।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু -এর বাণী

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে ছয়টি গুণ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে- সে জান্নাতে প্রবেশ করার, আর জাহান্নাম হইতে বাঁচিবার চেষ্টা পরিপূর্ণ করিয়াছে।

(১) আল্লাহর পরিচয় লাভ করিয়া তাহার ইবাদতে লাগিয়া গিয়াছে।
(২) শয়তানকে চিনিতে পারিয়া তাহার বিরোধিতায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।
(৩) সত্য বুঝিতে পারিয়া ইহার অনুসরণে লাগিয়া গিয়াছে।
(৪) বাতিলের হাকীকত বুঝিয়াছে। আর ইহা হইতে পরিপূর্ণভাবে বাঁচিয়া রহিয়াছে।
(৫) দুনিয়াকে চিনিয়াছে, আর ইহা পরিত্যাগ করিয়াছে।
(৬) আখেরাতের চিন্তায় ও অনুসন্ধানে লিপ্ত রহিয়াছে।

বদবখতীর (দুর্ভাগ্যের) চারটি নিদর্শন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে বলিলেন যে, দুর্ভাগ্যের নিদর্শন চারটি।

(১) চোখের অশ্রুপাত বন্ধ হইয়া যাওয়া। (২) দিল (অন্তর) শক্ত হইয়া যাওয়া। (৩) ধন সম্পদের মহব্বত। (৪) আশা-আকাংক্ষার বৃদ্ধি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিলেন যে, যদি দুনিয়ার মর্যাদা আল্লাহর কাছে মাছির পালকের সমানও হইত, তাহা হইলে কাফেররা এক ঢোক পানিও পাইত না।

দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা

হযরত আব্দুর রহমান বিন ওসমান রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে এক সফরে ছিলাম। তখন কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি ছিল। প্রত্যুষে এক সম্প্রদায়ের আবর্জনা ও খরকুটা ফেলার স্থানের নিকটে ফজরের নামায আদায় করিলাম। সেখানে তিনি একটি আধামরা ছাগলের বাচ্চা দেখিতে পাইলেন। ছাগল ছানার চামড়ায় পোকা ধরিয়াছিল। তিনি তাহা দেখিয়াই সওয়ারী থামাইয়া দিলেন আর সাহাবাদিগের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন- দেখ! এই সম্প্রদায়ের লোকজনের কাছে এই ছাগল ছানাটি কত ঘৃণার পাত্র। অথচ ছাগল ছানা তাহাদের প্রিয় সম্পদ। অতঃপর তিনি বলিলেন- যে রবের হাতে আমার জীবন ঐ রবের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, দুনিয়া আল্লাহ পাকের কাছে এই ছাগল ছানা অপেক্ষা অধিকতর নিন্দিত ও ঘৃণিত।

মুমিনের জেলখানা আর কাফেরের বেহেশত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ দুনিয়া মুমিনের জেলখানা, কবর তাহার দুর্গ, জান্নাত হইল তাহার বাসস্থান। পক্ষান্তরে দুনিয়া কাফেরের জন্য জান্নাত, কবর জেলখানা আর জাহান্নাম তাহার বাসস্থান।

ব্যাখ্যাঃ দুনিয়াতে মুমিন ব্যক্তি যতই সুখে জীবন যাপন করুক না কেন ইনতিকালের সময়, জান্নাতে তাহার বাসস্থান এবং ইহার নেয়ামত সমূহ দেখিয়া দুনিয়া জেলখানা বলিয়া মনে করিবে। আর কাফের দুনিয়াতে অশেষ কষ্টে ও অভাবে জীবন যাপন করিবার পরও জাহান্নামের তুলনায় দুনিয়াকে বেহেশত মনে করিবে।

শস্যদানা জান্নাতে আর তুষ জাহান্নামে

ইয়াহইয়া বিন মুয়ায রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছেন- দুনিয়া আল্লাহ পাকের শস্য ক্ষেত্র, মানুষ হইল বীজ, আর মৃত্যু কাঁচি। মালিকুল মওত হইলেন শস্য কর্তন কারী। কবর কর্তিত শস্য রাখার স্থান, আর হাশরের ময়দান শস্য মাড়ানোর স্থান। জান্নাত আর জাহান্নাম গুদাম। শস্য দানাগুলি জান্নাতে রাখা হইবে। আর তুষ জাহান্নামে রাখা হইবে।

হযরত লোকমান স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন- হে বৎস! দুনিয়া একটি গভীর সমুদ্র। অগণিত মানুষ ইহাতে ডুবিয়া রহিয়াছে। তুমি আল্লাহর ভয়কে নিজের জন্য জাহাজ বানাইয়া লও। (যাহাতে ডুবিয়া যাওয়া থেকে পরিত্রাণ পাও আর গন্তব্যস্থলে পৌছিতে পার)।

আমলের নৌকা কত মজবুত

সমুদ্রতুল্য দুনিয়াতে নেক আমল হইল নৌকা তুল্য। আর তাওয়াক্কুল এই নৌকার ছাদ। আল্লাহর কিতাব হইল পথ প্রদর্শক। কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ হইতে বাঁচিয়া থাকা নৌকার রশি। মৃত্যু সমুদ্রের তীর। হাশরের ময়দান গন্তব্য স্থান। আর আল্লাহ পাক হইলেন, এই নৌকার মালিক।

এই দুনিয়া কত কুশ্রী?

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- কিয়ামতের দিন দুনিয়াকে এক বুড়ীর আকৃতিতে উপস্থিত করা হইবে। ইহার মাথার কেশ আধা পাকা হইবে। চক্ষুদ্বয় নীল বর্ণের। আর দাঁতগুলো মুখের বাহিরে আসিয়া পড়িবে। এত অধিক কুশ্রী আকার ধারণ করিবে যে ইহাকে যে ব্যক্তি দেখিতে পাইবে সেই ঘৃণা করিতে থাকিবে। তখন দুনিয়া মানুষের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইবে। (কিন্তু মানুষ তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিবেনা) তখন লোকজনকে সম্বোধন করিয়া বলা হইবে, এইটা কে? তোমরা চিনিতে পারিয়াছ কি?

লোকজন বলিবে- হে প্রভু! আমরা ইহা চিনি না। তখন তাহাদেরকে বলা হইবে যে, এইটাই তোমাদের প্রিয় দুনিয়া। যাহা লইয়া তোমরা অহংকার করিতে আর পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করিতে। অতঃপর দুনিয়াকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। দুনিয়া বলিবে- হে আল্লাহ! আমার বন্ধুরা এবং আমাকে যাহারা ভালবাসিত তাহারা কোথায়? তখন তাহাদেরকেও ইহার সাথে দিয়া দেওয়া হইবে।

সতকর্তা

শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে দুনিয়াকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে না। বরং দুনিয়া পুজারীদের লজ্জিত করিবার জন্য ইহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। যেমন মুর্তি পুজারীদের লজ্জা দানের উদ্দেশ্যে মুর্তিগুলো জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। অতএব বুদ্ধিমান লোকদের উচিত এখান থেকে দুনিয়াকে বুঝিয়া লওয়া যেন শুধু প্রয়োজন মাফিক দুনিয়া ব্যবহার করে আর অবশিষ্ট সময় ও শক্তি যেন আখেরাত সুন্দর করার জন্য ব্যয় করে। দুনিয়ার সাথে অন্তর যেন এতটুকু না লাগায় যাহা আখেরাত ভুলাইয়া দেয়।

আল্লাহ পাকের এমন কতক বুদ্ধিমান বান্দা রহিয়াছেন, যাহারা ফেতনার ভয়ে দুনিয়া বর্জন করিয়াছেন। তাহারা গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিয়াছেন যে, ইহা জীবিত মানুষের ঘর নহে। তাহারা দুনিয়াকে গভীর সমুদ্র মনে করিয়াছেন। আর নেক আমলকে নৌকা বলিয়া মনে করিয়াছেন।

তোমাদের ব্যাপারে আশ্চর্য

হযরত ঈসা (আঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের ব্যাপারে আশ্চর্য্য হইলাম যে তোমরা দুনিয়া অর্জনের জন্য অসাধারণ পরিশ্রম করিতেছ। অথচ তোমাদের কিসমতে যে রিযিক বন্টিত হইয়াছে, তাহা যে কোন অবস্থায় তোমাদের কাছে পৌঁছিবে। আর

আখেরাতের জন্য সামান্য পরিশ্রমও করিতেছ না। অথচ আমলের পরিশ্রম ব্যতীত সেখানে রিযিক মিলিবে না।

দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার ফল

হযরত আবু উবায়দা রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইরশাদ বর্ণনা করেন যে, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার ফলে তিনটি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

(১) এমন ব্যস্ততা যাহা কখনও শেষ হয় না। (প্রত্যেক ব্যবসায়ীর এই সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রহিয়াছে)।

(২) এমন আশা আকাংক্ষা যাহার শেষ নাই। (এই ধরনের আশা আকাংক্ষা পূরণ হওয়ার পূর্বেই আকাংক্ষাকারী কবরে চলিয়া যায়।)

(৩) এমন লোভ লালসা যাহা থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হয় না। (ইহা এমন এক প্রকার লোভ যাহা মানুষকে এমনভাবে বরবাদ করে যে, শেষ পর্যন্ত তাহাকে বেকার করিয়া ছাড়ে)।

অনুসন্ধানকারী ও উদ্দেশ্য

দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই, অনুসন্ধানকারীও হয় আবার উদ্দেশ্যও হয়। যে ব্যক্তি আখেরাতকে স্বীয় উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করে তখন দুনিয়া তাহাকে অনুসন্ধান করিতে থাকে। এমনকি অপমানিত ও অপদস্থ হইয়া তাহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়ে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াকে উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করে- তখন আখেরাত তাহার অনুসন্ধানকারী হইয়া এই ফিকিরে লাগিয়া যায় যে, সে কখন সুযোগ পাইবে আর মৃত্যুর মাধ্যমে তাহাকে চুরমার করিয়া দিবে।

কত বিস্ময়কর এই কথা

আবু হাযেম বলিতেন- আমি দুনিয়াকে দুইভাবে বিভক্ত পাইয়াছি। একভাগ এমন যাহা আমার জন্য, যে কোন অবস্থায় তাহা আমার কাছে পৌঁছিবে। অন্য কাহারো কাছে যাইতে পারিবেনা।

দ্বিতীয়ভাগ এমন যাহা আমার জন্য নয়, অন্যের জন্য। আমি কোন প্রকারে তাহা লাভ করিতে পারিবনা। এই ভাগ যাহার জন্য নির্ধারিত সেই উহা লাভ করিবে। এখন বল- আমি ইহাদের মধ্যে কোনটির জন্য আমার জীবণ ব্যয় করিব?

অনুরূপভাবে আমাকে দুইটি জিনিষ প্রদান করা হইয়াছে। ইহাদের দুইটি পর্যায়। জিনিষ দুইটি আমার আগেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। অথবা আমি এইগুলো অন্যের জন্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।

এখন বল! ইহাদের মধ্যে কোন জিনিষগুলোর জন্য আমি স্বীয় প্রতিপালকের অবাধ্য হইব।

ইহার কি কোন উদাহরণ হইতে পারে?

হযরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহু অসুস্থ ছিলেন। হযরত সা'দ

রাদিআল্লাহু আনহু তাহাকে দেখিবার জন্য গেলেন। তাহাকে দেখিয়া হযরত সালমান রাদিআল্লাহু আনহু কাঁদিতে লাগিলেন।

হযরত সা'দ রাদিআল্লাহু আনহু ভাবিয়াছিলেন যে, হযরত সালমান রাদিআল্লাহু আনহু মৃত্যুর ভয়ে কাঁদিতেছেন। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন-আপনি কাঁদিতেছেন কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

হযরত সালমান রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন- মৃত্যুর ভয়ে বা দুনিয়ার লোভে কাঁদিতেছি না বরং আমি এই জন্য কাঁদিতেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সকলকে মুসাফিরের ন্যায় জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়াছেন। আর আমার আশে পাশে অনেক মাল সম্পদ বিদ্যমান রহিয়াছে। (সুতরাং কিয়ামতের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সামনে কিভাবে মুখ দেখাইব?) তখন তাঁহার কাছে (কাপড় ধৌত করিবার) একটি টব, একটি বড় পেয়ালা এবং একটি বদনা ছিল।

হযরত সা'দ রাদিআল্লাহু আনহু তাঁহার কথা শুনিয়া খুব প্রভাবান্বিত হইলেন আর বলিলেন- আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বলিলেন- বিশেষ করিয়া তিন স্থানে আল্লাহর নাম স্মরণ করিবেন।

(১) কোন কার্যের বিচার নিয়ত করার সময়।

(২) বিচার করার সময় (যাহাতে ইনসাফের সাথে বিচার করিতে পারেন।)

(৩) কসম পুরা করিবার সময়। (যাহাতে কসম ভঙ্গ করার সুযোগ না হয়।)

দুনিয়া ত্যাগী কে?

কোন এক সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সর্বাপেক্ষা অধিক দুনিয়া ত্যাগী কে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ যে ব্যক্তি কবরস্থানকে এবং নিজে জরাজীর্ণ হওয়াকে ভুলিয়া না যায়। দুনিয়ায় অতিরিক্ত সাজ সৌন্দর্য পরিত্যাগ করে। আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়। নিজকে মৃতদের মধ্য গণ্য করে।

চারটি বিষয় কোথায় পাওয়া যায়?

একজন বিজ্ঞ লোক বলেন- আমি চারটি বিষয় চারস্থানে অনুসন্ধান করিয়াছি। কিন্তু পাই নাই বরং অন্য স্থানে পাইয়াছি।

(১) মুখাপেক্ষীহীনতা সম্পদের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু সবর ও ধৈর্য ধারনের মধ্যে তাহা দেখিতে পাইয়াছি।

(২) সম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যে শান্তি অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু সম্পদের স্বল্পতার মধ্যে তাহা পাইয়াছি।

(৩) মাখলুকের কাছে সম্মান ও মর্যাদা অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু তাকওয়ার মধ্যে পাইয়াছি।

(৪) পানাহারের দ্রব্যে নেয়ামত তালাশ করিয়াছি কিন্তু সেদিক থেকে চোখ বন্ধ করার মধ্যে এবং ইসলামের মধ্যে পাইয়াছি।

দুনিয়ার ফিকির এবং তিন শাস্তি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি সকালে ঘুম থেকে এই অবস্থায় জাগ্রত হয় যে, তাহার উপর দুনিয়া অর্জনের চিন্তা প্রাধান্য থাকে। শাস্তি হিসাবে তিনটি অবস্থা তাহার জন্য অপরিহার্য করিয়া দেওয়া হয়।

(১)এমন চিন্তা যাহা কখনও শেষ হইবে না।

(২) এমন ব্যস্ততা যাহা থেকে কখনও অবসর পাইবে না।

(৩) অভাব অনটন।

খুব মুল্যবান একটি উক্তি

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলিতেন-প্রত্যেক ব্যক্তিই সকাল বেলা মেহমান হয় এবং তাহার সম্পদ তাহার হাতে আমানত স্বরূপ থাকে। মেহমানকে তো অবশ্যই চলিয়া যাইতে হইবে আর যে কোন অবস্থায় তাহার হাতে রক্ষিত আমানতও ফেরত দিতে হইবে।

নেকী-বদীর চাবি

ফুযাইল বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- সমুদয় অপকৃষ্টতাকে একটি ঘরে রাখিয়া তালাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই তালা খোলার চাবি হইল দুনিয়ার মহব্বত। অনুরূপভাবে সমুদয় মঙ্গল ও কল্যাণ অন্য একটি ঘরে রাখিয়া তালাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই তালা খোলার চাবি হইল দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি।

মানুষ কত ভুল চিন্তা করে

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর বাণী বর্ণনা করেন- আল্লাহ পাক বলেনঃ আমি আমার মুমিন বান্দার জন্য সম্পদের দরজা খুলিয়া দেই, তখন সে খুব খুশী হয়। অথচ তাহার খবর নাই যে, এই সম্পদের প্রাচুর্য তাহাকে আমার থেকে দূর করিয়া দেয়। আবার যখন মুমিন বান্দার সম্পদ হ্রাস করিয়া দেই- তখন সে চিন্তা যুক্ত হইয়া পড়ে, অথচ তাহার এই অবস্থা তাহাকে আমার নিকটবর্তী করিয়া দেয়।

কে হালকা আর কে ভারী?

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যর রাদিআল্লাহু আঁনহু-এর হাত ধরিয়া বাহিরে লইয়া গিয়াছিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- হে আবু যর! তোমাদের সম্মুখে একটি ঘাটি রহিয়াছে, যাহা অতিক্রম করা খুব কষ্ট। সেই ঘাটি ঐ ব্যক্তিই অতিক্রম করিতে পারিবে যে হালকা হয়। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার কাছে আজকের খাদ্য মওজুদ আছে কি? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- আগামীকালের তিনি

বলিলেন- হ্যাঁ। আগামীকালেরও আছে।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- আগামী পরশু দিনেরও ব্যবস্থা আছে? তিনি বলিলেন, না। পরশু দিনের ব্যবস্থা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- তুমি হালকা। যদি পরশুদিনের খাদ্যও তোমার কাছে মওজুদ থাকিত, তাহা হইলে তুমি ভারী বলিয়া গণ্য হইতে।

বিপদাপদে ধৈর্য্য ধারণের ফযীলত

সারগর্ভ মুলক কথা

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেনঃ হে বৎস! আমি কি তোমাকে এমন সব কথা শিক্ষা দিব, যাহা দ্বারা তুমি লাভবান হইবে?

(১) আল্লাহর (অর্থাৎ তাঁহার দ্বীন ও তাঁহার প্রদত্ত আহকামের) হেফাজত করিও। তিনি তোমাকে হেফাজত করিবেন। তুমি সর্বদা তাহাকে (সাহায্যের জন্য) নিজের সম্মুখে পাইবে।

(২) সুখী ও বিপদমুক্ত থাকা অবস্থায় তাহাকে স্মরণ করিও। তাহা হইলে অস্থিরতা ও বিপদগ্রস্থ অবস্থায় তিনি তোমাকে স্মরণ করিবেন।

(৩) শুধু তাঁহার কাছেই প্রার্থনা কর। শুধু তাঁহার কাছে সাহায্য চাও। যাহা কিছু হইবে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া কলম শুস্ক হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ পাক তোমার তকদীরে যাহা লিখেন নাই, যদি সমগ্র বিশ্ব একত্রিক হইয়া তোমাকে এই ব্যাপারে কোন উপকার করিতে ইচ্ছা করে বা তোমার কোন ক্ষতি করিতে ইচ্ছা করে, তখন সমগ্র বিশ্ব অক্ষম হইয়া পড়িবে।

(৪) আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসী হও। আর এই কথা জানিয়া রাখ যে, অপছন্দ বিষয় সমূহের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করিবার মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে।

ধৈর্যের পর সাহায্য আসে। কষ্টের পর সুখ আসে। আর অভাবের পর স্বাচ্ছন্দ্যতা আগমন করে।

দুই এবং দুই আরও এক

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- হে মানুষ! আমার নিকট হইতে পাঁচটি কথা শিক্ষা করিয়া লও। দুই এবং দুই অতঃপর আরও একটি-

(১) খবরদার! তোমাদের প্রত্যেকে যেন শুধু পাপ কার্য থেকে ভয় পায়।

(২) আল্লাহ পাক ব্যতীত যেন অন্য কাহারো নিকট হইতে কোন কিছু পাওয়ার আশা না করে।

(৩) অজ্ঞ ব্যক্তি ইলেম শিক্ষা করিতে যেন লজ্জিত না হয়।

(৪) যখন কাহারও নিকট কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় আর সে তাহা জানে না।

তখন জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি এই কথা বলিতে যেন লজ্জাবোধ না করে যে, আমি জানি না।

(৫) ভাল করিয়া বুঝিয়া লও যে, সমুদয় কার্যের তুলনায় ধৈর্য ধারণের মর্যাদা এমন যেমন সমস্ত দেহের তুলনায় মাথার মর্যাদা।

ফকীহ কে?

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- তোমরা কি জান যে, ফকীহ কে?

যে অন্যকে আল্লাহর রহমত (অনুগ্রহ) থেকে নিরাশ করে না এবং তাঁহার আযাব থেকে কাহাকেও অভয় দেয় না আর মানুষের সামনে আল্লাহর অবাধ্য হওয়াকে সুন্দর রূপ দেয় না- সে ব্যক্তিই হইল বাস্তবিক পক্ষে ফকীহ। আল্লাহ পাক যতক্ষণ পর্যন্ত ফয়সালা না করিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার আল্লাহ প্রেমিকও জান্নাতে যাইতে পারিবেন না, আর গোনাহগারও জাহান্নামে যাইবে না।

'উম্মতের সর্বোত্তম লোকটিও আল্লাহর আযাব থেকে অভয় হইতে পারে না, আর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিটিও তাহার রহমত থেকে নিরাশ হইতে পারে না।'

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ -

'ধ্বংসে নিপতিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় থাকে না। আর কাফের ব্যতীত অন্য কেহ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।'

বিপদাপদ খারাপ বলিয়া ধারণা করিও না

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ধন সম্পদ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে আর আমিও অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- ঐ বান্দার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই যে বিপদাপদে পতিত হয় নাই। যদি আল্লাহ পাক কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তাহাকে বিভিন্ন বিপদাপদ ও অস্থিরতায় লিপ্ত করিয়া দেন যাহাতে সে ইহাতে ধৈর্য ধারণ করিয়া উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইতে পারে। হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- যে ব্যক্তি শাসনকর্তার অত্যাচারে মারা যায় সে শহীদ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- আল্লাহ পাক কোন কোন বান্দাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিতে ইচ্ছা করেন- কিন্তু তাহার আমলের মধ্যে ত্রুটি থাকার কারণে সে ঐ মর্যাদার অধিকারী হইতে পারে না। তখন আল্লাহ পাক তাহাকে দৈহিক বিপদাপদে ও কষ্টে জড়িত করিয়া দেন, যাহাতে সে ব্যক্তি ইহাতে ধৈর্যধারণ করিয়া ঐ মর্যাদা অর্জন করিতে পারে।

দৈহিক কষ্ট ও রহমত

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَ بِهٖ -

অর্থ ঃ যে ব্যাক্তি বদ আমল করিবে তাহাকে উহার শাস্তি দেওয়া হইবে।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর খুশী হওয়ার সুযোগ কোথায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- তোমরা কি কখনও অসুস্থ হওনা? তোমাদের কি কোন বিপদাপদ আসে না? তোমরা কি কখনও বিষন্ন হওনা? এই সকল কষ্টের বিনিময়েও আল্লাহ পাক বান্দার গোনাহ মাফ করিয়া দেন (অর্থাৎ এই সকল কষ্ট ও বদ আমলের শাস্তি)।

এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেনঃ আল্লাহ পাক আমার প্রতি এমন এক আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন- যাহা দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যাহা কিছু আছে তাহা অপেক্ষাও উত্তম। মহান আল্লাহ পাক বান্দাকে দুই বার (অর্থাৎ দুনিয়াতে ও পরকালে) শাস্তি দেওয়া, তাঁহার শানের পরিপন্থী।

বিপদাপদের অবস্থায় হতবুদ্ধি হইবে না।

হযরত খাব্বাব বিন আরত রাদিআল্লাহু আনহু একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহের ছায়াতে বসিয়াছিলেন। (তিনি হাটুদ্বয় খাড়া করিয়া, হাটু আর পিঠ চাদর দ্বারা বাঁধিয়া বসিয়াছিলেন। কারণ এই ধরনের বসা অধিক আরামদায়ক হয় আর ইহাতে বিনয়ও অধিক প্রকাশ পায়)। তিনি তথায় আসিয়াই বলিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি কি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সাহায্যের দোয়া করেন না? (যাহাতে মক্কার কাফেরদের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়?) এই কথা শ্রবণ করার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোজা হইয়া বসিলেন, তখন তাহার মুখমন্ডল লাল হইয়া গিয়াছিল, তিনি বলিলেনঃ তবে কি তোমাদের জানা নাই যে, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদিগকে কি পরিমাণ কষ্ট দেওয়া হইয়াছে? মাটিতে গর্ত খনন করিয়া মানুষকে সেই গর্তে পুতিয়া রাখা হইত। আর করাত দ্বারা তাহাকে টুকরা করিয়া দেওয়া হইত। এতদ্বসত্বেও দ্বীন সম্পর্কে তাহাদের মধ্যে কোনরকম পিছটান বা নমনীয়তা সৃষ্টি হইত না।

সর্ব প্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ জান্নাতের দিকে সর্ব প্রথম ঐ সকল লোকদিগকে আহবান করা হইবে যাহারা সুখে দুঃখে উভয় অবস্থায় আল্লাহ পাকের প্রশংসা করিত।

ফায়দাঃ বান্দার সর্ব প্রকার বিপদাপদ ও কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করা উচিত। আর এই কথা বুঝা উচিত যে, এখন সে যে কষ্টে পতিত হইয়াছে- তাহা পরকালের কষ্ট অপেক্ষা অনেক কম। আল্লাহ পাক জাগতিক জীবনের কষ্ট দ্বারা পরকালীন কষ্ট দূরীভূত করেন। সুতরাং সে যেন ইহার বিনিময়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। যদি ধৈর্যধারণ করা কঠিন হয়, তাহা হইলে কাফেররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে, যে কষ্ট দিয়াছিল তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরূপে ধৈর্যধারণ করিয়াছিলেন। সেদিকে যেন দৃষ্টিপাত করে।

কাফেরদের জন্য বদদোয়া করা

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহর নিকটে নামায পড়িতেছিলেন। আবু জেহেল তাহার সাথী সঙ্গীসহ তথায় বসিয়াছিল। পার্শ্বেই একস্থানে একটি উটের নাড়ীভূড়ি পড়িয়াছিল। আবু জেহেল বলিল- মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সিজদা করিবেন তখন কে এই নাড়ীভূড়ি গুলি তাহার কোমরের উপর রাখিয়া আসিতে পারিবে? এক বদবখত উঠিল এবং এই কার্যটি করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাড়ীভূড়ির বোঝার চাপে সিজদা থেকে উঠিবার শক্তি পাইতেছিলেন না। এই অবস্থা দেখিয়া এই বদবখতেরা হাসিতেছিল।

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলাম যে, যদি আমার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আমি তাহা সরাইয়া দিতাম। এমতাবস্থায় কেহ হয়তোবা হযরত ফাতিমা রাদিআল্লাহু আনহাকে, এই সম্পর্কে অবগত করিয়াছিল। তিনি দৌড়াইয়া আসিলেন এবং নাড়ীভূড়ি সরাইলেন আর কাফেরদের গালমন্দ করিলেন। নামাযান্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ বদবখতগুলির জন্য বদদোয়া করিলেন। বদদোয়া শুনিয়া কাফেররা ভয় পাইল এবং হাসাহাসি বন্ধ করিয়া দিল। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন যাহাদের নাম ধরিয়া ধরিয়া বদদোয়া করিয়াছিলেন- আমি তাহাদের সকলকেই বদরের যুদ্ধে লাশ হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

পার্থিব জীবনের কষ্ট এবং গোনাহ মাফ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন- কোন নবী আল্লাহ পাককে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি আপনার অনুগত মুমিন বান্দাগিগকে পার্থিব ধনসম্পদ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন, আর বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছেন। পক্ষান্তরে নাফরমান কাফের ও মুশরিকদের অগণিত নেয়ামত দান করিয়াছেন। তাহাদিগকে বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদ হইতেও হেফাজত করিয়াছেন। (এ সব কিছুর পিছনে কি রহস্য রহিয়াছে?)

আল্লাহপাক বলেন- বান্দাও আমার, আবার বিপদাপদও আমিই প্রদান করি। (যাহাকে ইচ্ছা বিপদে নিমজ্জিত করি আবার যাহাকে ইচ্ছা বিপদ থেকে পরিত্রাণ দেই।)

মুমিন বান্দাদিগকে পার্থিব ধন সম্পদ হইতে বঞ্চিত করি এবং তাহাদেরকে বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদে লিপ্ত করি- যাহাতে ইহা দুনিয়াতেই তাহাদের গোনাহের জন্য কাফ্ফারা হইয়া যায় এবং পরকালে তাহাদের সৎ কর্মের পুরাপুরি বিনিময় লাভ করে। আর কাফেরদেরকে পার্থিব নিয়ামত সমূহ দান করি ও তাহাদেরকে

বিপদাপদ মুক্ত রাখি, যাহাতে কিয়ামতের দিনে তাহাদের কুফুরীর ও বদ আমলের পুরাপুরি শাস্তি দেওয়া যায়।

হায়! যদি আমাদের দেহও কেচি দ্বারা কাটা হইত

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যখন আল্লাহ পাক কোন বান্দার মঙ্গল করিতে এবং তাহাকে অমঙ্গল ও অকল্যাণ হইতে বাঁচাইতে ইচ্ছা করেন। তখন তিনি তাহাকে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদে ও অস্থিরতায় নিমজ্জিত করেন।

বান্দা যখন দোয়া করার সময় "ইয়া আল্লাহ" বলে। তখন ফিরিশতাগণ বলেন যে- এই আওয়াজ তো আমাদের পরিচিত। অতঃপর বান্দা যখন দ্বিতীয়বার আল্লাহকে আহবান করে, তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে উত্তর আসে আমি অবশ্যই তোমার সাহায্য করিব। তুমি যাহা চাহিবে- আমি তোমাকে তাহাই প্রদান করিব। অথবা তাহা না দিয়া উহার বিনিময়ে তোমাকে কোন বিপদাপদ হইতে রক্ষা করিব এবং তোমার জন্য আমার কাছে এমন বিষয় জমা করিয়া রাখিব যাহা তোমার প্রার্থনীয় বিষয় অপেক্ষা অনেক উত্তম। কিয়ামতের দিনে নেককারদের আমল মাপিয়া ফয়সালা করা হইবে আর তাহাদের আমলের বিনিময় দেওয়া হইবে। অতঃপর বিপদাপদ ও কষ্টক্লেশ সহ্য করনে ওয়ালাদিগকে আহবান করা হইবে। দুনিয়াতে তাহাদের উপর যেভাবে বিপদাপদের বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছিল, অনুরূপভাবে এখন তাহাদের উপর রহমতের বৃষ্টি হইতে থাকিবে। হিসাব নিকাশ ব্যতীত তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করা হইবে। দুনিয়াতে যাহারা সুখী জীবন যাপন করিতেছিল, তাহারা তখন তাহাদের অবস্থা দেখিয়া আকাংক্ষা করিতে থাকিবে যে, হায়! যদি আমার শরীরও কেচি দিয়া কাটা হইত!

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

অর্থঃ ধৈর্যধারণকারীদিগকে অগণিত প্রতিদান ও সওয়াব প্রদান করা হইবে।

চার প্রকারের মোকাবিলায় অপর চার প্রকার

কিয়ামতের দিনে আল্লাহ পাক চার প্রকার লোককে অপর চার প্রকার লোকের বিরুদ্ধে দলীল হিসাবে খাড়া করিবেন।

(১) সম্পদশালীদের মোকাবিলায় হযরত সুলায়মান (আঃ) কে উপস্থিত করা হইবে। কোন সম্পদশালী যখন ওযর পেশ করিতে থাকিবে যে, দুনিয়াতে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যস্ততার কারণে সে আল্লাহ পাকের ইবাদত করার সুযোগ পায় নাই। তখন তাহাকে বলা হইবে (তুমি মিথ্যুক)। সুলায়মান (আঃ) তোমার অপেক্ষা অধিক সম্পদশালী ছিলেন। কিন্তু তাহার সম্পদ এবং শাসন কার্যের দায়িত্ব তাহাকে আমার ইবাদত থেকে বিরত রাখিতে পারে নাই।

(২) দাসদের মোকাবিলায় হযরত ইউসুফ (আঃ) কে উপস্থিত করা হইবে। দাস বলিবে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে দুনিয়াতে যাহার দাস বানাইয়াছিলেন, তাহার দাস হিসাবে থাকার কারণে আমি আপনার ইবাদত করিবার সুযোগ পাই নাই। তাহাকে বলা হইবে- তুমি মিথ্যা বলিতেছ। যদি দাসত্ব ইবাদতের পথে

প্রতিবন্ধক হয়? তাহা হইলে ইউসুফ (আঃ) ও তো মিশরে দাস অবস্থায় ছিলেন। তাহার দাসত্ব কেন আমার ইবাদতের পথে প্রতিবন্ধক হয় নাই।

(৩) দরিদ্রদের মোকাবিলায় হযরত ঈসা (আঃ) কে উপস্থিত করা হইবে। দরিদ্র ব্যক্তি, বলিবে- হে আল্লাহ! আমি কিভাবে আপনার ইবাদত করিব, আপনি তো আমাকে দরিদ্র বানাইয়াছেন। এই দারিদ্রতা না আমাকে দুনিয়াতে কিছু করিতে দিল- না আখেরাতের জন্য কিছু করিতে পারিলাম। তাহাকে বলা হইবে যে, তোমার ওযর বাতিল। তুমি কি আমার বান্দা ঈসা (আঃ) অপেক্ষাও অধিক দরিদ্র ছিলে? তিনি দরিদ্র হওয়া সত্বেও কিভাবে আমার ইবাদত করিয়াছিলেন?

(৪) অসুস্থ ও রুগ্ন ব্যক্তিদের মোকাবিলায় হযরত আইয়ুব (আঃ) কে উপস্থিত করা হইবে। রুগ্ন ব্যক্তি বলিবে- হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এতগুলি রোগে জড়াইয়া দিয়াছিলেন যে, আমি কিছুই করিতে পারি নাই। তাহাকে বলা হইবে- তুমি মিথ্যুক। আইয়ুব (আঃ)- এর দিকে দেখ, তোমার রোগগুলি কি তাহার রোগ অপেক্ষাও অধিক মারাত্মক ছিল? তিনি তো অবর্ণনীয় কস্ট সহ্য করিয়াও আমার ইবাদত করিতেন। যদি ইবাদত করিবার জন্য তোমার ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে তোমার জন্যও কোন মুশকিল ব্যাপার ছিল না। অতঃপর সকলেই চুপ হইয়া যাইবে।

(উল্লিখিত ঘটনাতে এমন সব ব্যক্তিদের জন্য কত সুন্দর শিক্ষামূলক উপদেশ রহিয়াছে, যাহারা সাধারণ বাহানার দ্বারা ফরয পর্যন্ত ছাড়িয়া দেয়।)

স্ব স্ব পছন্দ

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- মানুষ রোগগ্রস্ত হইলে হতাশ ও ভগ্ন মনোরথ হইয়া পড়ে, আর আমি তাহা পছন্দ করি। যাহাতে আমার গোনাহ মাফ হয়।

মানুষ অভাব অনটনকে ভয় করে। আমি তাহা পছন্দ করি, (কারণ ইহার দ্বারা আমার মধ্যে নম্রতা সৃষ্টি হয়।)

সাধারণ মানুষ মৃত্যুকে খারাপ মনে করে, কিন্তু আমার কাছে মৃত্যু প্রিয়। কারণ ইহার মাধ্যমেই প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ হয়।

দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- যে ব্যক্তির তিনটি গুণ অর্জিত হইয়াছে, তাহার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ অর্জিত হইয়াছে।

(১) আল্লাহ পাকের ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।
(২) বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা।
(৩) সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময়েও দোয়া করা।

ব্যাখ্যাঃ বাহ্যিক দৃষ্টিতে উল্লিখিত গুণাবলী সাধারণ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাদের প্রত্যেকটি সম্পদ ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অফুরন্ত ভান্ডার।

হে আশেক! কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত হও

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খেদমতে উপস্থিত হইল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লম্বালম্বি শুইয়া ছিলেন। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি কোন প্রকার অসুবিধা বোধ করিতেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন -"হ্যাঁ, আমি ক্ষুধার্ত।"

লোকটি এই কথা শুনিয়া বিচলিত হইয়া সাথে সাথে সেখান হইতে চলিয়া গিয়া অন্য এক ব্যক্তির জমি পানি দ্বারা ভিজাইয়া দেওয়ার মজদুরী গ্রহণ করিল। প্রতি বালতি পানি বহনের পারিশ্রমিক হিসাবে একটি একটি করিয়া খেজুর লাভ করিল। অবশেষে খেজুরগুলি লইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খেদমতে উপস্থিত হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- সম্ভবতঃ তুমি আমার মহব্বতে এতটুকু করিয়াছ? সে জবাব দিল- হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! শুধু আপনার মহব্বতেই এইরূপ করিয়াছি।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তাহা হইলে, বিপদাপদের জন্য প্রস্তুত হইয়া যাও। আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি যে, আমাকে যে ব্যক্তি মহব্বত করে তাহার প্রতি বিপদাপদ এইভাবে আসিতে থাকে, যেভাবে পাহাড়ের উপর হইতে পানি গড়াইয়া পড়িতে থাকে।

পার্থিব নেয়ামতের ধোকায় পড়িও না

হযরত ওকবা বিন আমের রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ "যদি তোমরা কোন ব্যক্তিকে এমন দেখ যে, আল্লাহ পাক তাহাকে স্বীয় পছন্দনীয় কোন কিছু দান করার পরও সে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত রহিয়াছে। তাহা হইলে বুঝিয়া নিবে যে, ইহা তাহার প্রতি আল্লাহর পুরস্কার নয় বরং আল্লাহ পাক তাহাকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ঢিল দিয়াছেন। আল্লাহ পাক বলেন-

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ -

অর্থঃ তাহাদিগকে যে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা যখন তাহারা ভুলিয়া গেল, তখন আমি তাহাদের জন্য সব কিছুর দরজা খুলিয়া দিলাম। এমন কি তাহাদিগকে যাহা প্রদান করা হইয়াছে, তাহা পাইয়া যখন তাহারা খুশী হইয়া গেল, তখন অকস্মাৎ আমি তাহাদিগকে ধরিলাম। তখন তাহারা নিরাশ হইয়া পড়িল।

সওয়াবের খাযানা

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করিল যে- কোন্ ব্যক্তির প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক বিপদাপদ নামিয়া আসে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- নবীগণের প্রতি। অতঃপর নেককার ব্যক্তিদের প্রতি। অতঃপর ঐ সকল ব্যক্তিদের প্রতি যাহারা তাহাদের অধিকতর নিকটবর্তী হয়। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি যত অধিক পরহেজগার ও মুত্তাকী হইবে- সে ততোধিক বিপদাপদে পতিত হইবে)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিলেন যে, চুপেচুপে কাহাকেও না জানাইয়া দান- সদকা করা আর বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্টে ধৈর্যধারণ করা হইল ছওয়াবের খাযানা।

নবীগণের এবং নেককারগণের পথ

হযরত ওহাব বিন মোনাব্বা রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি কোন এক হাওয়ারীর গ্রন্থে এই কথা লিখিত পাইয়াছি যে, হে মানুষ! যদি তোমাদের প্রতি সাংঘাতিক বিপদ আসিতে থাকে, তাহা হইলে খুশী হও; কারণ ইহা নবীগণের ও নেককারগণের পথ। তোমাকে এই পথে চালানো হইতেছে।

আর যদি তোমরা সুখ সম্পদের অধিকারী হও তাহা হইলে ক্রন্দন করা উচিত। কেননা তোমাকে তাহাদের পথ হইতে হটানো হইয়াছে।

অভাব অনটন সত্ত্বেও খুশী হওয়া

একদা হযরত ফাতাহ মুসলী রহমতুল্লাহি আলাইহি -এর পরিবার পরিজন খুব অভাব অনটনে পড়িয়াছিল। তখন তিনি আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করিতে শুরু করিলেন- হে আল্লাহ! যদি আমি জানিতে পারিতাম যে, আমার কোন্ আমলের ফলে অভাব অনটনের এই নিয়ামত অর্জিত হইয়াছে- তাহা হইলে আমি ঐ আমলটি আরও অধিক করিতাম।

ব্যাখ্যাঃ তবে ইহার অর্থ এই নহে যে, অভাব অনটনের জন্য দোয়া করা ঠিক হবে। বরং সর্বদা সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দের জন্য দোয়া করা উচিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিতে পাইলেন যে, এক ব্যক্তি সবরের জন্য দোয়া করিতেছে। তখন হুজুর তাহাকে বলিলেন- তুমি তো আল্লাহর কাছে বিপদাপদের প্রার্থনা করিতেছ। (কেননা সবর করার তখনই প্রয়োজন হয় যখন কোন বিপদ আসে)। আল্লাহর কাছে সুখ স্বাচ্ছন্দ প্রার্থনা কর। তবে যদি আল্লাহর পক্ষ হইতে কোনরূপ অভাব অনটন আসে বা কোন প্রকার রোগ শোক দ্বারা আক্রান্ত হও; তাহা হইলেও অস্থির হইও না এবং আপত্তি উত্থাপন করিও না, বরং এই আশায় খুশী থাক যে ইহার বিনিময়ে আল্লাহ পাক গোনাহ মাফ করিবেন এবং আখেরাতের নেয়ামত দান করিবেন।

জনৈকা বাহাদুর নারী

হযরত মুসলিম বিন ইয়াসার রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আমি একদা বাহরাইন গিয়াছিলাম। সেখানে এক রমণী আমাকে দাওয়াত করিয়াছিল। রমণী সম্পদশালিণী ছিল, তাহার কয়েকটি পুত্র সন্তান ছিল এবং অনেক দাস-দাসী ছিল, কিন্তু তাহাকে চিন্তা মগ্ন দেখা যাইতেছিল। আমি চলিয়া আসার সময় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কোন কিছুর প্রয়োজন হইলে আমাকে বল; রমণী বলিল, আপনি পুনরায় এই এলাকায় আসিলে আমার এখানে অবস্থান করিবেন বলিয়া আশা রাখি। কয়েক বৎসর পর আমি পুনরায় ঐ এলাকায় গমন করিলাম। একদিন ঐ রমণীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তখন অবস্থার বিরাট পরিবর্তন অনুভব করিলাম। তাহার সন্তানদিগকে পাইলাম না এবং তাহার কোন দাস-দাসীও দেখিতে পাইলাম না। এমন কি তাহার ধন সম্পদের নিদর্শনও দেখা

যাইতেছিল না। কিন্তু এই নিঃসঙ্গ ও নিঃস্ব অবস্থায়ও তাহাকে খুব আনন্দিত ও সুখী মনে হইতেছিল। আমি তাহার কাছে ইহার কারণ জানিতে চাহিলে সে বলিল- আপনি যাওয়ার পর আমার ব্যবসায়ের সমূদয় সম্পদ সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে। আর স্থল পথে পরিচালিত ব্যবসায়ের সম্পদ সমূহ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সন্তানাদি মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। দারিদ্রতার চাপে দাস-দাসী পলায়ন করিয়াছে। আমি বলিলাম-আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। এমতাবস্থায়ও তুমি কিভাবে খুশী থাকিতে পারিলে?

সে বলিল- প্রথমে আমি এই জন্য বিষন্ন ছিলাম যে, আমার ভয় হইতেছিল, না জানি আল্লাহ পাক আমার নেক কাজের বিনিময় দুনিয়াতেই দিয়া দিয়াছেন কিনা? এখন সমস্ত বিষন্নতা দূরীভূত হইয়াছে, এখন আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, আমার নেক কাজের বিনিময়ে আখেরাত পাইব। ইহাতেই আমি খুশী।

প্রত্যেক কষ্টই নিয়ামত

হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন কোন এক সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহু তাঁহার পরিচিতা এক রমণীর সাক্ষাৎ পাইলেন। তাহার সাথে কথাবার্তা বলিলেন, অবশেষে রমণী চলিয়া যাইতেছিল আর উক্ত সাহাবী অপলক নেত্রে তাহার দিকে দেখিতেছিলেন। এমতাবস্থায় হঠাৎ একটি দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িল, ফলে সাহাবীর মুখমন্ডললের কোন অংশে সামান্য আঘাত লাগিল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে উপস্থিত হইয়া ঘটনা বর্ণনা করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, "আল্লাহ পাক যে বান্দার মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন- দুনিয়াতেই তাহার গোনাহের শাস্তি দিয়া দেন।"

আশাপ্রদ আয়াত

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন- তোমাদিগকে কি এমন একটি আয়াতের কথা বলিব যাহা সর্বাধিক আশাপ্রদ? তাহারা বলিল- অবশ্যই বলুন। তখন তিনি আয়াতটি তিলাওয়াত করিলেন-

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْرٍ -

অর্থঃ তোমাদের উপর যে সমুদয় বিপদাপদ আসে; সে সব তোমাদের আমলের কারণে আসে। আর আল্লাহ পাক অনেক গুলো মাফও করিয়া দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর শোকপত্র

হযরত মুয়ায বিন জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু- এর পুত্রের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত শোকপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন-

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পক্ষ হইতে মুয়ায বিন জাবালের নামে-

আসসালামু আলাইকুম!

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য যিনি ব্যতীত কেহ মাবুদ নাই।

আম্মা বাদ!

আল্লাহ পাক তোমাকে এই কষ্টের বিনিময়ে মহান প্রতিদান দান করুন এবং

ইহাতে ধৈর্যধারণ করার ও শুকরিয়া আদায় করিবার তৌফিক দান করুন।

আমাদের জীবনে সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ এই সব কিছু আল্লাহ পাকের মোবারক দান এবং আমানত। আমরা এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত এই সব থেকে ফায়দা লাভ করি মাত্র। আর এক নির্ধারিত সময়ের পর এই আমানত ফিরাইয়া লওয়া হয়। এই সকল নিয়ামত লাভ করিবার সময় শুকরিয়া আদায় করা আর ফিরাইয়া নেওয়ার সময় ধৈর্যধারণ করা প্রতিটি মানুষের জন্য অপরিহার্য।

তোমার পুত্রও আল্লাহ পাকের আমানত হিসাবে তোমার কাছে ছিল। আল্লাহ পাক খুব সন্তুষ্টি ও খুশীর সাথে তোমাকে তাহা প্রদান করিয়াছিলেন। আর এখন মহান প্রতিদান দেওয়ার অঙ্গীকার করিয়া তাহা ফিরাইয়া লইয়াছেন।

হে মুয়ায! বিচলিত হইওনা! এমন যেন না হয় যে, তোমার কান্নাকাটি সওয়াবকে নষ্ট করিয়া দেয়, ইহার ফলে মৃত ব্যক্তিও ফিরিয়া আসিবেনা আবার তোমার দুঃখও লাঘব হইবে না। "তোমাকেও কাল মরিতে হইবে" এই কথা ভাবিয়া তোমার বিপদ হাল্‌কা করিবার চেষ্টা কর।

বিপদাপদের শেকায়েত করিবে না

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন-

* যে ব্যক্তি পার্থিব কোন ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়- সে যেন আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হইল।

* যে ব্যক্তি বিপদাপদের শেকায়েত করিল- সে যেন আল্লাহ পাকের শেকায়েত করিল।

যে ব্যক্তি সম্পদের লোভে কোন সম্পদশালীর সামনে বিনয়ী হইল- যেন সে আল্লাহ পাকের দ্বীনের দুই-তৃতীয়াংশ ধ্বংস করিল।

ব্যাখ্যাঃ বিনয় শুধু আল্লাহর জন্য হওয়া চাই। সম্পদের ন্যায়- ঘৃণিত বস্তুর জন্য কাহাকেও খোশামোদ করা চরম পর্যায়ের অপমান ইহার ফলে দ্বীন নষ্ট হয়।

যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করিয়াছে। আর (কুরআন মোতাবেক আমল না করার কারণে) দোজখে গিয়াছে। জানিয়া রাখিবে, আল্লাহ পাক তাহাকে স্বীয় রহমত হইতে দূরে সরাইয়া দিয়াছেন।

ব্যাখ্যাঃ কুরআন মানুষকে দোযখ হইতে বাঁচাইয়া জান্নাতে প্রবিষ্ট করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। অতএব কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সত্ত্বেও যদি কেহ জাহান্নামে যায়, তাহা হইলে- তাহা কতই পরিতাপের বিষয় হইবে।

তৌরাতের চার লাইন

হযরত ওহাব বিন মোনাব্বা রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আমি তৌরাতের মধ্যে চারটি লাইন দেখিয়াছি-

(১) যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের কিতাব পাঠ করিয়াছে। অতঃপর ধারণা করে যে, তাহাকে মাফ করা হইবে না। সে আল্লাহর কিতাবের আয়াতের সাথে ঠাট্টা করিতেছে।

(২) যে ব্যক্তি তাহার উপর আপতিত বিপদের শেকায়াত করে- সে যেন আল্লাহরই শেকায়াত করে।

(৩) পার্থিব সম্পদ অর্জিত হয় নাই বলিয়া, যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয় -সে যেন আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি অসন্তুষ্ট হইল।

(৪) যে ব্যক্তি কোন সম্পদশালীর প্রতি ঝুকিয়া পড়িল- তাহার দ্বীনের দুই তৃতীয়াংশ নষ্ট হইয়া গেল।

ব্যাখ্যাঃ আজকাল মানুষের অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে যে, সাধারণ ও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি সকলের অন্তর থেকেই যেন দ্বীন ধ্বংস হওয়ার চিন্তা বিদূরিত হইয়া গিয়াছে।

সবরের সওয়াব বার বার পাওয়া যায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- অতীতে কষ্ট পাইয়াছে- এমন কোন কষ্টের কথা মনে করিয়া যখন কোন মুসলমান "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করে- তখন সে ঐ পরিমাণ সওয়াব লাভ করে যে পরিমাণ সওয়াব, সেক্ষেত্রে পাঠ করিবার সময় লাভ করিয়াছিল।

ব্যাখ্যাঃ এই ভাবে যতবার একই কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া সবর করিবে ততবারই সওয়াব পাইবে।

হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু আনহু -এর এক সুন্দর অভ্যাস

হযরত ওসমান গণী রাদিআল্লাহু আনহু -এর এক অভ্যাস ছিল যে- কোন ঘরে কোন শিশু জন্ম লাভ করিলে, তিনি সপ্তম দিনেই তাহাকে কোলে লইয়া আদর করিতেন। কোন এক ব্যক্তি তাহার এইরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিতেন- আমি এইরূপ করি যাহাতে আমার অন্তরে শিশুর জন্য মহব্বত সৃষ্টি হয়। অতঃপর যদি শিশুটি মারা যায়- তাহা হইলে আমি অধিক সওয়াব লাভ করিতে পারি।

ব্যাখ্যাঃ যত অধিক আদরের জিনিস নষ্ট হয় আর তাহার উপর ধৈর্যধারণ করা যায় তখন তত অধিক সওয়াব লাভ হইবে।

শোক সন্তপ্ত ব্যক্তিকে সান্তনা দেওয়া সুন্নত

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- জনৈক ব্যক্তি একটি শিশু কোলে লইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিশে উপস্থিত হইতেন। হঠাৎ করিয়া ঐ ব্যক্তি, মজলিশে উপস্থিত হওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। কয়েকদিন পর্যন্ত মজলিশে অনুপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার অবস্থা জানিতে চাহিলেন, উপস্থিত লোকজনদের মধ্য হইতে একজন বলিলেন- তাহার শিশুটি মারা গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- তাহা হইলে সে আমাদিগকে অবগত করিলনা কেন? তাহার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য যাওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির কাছে পৌছিয়া তাহাকে খুব চিন্তিত দেখিতে

পাইলেন। ঐ ব্যক্তি বলিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি এই শিশুটিকে আমার বার্ধক্যের আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন- তাহার এই অকাল মৃত্যুতে তুমি সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য এই কথাটি কি যথেষ্ট নহে? কিয়ামতের দিনে যখন এই শিশুকে জান্নাতে লইয়া যাওয়ার জন্য বলা হইবে- তখন সে বলিবে, হে আল্লাহ! আমার পিতামাতা? তখন তাহাকে বলা হইবে- তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর, তখন সে বলিবে- পিতামাতা ব্যতীত জান্নাতে যাইব না। তখন হুকুম হইবে যে- ঠিক আছে! তোমার পিতামাতাকেও সাথে লইয়া যাও। এই কথা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি (মৃত শিশুর পিতা) খুব খুশী হইলেন। আর তাহার সমুদয় চিন্তা দূরীভূত হইল।

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে- শোক সন্তপ্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেওয়া সুন্নত।

শোক সন্তপ্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা প্রদান করার আর অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়ার সওয়াব

হযরত হাসান রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ পাকের কাছে কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন-

(১) হে আল্লাহ! অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে গেলে কি পরিমাণ সওয়াব হয়? আল্লাহ পাক বলেন- অসুস্থ ব্যক্তিকে যে দেখিতে যায়, সে সদ্য প্রসূত শিশুর ন্যায় গোনাহ থেকে মুক্ত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে উল্লেখিত গোনাহ দ্বারা ছগীরা গোনাহ বুঝানো হইয়াছে। অধিকন্তু এই ফল লাভ করিবার জন্য শর্ত হইতেছে- শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়া।

(২) জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করিলে কি পরিমাণ সওয়াব লাভ হয়। আল্লাহ পাক বলেন- কাহারও জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করিয়াছে এমন ব্যক্তি যখন ইনতিকাল করে, তখন তাহার জানাযার নামাযে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য এমন কতকগুলি ফিরিশতা প্রেরণ করা হয় যাহারা পতাকা বহন করিয়া কবর পর্যন্ত অতঃপর হাশর পর্যন্ত যায়।

(৩) শোক সন্তপ্ত ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিলে কি পরিমাণ সওয়াব হয়। আল্লাহ পাক বলেন- তাহাকে কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ার নীচে স্থান দেওয়া হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ এখলাছ ব্যতীত এই সওয়াব পাওয়া যায় না।

দুই ঢোক, দুই ফোটা আর দুই কদম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- দুইটি ঢোক আল্লাহ পাকের কাছে বড়ই প্রিয়-

(১) ক্রোধের ঢোক (২) সবরের ঢোক।

তাঁহার কাছে দুইটি ফোঁটাও অত্যধিক প্রিয়-

(১) জিহাদের ময়দানে রক্তের ফোঁটা।

(২) নির্জন রাত্রে শুধু আল্লাহর ভয়ে অশ্রুর যে ফোঁটাটি চোখ থেকে বাহির হয়।

অনুরূপভাবে আল্লাহর দৃষ্টিতে দুইটি কদম খুব পছন্দনীয়

(১) যে কদম ফরয নামাযের জন্য উঠায়।
(২) যে কদম কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার জন্য এবং কোন শোক সন্তপ্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য উঠায়।

কাহারো মৃত্যুর পর সীমাতিরিক্ত ব্যথিত হইও না

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন- হযরত সুলায়মান (আঃ) -এর পুত্র মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিল। ইহাতে তিনি খুব ব্যথিত হইলেন। এমতাবস্থায় দুই ফিরিশতা বিতর্ককারী হিসাবে তাহার সামনে উপস্থিত হইলেন। এক ফিরিশতা বাদী অপর ফিরিশতা বিবাদী। বাদী ফিরিশতা বলিলেন- আমি ক্ষেতের মধ্যে বীজ বপন করিয়াছি, আর সে ক্ষেতের উপর দিয়া পাড়াইয়া তাহা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। বিবাদী ফিরিশতা বলিলেন- হযরত! আমি সোজা পথ ধরিয়া চলিতেছিলাম, কিন্তু পথটি তাহার ক্ষেতের মধ্য দিয়া গিয়াছিল। (অর্থাৎ সে রাস্তার মাঝখানে বীজ বপন করিয়া রাস্তাকে ক্ষেত বানাইয়াছে)। হযরত সুলায়মান (আঃ) বাদীকে বলিলেন- অপরাধ তো তোমারই। তুমি জনসাধারণের চলার পথকে কেন ক্ষেত বানাইয়াছ? তোমার কি খবর নাই যে- এই রাস্তা দিয়া সকল লোকজন চলাফেরা করে? ফিরিশতা তখন আরয করিলেন- হযরত! আপনি স্বীয় পুত্রের মৃত্যুর কারণে এত ব্যথিত কেন? আপনার কি এই কথার খবর নাই যে- মৃত্যু পরকালের পথ? তখন হযরত সুলায়মান (আঃ) আল্লাহর কাছে তাওবা করিলেন। অতঃপর আর কাহারো মৃত্যুর কারণে ব্যথিত হন নাই।

সবরের নমুনা

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু সফরে ছিলেন। তখন তাঁহার নিকট পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছিল। তখন তিনি "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন" পাঠ করিয়া বলিলেন- সে পর্দায় আবৃত একটি প্রাণী ছিল। আল্লাহ পাক তাহাকে ঢাকিয়া লইয়াছেন। সে একটি বোঝা স্বরূপ ছিল- আল্লাহ পাক তাহা হালকা করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ পাক আমাকে ইহার বিনিময় প্রদান করিবেন। অতঃপর দুই রাকাত নামায পড়িয়া বলিলেন- আল্লাহ পাক আমাকে যাহা করিবার হুকুম করিয়াছেন- আমি তদনুযায়ী আমল করিয়াছি। অর্থাৎ ধৈর্যধারণ করিয়াছি আর নামায আদায় করিয়াছি।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ -

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! সবর এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।

যে কোন বিপদের সময় 'ইন্নালিল্লাহে' পাঠ কর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যদি জুতার ফিতাও ছিড়িয়া যায়- তাহা হইলেও ইন্নালিল্লাহ পড়। এইটাও একটি বিপদ, ইহার কারণেও সওয়াব লাভ হইবে।

'ইন্নালিল্লাহ' এর বরকত

হযরত উম্মে সালমা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি কোন বিপদে পতিত হইয়া 'ইন্নালিল্লাহে' পাঠ করে আর আল্লাহ পাকের কাছে ইহার বিনিময়ে সওয়াবের এবং উত্তম বিনিময়ের জন্য দোয়া করে, তাহা হইলে আল্লাহ পাক অবশ্যই তাহাকে তাহা প্রদান করেন।

তিনি আরও বলেন- আমার স্বামী আবু সালমা রাদিআল্লাহু আনহু -এর ইনতিকাল হওয়ার পর আমি এই দোয়া পাঠ করি। কিন্তু মনে মনে চিন্তাও করিতে থাকি যে, আবু সালমা অপেক্ষা উত্তম আর কে হইতে পারেন? কিন্তু আল্লাহ পাক আমাকে এমন উত্তম বিনিময় দান করিলেন যাহা আমার কল্পনায়ও আসে নাই। অর্থাৎ দুই জাহানের বাদশাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে আমার বিবাহ হয়।

শুধু উম্মতে মুহাম্মদীয়া এই দোয়াটি লাভ করিয়াছে

হযরত সাঈদ বিন জুবায়র রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন" দোয়াটি শুধু উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে প্রদান করা হইয়াছে। যদি অন্য কাহাকেও প্রদান করা হইত- তাহা হইলে হযরত ইয়াকুব (আঃ) অবশ্য লাভ করিতেন। আর ইউসুফ (আঃ)- এর বিয়োগ ব্যথায় এই দোয়া يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ (হায় আফসোস ইউসুফের জন্য) পাঠ করিতেন না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্রন্দন

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তনয় হযরত ইবরাহীম রাদিআল্লাহু আনহু ইহধাম ত্যাগ করেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হইয়া গেল। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) ইহাতে আশ্চর্য হইয়া বলিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনিও কাঁদিতেছেন? (আপনি তো আমাদিগকে ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- এই ধরনের ক্রন্দন করা নিষিদ্ধ নয়। বরং নিষিদ্ধ হইল উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করা, কাপড় ছিড়া, শরীরের উপর হাত দ্বারা পিটাইয়া চাপড়াইয়া ক্রন্দন করা। আঁখি অশ্রুসিক্ত হওয়া তো রহমত। যাহার অন্তর এতটুকু কোমল নয়, তাহার অন্তর তো রহমত থেকে সম্পূর্ণ খালি। যে কোন কষ্টে অন্তর ব্যথিত হইয়াই থাকে। নয়নে অশ্রু প্রবাহিত হইয়াই থাকে। কিন্তু আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না- এমন কোন কথা মুখে উচ্চারণ না করা চাই।

আল্লাহ পাকের পাঁচটি নিয়ামত

হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আল্লাহ পাক তোমাদের ভুল-ত্রুটি এবং এমন সব বিষয় মাফ করিয়া দিয়াছেন, যাহা আমল করিবার শক্তি তোমাদের নাই। তোমরা যেখানে অপারগ সেখানে হারামকেও হালাল করিয়া দিয়াছেন। আর পাঁচটি জিনিস তোমাদেরকে দান করিয়াছেন-

(১) আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহে দুনিয়া দান করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদের কাছে দুনিয়া করজ লইতে চাহিয়াছেন। যদি তোমরা আল্লাহর চাহিদা মোতাবেক সন্তুষ্ট চিত্তে সম্পদ ব্যয় কর। তাহা হইলে দশগুণ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বিনিময়

পাইবে। আর কেহ কেহ তো অগণিত বিনিময় পাইবে।

(২) তোমাদের হাত হইতে দুনিয়া ছিনাইয়া লইয়াছেন, যদিও তোমরা তাহা পছন্দ কর নাই। কিন্তু ধৈর্য ধারণের বিনিময় হিসাবে পরকালে অগণিত সওয়াব দান করিবেন।

(৩) অতঃপর শুকরিয়া আদায় করার বিনিময়ে অধিক নেয়ামত দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আল্লাহ পাক বলেন-

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ -

অর্থঃ যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর; তাহা হইলে অবশ্যই নিয়ামত বাড়াইয়া দিব।

(৪) কোন ব্যক্তি যত বড় গোনাহ করুক না কেন-তাওবা করার ফলে তাহা মাফ হইয়া যায়। বরং তাওবাকারীকে আল্লাহ ভালবাসিতে শুরু করেন। আল্লাহ পাক বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

অর্থঃ আল্লাহ পাক তাওবাকারীকে আর পবিত্র লোকদিগকে ভালবাসেন।

(৫) আর এমন একটি জিনিস দান করিয়াছেন, যদি হযরত জিবরাইল এবং হযরত মিকাইলও তাহা পাইতেন- তাহা হইলে বহু বড় জিনিস পাইয়াছেন বলিয়া জানিতেন। তাহা হইল, এই ঘোষণা-

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থঃ আমাকে ডাক অর্থাৎ আমার কাছে দোয়া কর তাহা হইলে আমি ডাকের উত্তর দিব অর্থাৎ দোয়া কবুল করিব।

বুদ্ধিমানের পরিচয়

হযরত আবদুল্লাহ বিন মোবারক রহমতুল্লাহি আলাইহি -এর পুত্রের মৃত্যুর পর এক অগ্নি পুজক সমবেদনা প্রকাশ করিবার জন্য আগমন করিল। সে একটি বাক্য বলিল-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোবারকের কাছে বাক্যটি এত পছন্দ হইল যে, সাথে সাথে তিনি তাহা লিখিয়া লইলেন। বাক্যটি হইল-

বুদ্ধিমান হইল এমন ব্যক্তি, যে একটি কার্য আজই সম্পাদন করিল যাহা মুর্খ ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে, কিন্তু সময় পার হইয়া যাওয়ার পর বাধ্য হইয়া করে।

সবর তিন প্রকার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে সান্ত্বনা প্রদানকারী, বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির সমান সমান সওয়াব পায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন যে, সবর তিন প্রকার-

(১) ইবাদতের ক্ষেত্রে সবর- ইবাদত করিতে যে কষ্ট হয়, সে কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করা।

(২) বিপদের সময় সবর- বিপদাপদের কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করা।

(৩) গোনাহের ক্ষেত্রে সবর- গোনাহ পরিত্যাগ করার সময় যে কষ্ট হয়, সে কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করা।

অতঃপর বলেন-গোনাহের ক্ষেত্রে সবর করিলে তিনশত, ইবাদতের ক্ষেত্রে সবর করিলে ছয়শত আর বিপদাপদের সময় সবর করিলে নয়শত দরজা হাসিল হয়।

ধৈর্য ধারণ করা সহজ করিবার তদবীর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি বিপদে পতিত হয় (আর বিপদে ধৈর্য ধারণ করা মুশকিল হইয়া পড়ে)। সে যেন আমার প্রতি আপতিত বিপদাপদ স্মরণ করে। (ফলে তাহার বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা সহজ হইয়া যাইবে)।

এক কিতাবের ছয় লাইন

(১) যে ব্যক্তি পার্থিব ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ও দুঃখিত হয়- সে যেন, আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়।

(২) যে ব্যক্তি তাহার উপর আপতিত বিপদের শেকায়াত করে- যেন সে, আল্লাহর শেকায়াত করিল।

(৩) যে ব্যক্তি তাহার রিযিক কোথায় থেকে আসে- তাহা খেয়াল রাখেনা (অর্থাৎ হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করেনা) আল্লাহ পাক তাহাকে কোন দরজা দিয়া জাহান্নামে প্রবিষ্ট করিবেন- যেন সে এই কথা চিন্তাও করেনা।

(৪) যে ব্যক্তি গোনাহ করিয়াও হাসে; সে কাঁদিতে কাঁদিতে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

(৫) যাহার মধ্যে কামভাবের প্রাধান্য থাকে (আর তাহা পূর্ণ করিবার চেষ্টায় লাগিয়া থাকে)। তাহার অন্তর হইতে পরকালের ভয় বাহির হইয়া যায়।

(৬) যে ব্যক্তি সম্পদের লোভে কোন সম্পদশালীর খোশামোদ করে, সে সর্বদা মুখাপেক্ষী থাকিবে।

হাদীছসমূহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ لَيْسَ ذٰلِكَ لِاَحَدٍ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ (مسلم)

মুমিনদের ব্যাপার বড়ই বিস্ময়কর! তাহার প্রত্যেকটি কর্ম-ই মঙ্গলময়। মুমিন ব্যতীত অন্য কাহারো জন্য ইহা হইতে পারে না- যদি তাহার সুখ সম্পদ লাভ হয়, তাহা হইলে শুকরিয়া আদায় করে। আর যদি অভাব অনটনে পড়ে, তাহা হইলে ধৈর্য ধারণ করে। উভয়টি তাহার ক্ষেত্রে মঙ্গলময়। -মুসলিম

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّصِبْ مِنْهُ -

আল্লাহ পাক যাহার মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তাহাকে বিপদাপদে পতিত করেন। -'বোখারী'

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ (متفق عليه)

যে ব্যক্তি প্যাঁচ দিয়া অন্যকে হারাইয়া দেয়, সে প্রকৃত পক্ষে পালোয়ান নহে বরং প্রকৃত পক্ষে পালোয়ান হইল ঐ ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজকে নিয়ন্ত্রণে রাখিতে পারে। -'বোখারী, মুসলিম'

পরিবারের লোকদের জন্য ব্যয় করার ফজিলত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ উত্তম পয়সা হইতেছে তাহা, যাহা পরিবারের লোকদের জন্য অথবা জিহাদের উদ্দেশ্যে বাহন ক্রয় করিবার জন্য অথবা আল্লাহর রাস্তায় সাথীদের জন্য ব্যয় করা হয়।

ব্যাখ্যা ঃ পরিবারের লোকদেরকে প্রথমে উল্লেখ করার দ্বারা তাহাদের প্রাধান্য বুঝা যায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেনঃ যে ব্যক্তি স্বীয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানাদির ভরণ পোষণের উদ্দেশ্যে উপার্জন করিতে মেহনত করে, তাহার অপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি কে হইতে পারে?

তিন প্রকার করজ আল্লাহ পাক মাফ করাইয়া দিবেন

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু হযরত সাবেত আল বুনানী -এর কাছে বর্ণনা করেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে শুনিয়াছি- যে ব্যক্তি তিনটি কার্যের জন্য করজ করে আর আদায় করার পূর্বেই মারা যায়। আল্লাহ পাক তাহার করযে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, (অর্থাৎ করয দাতাকে রাজী করাইয়া মাফ করাইয়া দিবেন)।

(১) যে ব্যক্তি নিজকে গোনাহের কার্য হইতে রক্ষা করার জন্য বিবাহ করিল। আর এই ব্যাপারে মানুষের নিকট হইতে করজ গ্রহণ করিল। কিন্তু করজ আদায় করিতে পারে নাই।

(২) জিহাদ ইত্যাদি কার্যে মুসলমানদিগকে সাহায্য করিবার জন্য করজ লইয়াছে, কিন্তু আদায় করিবার পূর্বেই মারা গিয়াছে।

(৩) কোন দরিদ্র ব্যক্তির কাফন দাফনে খরচ করিবার জন্য করজ করিয়াছে। কিন্তু আদায় করিবার পূর্বেই তাহার মৃত্যু আসিয়া পড়িয়াছে।

ব্যাখ্যাঃ এই ফজিলত লাভ করিতে হইলে, করজ করিবার পূর্বে আদায় করিবার নিয়তে করয করা শর্ত।

হযরত সাবেত আল বুনানী রহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি থেকে এই কথাগুলি বর্ণনা করিয়া বলেন- হযত বার্ধক্যের

কারণে হযরত আনাস -এর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এখানে একথা উল্লেখ করা হয় নাই, যাহা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাহা হইল, যে ব্যক্তি স্বীয় পরিবারের লোকদের জন্য (বাধ্য হইয়া) করজ করিয়াছে, আর (আদায় করার চেষ্টা করা সত্বেও) আদায় করিতে পারে নাই। তাহার ও করজ দাতার মধ্যে কিয়ামতের দিন ঝগড়া হইবে না।

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ পাক অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। যদি কোন ব্যক্তি এই খেয়ালে স্বীয় সন্তানাদির জন্য করজ করে যে, মাফ তো হইয়াই যাইবে। আদায় করিবার নিয়ত না থাকে অথবা বিনা প্রয়োজনে করজ করে, তাহা হইলে মাফ পাওয়ার আশা করা যায় না।

ফিরিশতাদের দোয়া

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, আসমানে এমন দুইটি ফিরিশতা রহিয়াছে, যাহাদের কার্য হইতেছে শুধু দোয়া করা।

এই ফিরিশতা বলেন- হে আল্লাহ! যাহারা খরচ করে তাহাদের বিনিময় প্রদান করুন। অপর ফিরিশতা বলেন- হে আল্লাহ! কৃপণের সম্পদ ধ্বংস করুন।

নিয়তের উপর নির্ভরশীল

হযরত মাকহুল রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি অন্যের কাছে হাত পাতা হইতে বাঁচিয়া থাকার উদ্দেশ্যে, পরিবারের লোকজনের প্রতি তাহার দায়িত্ব পালন করিবার উদ্দেশ্যে এবং প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করিবার উদ্দেশ্যে ধন সম্পদ উপার্জন করে; কিয়ামতের দিন তাহার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে (তবে হালাল হারামের খেয়াল রাখা জরুরী)।

আর যে ব্যক্তি সম্পদশালী হওয়ার ও সম্পদের গর্ব করিবার খেয়ালে ধনসম্পদ উপার্জন করে (যদিও হালাল উপার্জন হয়)। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক তাহার প্রতি নারাজ হইবেন।

দুনিয়ার উদাহরণ

হযরত আবু কাবশা আনসারী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার উদাহরণ এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন- চার ব্যক্তি, তন্মধ্যে-প্রথম ব্যক্তিকে ইলম ও সম্পদ উভয় দান করা হইয়াছে। সে তাহার ইলম মোতাবেক সম্পদ খরচ করিতেছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তিকে শুধু ইলম দান করা হইয়াছে। কিন্তু সে নিয়ত করে যে, যদি আল্লাহ তাহাকে সম্পদ দান করেন, তাহা হইলে ঐ আলেম সম্পদশালীর ন্যায় খরচ করিবে। এই ব্যক্তিদ্বয় সওয়াব লাভ করার দিক দিয়া সমান সমান (একজন আমলের কারণে অপর জন নিয়তের কারণে)।

তৃতীয় ব্যক্তিকে সম্পদ দান করা হইয়াছে, আর সে সম্পদের হক আদায় করে নাই, শরীয়ত পরিপন্থী স্থানে সম্পদ খরচ করে।

চতুর্থ ব্যক্তিকে ইলমও দান করা হয় নাই আবার সম্পদও দান করা হয় নাই। সে সম্পদশালীর আরাম আয়েশ ও বিলাসিতা দেখিয়া মনে মনে আকাংক্ষা করে যে, যদি তাহার সম্পদ থাকিত তাহা হইলে সেও ঐ সম্পদশালীর ন্যায় আরাম আয়েশ ও বিলাসিতায় জীবন যাপন করিত। তাহারা উভয়ই আযাব পাওয়ার দিক দিয়া সমান।

কাহারা জান্নাতে থাকিবে

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইরশাদ নকল করেন, জান্নাত একটি স্বচ্ছ পরিস্কার বালাখানা। ইহার অভ্যন্তরে থাকিয়া বাহিরে আর বাহিরে থাকিয়া অভ্যন্তর ভাগ দেখা যায়। কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার মধ্যে কাহারা থাকিবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেনঃ

(১) যে আল্লাহর ওয়াস্তে মানুষকে আহার করায়।

(২) যে হাসিমুখে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করে।

(৩) যে সর্বদা রোযা রাখে।

(৪) যে সালাম দেওয়া লওয়ার নীতিটি ব্যাপক করে।

(৫) রাত্রের যে অংশে সাধারণ লোক ঘুমাইয়া থাকে, তখন যে নামায পড়ে, (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামায পাঠকারী)।

উপস্থিত সাহাবাগণ আরয করিলেন -ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এই সমুদয় আমল তো খুব কঠিন। সুতরাং এই মর্যাদা কিভাবে অর্জন করা সম্ভব হইবে? অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলিলেন-

(১) আল্লাহর ওয়াস্তে মানুষকে আহার করানেওয়ালা ঐ ব্যক্তি, যে স্বীয় পরিবারের লোকদের (ভরণ পোষণের) জন্য খরচ করে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

(২) কলেমাটি উত্তম বাক্যের অন্তর্ভূক্ত।

(৩) যে ব্যক্তি রমযান মাসে রোযা রাখে। যেন সে সর্বদা রোযা রাখে।

(৪) যে স্বীয় ভ্রাতাকে সালাম করে, সে সালাম দেওয়া লওয়ার নীতি ব্যাপক করিল-

(৫) যে ব্যক্তি এশা ও ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করে, যেন সে সারা রাত্র ইবাদতে কাটায়। (আল্লাহর ইবাদত করেনা এমন ব্যক্তি ও অমুসলমানরা তখন নিদ্রামগ্ন থাকে।)

নামাযী দাসের মুখ মন্ডলের উপর মারিবে না

হযরত আবু যর রাদিআল্লাহু আনহু একদা তাহার এক দাসের মুখমন্ডলের উপর থাপ্পর মারিয়াছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন-নামাযীদের মুখমন্ডলের উপর মারিবেনা। তোমরা যাহা আহার কর আর

পরিধান কর, তোমাদের দাস দাসীদের তাহাই আহার ও পরিধান করাও।

ব্যাখ্যাঃ ভদ্র এবং দ্বীনদার লোক যাহারা নিজেদের চাকর বাকরের সাথে খারাপ আচরণ করে, তাহাদের এই হাদীছ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

খারাপ ধারণা সর্বদাই ভুল

এক সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহু স্বীয় স্ত্রীর নিকট পানি চাহিলেন। তাহার স্ত্রী দাসীকে পানি আনিতে বলিলেন। দাসীর উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইল। সাহাবীর স্ত্রী দাসী সম্পর্কে খারাপ ধারণা করিলেন আর তাহাকে অপবাদ দিলেন। সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহু স্বীয় স্ত্রীকে বলিলেন-তোমার ধারণা প্রমাণ করিবার জন্য চার জন সাক্ষী উপস্থিত কর। অন্যথায় কিয়ামতের দিনে তোমাকে অপবাদ দেওয়ার অপরাধের শাস্তি দেওয়া হইবে। স্ত্রী সাথে সাথে দাসীটিকে মুক্ত করিয়া দিলেন। যাহাতে তাহার মুক্তিদান তাহার খারাপ ধারণার গোনাহের কাফফারা হইয়া যায়।

ব্যাখাঃ আজকাল আমরা কি পরিমাণ খারাপ ধারণা পোষণ করার মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছি, চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

কর্মচারীর সামর্থ্য মোতাবেক তাহাকে খাটাও

হযরত আবু যর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, তোমাদের ভ্রাতাদিগকে আল্লাহ পাক তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন (অর্থাৎ দাসদাসী বানাইয়াছেন অথবা চাকর হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছেন)। সুতরাং তোমরা যাহা আহার কর ও পরিধান কর, তাহাদিগকে তাহাই আহার করাও আর পরিধান করাও। সামর্থ্যের অতিরিক্ত কার্য তাহাদের দ্বারা করাইওনা। যদি কখনও সামর্থ্যের অতিরিক্ত কার্য করানোর প্রয়োজন পড়ে তাহা হইলে তাহার কার্যে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে নিজেও কাজে লাগিয়া যাও।

নোটঃ বর্তমান যুগে চাকর চাকরানী দ্বারা জানোয়ারের ন্যায় কাজ করানো হয়। কাজ করার সময় তাহার অবস্থা যাহাই হউক না কেন জালেম মালিক তাহা অনুভব করিতে চায় না। সে যেন জানিয়া রাখে যে, একদিন অবশ্যই তাহার আচরনের ভালমন্দ ফয়সালা হইবে।

খারাপ আচরণের শাস্তি

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ দাস দাসীর সাথে খারাপ আচরণকারী জান্নাতে যাইবে না। তাহাদের সাথে সন্তানসুলভ আচরণ কর। নিজেরা যাহা আহার কর, তাহাদেরকে তাহাই আহার করাও, (চাকর চাকরানীরও একই হুকুম)। যে দাস নামায পড়ে, সে তোমাদের ভ্রাতা। উপস্থিত সাহাবাদের একজন জিজ্ঞাসা করিলেন- একদিনে, দাস দাসীকে কতবার ক্ষমা করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন সত্তর বার।

জানোয়ারের সাথেও সদাচরণ কর

একদিন প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একটি উট বাধা রহিয়াছে, সন্ধ্যাবেলা ফিরিয়া আসার সময় উটটি ঐ স্থানেই বাধা অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। উটের মালিককে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- আজ ইহাকে আহার্য দেও নাই? মালিক বলিলেন-না! ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- কিয়ামতের দিন এই উট তোমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিবে (তখন তুমি কি উত্তর দিবে?)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সতর্কীকরণ

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ হে মানুষ! তোমরা দাস দাসীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যাহা আহার কর আর পরিধান কর, তাহাদিগকে তাহাই আহার করাও আর পরিধান করাও। তাহাদের সামর্থ্যের অতিরিক্ত কার্য তাহাদের দ্বারা করাইওনা। তাহারা তো তোমাদের ন্যায়ই মানুষ। খবরদার! যে ব্যক্তি স্বীয় দাসদাসীর সাথে আচরণ করার ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে; কিয়ামতের দিন অভিযুক্ত হইয়া তাহাকে হিসাবের জন্য দাঁড়াইতে হইবে। তখন আল্লাহ পাক বিচারক হইবেন।

হযরত আওন বিন আব্দুল্লাহ রহমতুল্লাহি আলইহি -এর দাস যখন তাহার অবাধ্য হইত তখন তিনি বলিতেন- তুমি তোমার মনিবের কত সাদৃশ্য!

তিন ব্যক্তি দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করে

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তিন ব্যক্তি (তাঁহার আমলের) দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করে।

১। যে ব্যক্তি স্বীয় দাসীকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়াছে অতঃপর মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

২। যে আহলে কিতাব (অর্থাৎ ইহুদী বা খৃষ্টান) মুসলমান হইয়া গিয়াছে।

৩। যে দাস বা দাসী জাগতিক মনিবের অনুগত থাকার সাথে সাথে আল্লাহর হুকুমও পালন করিয়াছে।

রুটির টুকরা আর মাগফিরাত

একদা হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু দেখিতে পাইলেন যে, এক টুকরা রুটি মাটিতে পড়িয়া আছে। তখন তিনি স্বীয় দাসকে বলিলেন- রুটির টুকরাটি পরিস্কার করিয়া রাখিয়া দাও। সন্ধ্যায় ইফতার করিবার সময় দাসের কাছে রুটির টুকরাটি চাহিলেন। সে বলিল-আমি তাহা খাইয়া ফেলিয়াছি।

হযরত ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন -যা! তুই আযাদ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি

পড়িয়া থাকা রুটির টুকরা উঠাইয়া খাইয়া ফেলে;তাহা তাহার পেটে পৌছিবার পূর্বেই আল্লাহ পাক তাহাকে মাফ করিয়া দেন। আল্লাহ পাক যাহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন আমি তাহাকে কিভাবে দাস বানাইয়া রাখিতে পারি?

ব্যাখ্যাঃ উল্লিখিত ঘটনা থেকে দাসদাসীদের সাথে আমাদের পূর্ব পুরুষগণ কিরূপ ব্যবহার করিতেন উহা আঁচ করা যায়। সামান্য পয়সার বিনিময়ে রাখা চাকর চাকরানীর সাথে বর্তমানে কিরূপ আচরন করা হইয়া থাকে একটু ভাবিয়া দেখা উচিত। তাহাদিগকে পশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাহাদের দ্বারা কঠিন থেকে কঠিনতর কার্য করানো হয়। সামান্য পরিমাণ ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইলে মনিব ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া বর্ণনাতীত অপমান ও লাঞ্ছনা করিয়া থাকে। নিজেদের ছেলেমেয়েদের আহার করাইয়া অতিরিক্ত কিছু আহার্য বাঁচিয়া থাকিলে তাহা আহার করিতে দেয়, ফাটা ছিড়া কাপড় পরিধান করিতে দেয়, তারপরও মনে করিয়া থাকে যে, তাহারা তাহাদের প্রতি খুব অনুগ্রহ করিতেছে। তাহারা ঐ গ্লাসে পানিও পান করিতে পারে না- যে গ্লাসে ঘরের মালিক ও তাহার সন্তানাদিরা পানি পান করিয়া থাকে। আর তাহাদের সাথে এক দস্তরখানায় বসিয়া আহার করার তো কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং ঐ দিনকে স্মরণ করা উচিত, যে দিন সকলে হাকীকী মালিক আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়াইয়া নিজেদের প্রতিটি কর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হইবে। চাকর চাকরানী মনিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিবে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হইল যে- মানুষ তো এই আকাংক্ষা পোষণ করিয়া থাকে যে, বিশ্বের প্রতিপালক তাহার সাথে সম্মান ও ইযযতের আচরণ করুক। কিন্তু সে মাত্র কয়েক পয়সার অহংকারে পড়িয়া নিজেদের চাকর চাকরানীর সাথে দুর্ব্যবহার করিয়া থাকে।

ইয়াতীমের প্রতি সদ্ব্যবহার করা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি অনুগ্রহ ও স্নেহের মন লইয়া কোন ইয়াতীমের মাথার উপর হাত বুলায় তখন ইয়াতীমের মাথার প্রতিটি কেশের পরিবর্তে তাহাকে সওয়াব দেওয়া হয়, এবং গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। আর তাহার মর্যাদা এক স্তর উচ্চ করিয়া দেওয়া হয়। তিনি আরও ইরশাদ করেন-কোন ইয়াতীম খানাপিনার ক্ষেত্রে অপরের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে মুক্ত হওয়া পর্যন্ত যে ব্যক্তি তাহাকে নিজের সাথে খানাপিনায় শরীক করে তাহার জন্য বেহেশত অপরিহার্য হইয়া যায়। তবে যদি সে ব্যক্তি শিরক ইত্যাদি পাপে লিপ্ত হইয়া নিজেই বেহেশত থেকে বঞ্চিত হইয়া যায় তাহা হইতেছে পৃথক কথা।

সবর এবং জান্নাত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ

১। যে ব্যক্তি অন্ধ হইয়া যায়, আর সে ইহার উপর সবর করে।

২। অনুরূপভাবে তিনটি কন্যাকে শিস্টাচার শিক্ষা দেয় অতঃপর তাহাদিগকে বিবাহ দেয়।

৩। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ মারা গেলে, সে সবর করে তাহা হইলে সে

ব্যক্তির জন্য জান্নাত অপরিহার্য হইয়া যায়। উপস্থিত এক গ্রাম্য সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করিলেন-ইয়া রাসুলুল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তাহার দুইটি কন্যা থাকে? তবুও কি এই মর্যাদা লাভ করিবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- তবুও এই মর্যাদা লাভ করিবে।

ইয়াতীম এবং অন্তরের বিনম্রতা

এক সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহু একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে স্বীয় অন্তরের কাঠিন্যতার কথা জানাইলেন (অর্থাৎ তাহার অন্তর বিনম্র হয় না)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও, তাহাকে আহার করাও, তোমার অন্তর নরম হইয়া যাইবে।

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি কত সুন্দর কথা বলিয়াছেন?

যাহার ঘরে ইয়াতীম রহিয়াছে, তাহার জন্য শুভসংবাদও রহিয়াছে আবার দুঃসংবাদও রহিয়াছে। যাহারা ইয়াতীমের কদর করিয়াছে তাহার প্রতি সদাচরণ করিয়াছে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে শুভসংবাদ। আর যাহারা ইয়াতীমের সাথে সদাচরণ করে নাই- তাহাদের জন্য রহিয়াছে ধ্বংস।

ইয়াতীমকে মারিবে না

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে জানিতে চাহিলেন যে, সে কোন্ কোন্ বিষয়ে ইয়াতীমকে মারিতে পরিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- যে যে বিষয়ে তুমি স্বীয় সন্তানকে মারিতে পার (অর্থাৎ ইলম ও আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য)।

ফকীহ আবুল লায়ছ সমরকন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- জ্ঞান ও শিস্টাচার শিক্ষা দেওয়ার অবস্থায় (প্রয়োজন বশতঃ) ইয়াতীমকে মারধর করা যায়। তবে খুব অতীব প্রয়োজন ব্যতীত তাহাকে মারধর না করা উচিত। কেননা হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে- যখন কোন ব্যক্তি কোন ইয়াতীমকে মারধর করে তখন তাহার ক্রন্দনের কারণে আল্লাহর পাকের আরশ হেলিতে তাকে। আল্লাহ পাক ফিরিশতাদিগকে বলিত থাকেন- এই শিশুকে কে কাঁদাইয়াছে? তাহার পিতাকে আমি মাটির নীচে লুকাইয়া রাখিয়াছি। ফিরিশতাগণ বলেন যে, তাহারা এই ব্যাপারে অবগত নহেন। তখন আল্লাহ পাক বলেনঃ হে ফিরিশতাগণ! তোমরা সাক্ষী থাক, যে ব্যক্তি আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোন ইয়াতীমকে আহার করায় কিয়ামতের দিনে আমি তাহাকে খুশী করিব (এই জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বস্নেহে ইয়াতীমদের মাথায় হাত বুলাইতেন) আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আঃ) কে বলিয়াছেন- ইয়াতীমের ক্ষেত্রে স্নেহ পরায়ন পিতার ন্যায় হইয়া যাও।

কন্যাদের সাথে নম্র আচরণ কর

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে- রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি বাজার হইতে কোন ভাল জিনিস খরিদ করিয়া স্বীয় শিশু সন্তানদের খাওয়ায়, ইহাতে সে সদকা করার সওয়াব লাভ করে। অতঃপর তিনি আরও বলিয়াছেন- প্রথমে কন্যাদের খাওয়ান উচিত। আল্লাহ পাকও কন্যাদের প্রতি নরম আচরণ করিয়া থাকেন। এমন পিতা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আল্লাহর ভয়ে কাঁদিতেছে আর আল্লাহ পাক তাহাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন।

যে ব্যক্তি কন্যাদের খুশী করিবে-আল্লাহ পাক তাহাকে ঐ দিন খুশী করিবেন যে দিন সকলে চিন্তাযুক্ত থাকিবে, (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন)।

ব্যাখ্যাঃ ইহার অর্থ এই নহে, যে পুত্র সন্তানদের খুশী করিতে হইবেনা। বরং ইহার অর্থ হইতেছে-কন্যাদের সাথে অপেক্ষাকৃত অধিক নরম আচরণ করা উচিত।

দুইটি হাদীছ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাদাত আঙ্গুল ও মধ্যমা আঙ্গুল পাশাপাশি মিলাইয়া বলেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا

অর্থঃ আমি এবং ইয়াতীমকে লালন পালনকারী জান্নাতে এইভাবে থাকিব।

خَيْرُ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسِنُ اِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُسَاءُ اِلَيْهِ (ابن ماجه)

অর্থঃ মুসলমানদের মধ্যে উত্তম ঘর হইতেছে এমন ঘর যাহাতে ইয়াতীম রহিয়াছে এবং তাহার প্রতি সদাচরণ করা হয়। আর সর্বাপেক্ষা খারাপ ঘর হইতেছে এমন ঘর যাহাতে ইয়াতীম রহিয়াছে এবং তাহার প্রতি খারাপ আচরণ করা হয়)।

ব্যভিচার আর ইহার অনিষ্টতা

ব্যভিচার (যিনা) সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও অশ্লীল কার্য। প্রতিটি নির্মল স্বভাবের মানুষ ইহা ঘৃণা করিয়া থাকে। মুসলমান ইসলাম ধর্মের অনুসারী বলিয়া নির্মল স্বভাবের অধিকারী। সুতরাং তাহাকে এই ধ্বংসাত্মক ও মারাত্মক কার্য হইতে দূরে থাকা একান্ত অপরিহার্য। আল্লাহ পাক বলেন-

لَاتَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

অর্থঃ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল কার্য সমুহের নিকটবর্তী হইওনা।

অত্র আয়াতে প্রকাশ্য অশ্লীল কার্য বলিয়া যিনা (ব্যভিচারের) কথা আর অপ্রকাশ্য অশ্লীল কার্য বলিয়া চুম্বন, কুদৃষ্টি এবং অবৈধ স্পর্শ প্রভৃতির কথা বুঝানো হইয়াছে। আল্লাহ পাক আরও বলেন-

وَلَاتَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَآءَ سَبِيْلاً ط

অর্থঃ যিনার নিকটবর্তীও হইও না। ইহা অশ্লীল কার্য ও খুবই খারাপ পন্থা।

অত্র আয়াতে যিনাকে অশ্লীল কার্য বলা হইয়াছে। এই জন্যই ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য জোর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। খারাপ পন্থা বলিয়া এমন রাস্তা বুঝানো হইয়াছে, যাহা জাহান্নামের দিকে লইয়া যায়। চোখ, হাত প্রভৃতির কোন কোন কার্যকেও হাদীসে পাকে যিনা বলা হইয়াছে।

اَلْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ -

অর্থঃ হাতও যিনা করে আবার চোখও যিনা করে।

কোন গায়েরে মুহরেম নারীর দিকে শরীয়ত অনুমোদিত কোন প্রয়োজন ব্যতীত কামভাব লইয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করা বা তাহাকে স্পর্শ করা যিনা (অর্থাৎ যিনার দিকে ধাবিত হওয়ার কারণ)। এই প্রকারের কার্যের মাধ্যমে মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া পড়ে। এই জন্য কুরআন পাকে এই কার্য হইতে দূরে থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কুরআন পাকে রহিয়াছে- "আপনি মুসলমান পুরুষদিগকে বলিয়া দিন যেন তাহারা নিজেদের দৃষ্টি নীচের দিকে রাখে এবং লজ্জা স্থান হেফাজত করে। আর মুসলমান নারীদিগকে বলিয়া দিন যেন তাহারা নিজেদের দৃষ্টি নীচের দিকে রাখে আর লজ্জাস্থান হেফাজত করে।" মুসলমান নর-নারী উভয়ের দৃষ্টি নীচের দিকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, কারণ দৃষ্টির তীক্ষ্ণতার প্রভাবে অন্তর ঝুকিয়া পড়ে। ফলে সে অশ্লীল কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়ে। যিনা সর্বাপেক্ষা মারাত্মক গোনাহ, কারণ ইহার দ্বারা মুসলমানের ইয্যত সম্মানের পর্দা নষ্ট হইয়া যায় আর বংশ পরিচয় সন্দেহযুক্ত হইয়া পড়ে।

হযরত জাফর বিন আবু তালেব রাদিআল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও কখনও যিনা করেন নাই। তিনি বলিতেন, আমার কেহ অসম্মান করিবে-ইহা আমার সহ্য হইবে না। সুতরাং আমি কিভাবে অন্যকে অসম্মান করিতে পারি?

যিনার ছয়টি অপকারিতা

এক সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহু বলিয়াছেন- যিনা হইতে দূরে থাক। ইহার ছয়টি অপকারিতা রহিয়াছে, তিনটি দুনিয়াতে আর তিনটি পরকালে।

দুনিয়ার তিনটি অপকারিতা

১। ইহার ফলে রোযী রোজগারের বরকত চলিয়া যায়।

২। যিনাকার সর্ব প্রকার মঙ্গল হইতে বঞ্চিত থাকে।

৩। জনসাধারণের দৃষ্টিতে ঘৃণিত ও অভিশপ্ত বিবেচিত হয়।

পরকালের তিনটি অপকারিতা

১। ইহার কারণে আল্লাহ পাক নারাজ হন। আর যাহার উপর আল্লাহ পাক নারাজ হন তাহার বাসস্থান কোথায় হইবে?

২। যিনার কারণে যিনাকারী থেকে পরকালে শক্ত হিসাব লওয়া হইবে।

৩। যিনাকারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

জাহান্নামের অবস্থার সামান্য বিবরণ

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাইল (আঃ) -কে বলিলেন- 'হে জিবরাইল (আঃ)! জাহান্নামের অগ্নির অবস্থার সামান্য বিবরণ পেশ করুন।'

হযরত জিবরাইল (আঃ) বলিলেন- জাহান্নামের অগ্নি ঘোর কৃষ্ণবর্ণের এবং সম্পূর্ণ অন্ধকার। যদি একটি সুচাগ্র পরিমাণ অগ্নিও দুনিয়াতে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে দুনিয়া এবং ইহার মধ্যে অবস্থিত সমস্ত কিছু জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যাইবে। যদি জাহান্নামীদের পরিধেয় কাপড় ভূপৃষ্ঠ ও আকাশের মধ্যবর্তী স্থানে লটকাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উক্ত কাপড়ের দুর্গন্ধে সমুদয় দুনিয়াবাসী মরিয়া যাইবে। আর যদি জাহান্নামের জাক্কুম বৃক্ষের এক ফোঁটা রসও দুনিয়াতে পতিত হয় তাহা হইলে মানুষের জীবন ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়িবে। জাহান্নামে উনিশ জন ফিরিশতা নিযুক্ত রহিয়াছে, কুরআন পাকে তাহাদের আলোচনা আসিয়াছে। যদি তাহাদের মধ্যে এক ফিরিশতাও দুনিয়াতে প্রকাশ হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহার ভয়ানক রূপ দেখিয়া কোন প্রাণী জীবিত থাকিতে পারিবে না।

কুরআন পাকে জাহান্নামীদের যে জিঞ্জিরের আলোচনা আসিয়াছে, তন্মধ্যে যদি একটি জিঞ্জিরও দুনিয়াতে ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে পাহাড় পর্যন্ত ইহার দাহিকা শক্তি ও ওজন সহ্য করিতে পারিবে না। এতটুকু শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ ঠিক আছে জিবরাইল! আর নয় (অর্থাৎ আর অধিক শ্রবণ করিবার ক্ষমতা নাই।) এই সকল অবস্থা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রন্দন করিতেছিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া জিবরাইল (আঃ)ও কাঁদিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ জিবরাইল! আপনিও কাঁদিতেছেন। অথচ আপনি আল্লাহ পাকের নিকটতম ফিরিশতা। হযরত জিবরাইল (আঃ) বলিলেন- যদি আল্লাহ পাক আমাকেও এই মর্যাদা থেকে চ্যুত করিয়া দেন তখন কে উহা রক্ষা করিতে পারিবে?

ফায়দাঃ হযরত জিবরাইল (আঃ), অন্যান্য সমস্ত ফিরিশতা অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশীল ও সম্মানিত হইবার পরও আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করিতেছিলেন। সুতরাং আমাদের ন্যায় নাফরমান ও পাপী বান্দাদের নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত্।

হে মানুষ! নিজেদের জীবন, মালামাল ও সুখ সম্পদের খেয়ালে পড়িয়া ধোকা খাইবেনা। দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস ধ্বংসশীল নশ্বর। তোমার জীবন ব্যবস্থা তো দূরের কথা তুমি নিজেই চিরস্থায়ী নও। আল্লাহ পাকের আযাব খুবই শক্ত। যিনা

করা হইতে দূরে থাক। এই কার্য আল্লাহ পাকের ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত করে। যদি আল্লাহ পাক ক্রোধান্বিত হইয়া পড়েন তাহা হইলে এমন কে আছে যে, তাহা থামাইতে পারে?

সর্বাধিক মারাত্মক যিনা

সর্বাধিক মারাত্মক যিনা হইতেছে, কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে তালাক প্রদানের পর লজ্জা-শরমের কারণে কাহাকেও তালাকের বিষয়টি অবগত না করাইয়া এবং তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে পৃথক না করিয়া তাহাকে লইয়া পূর্বের ন্যায় জীবন যাপন করিতে থাকা।

এ ধরনের ঘটনা একটা দুইটা নহে বরং প্রতিদিনই হইতেছে। এখন তো মানুষ এতটুকুও সাহস পাইয়া ফেলিয়াছে যে, বার বার স্ত্রী তালাক দেওয়ার পরও কোন না কোনভাবে ভেজাল ফতোয়া আনাইয়া তাহার স্ত্রী নয়, এমন নারীকেও স্ত্রী হিসাবে ব্যবহার করিতেছে। এই সকল লোক দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী লজ্জা শরমকে ভয় করে অথচ কিয়ামতের দিনে লজ্জার কথা চিন্তা করে না। ঐ দিন তো সমস্ত সৃষ্টির সামনে তাহাদের সমূদয় গোপন বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

হে আমার ভ্রাতাগণ! কিয়ামতের দিনের ভয়ানক ও মর্মন্তুদ আযাবকে ভয় কর। নিজেদের বদ আমল বিশেষ করিয়া যিনা হইতে বাঁচিয়া থাক। আর এখন পর্যন্ত যে সকল পাপ কার্য করিয়াছ, উহার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া আল্লাহর দরবারে তাওবা কর। এই ব্যাপারে সামান্যও বিলম্ব করিওনা। তুমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, তুমি অবশ্যই আল্লাহর আযাবের মোকাবিলা করিতে পারিবেনা। তাওবার দরজা খোলা রহিয়াছে। যদি তুমি খালেছ অন্তরে তাওবা কর, তাহা হইলে আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আল্লাহর রহমত তোমাকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। এখনও সুযোগ রহিয়াছে। যাহা কিছু করার করিয়া লও। আগামীকাল মৃত্যু আসিবে। তখন লজ্জিত হইয়া তাওবা করিতে ইচ্ছা করিবে, কিন্তু তখন তো তাওবার দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে। তখনকার লজ্জিত হওয়া আদৌ তোমার কাজে আসিবেনা।

যিনা এবং মহামারী

হযরত কা'ব রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলিয়াছেন- যখন দেখিবেন তলোয়ার কোষ থেকে বাহির হইয়া আসিয়াছে। আর মানুষ পরস্পরে খুনাখুনী করিতে লাগিয়াছে (অর্থাৎ যখন ঝগড়া বিবাদ ও খুনাখুনি ব্যাপক প্রসার লাভ করে)। তখন বুঝিবে যে, তাহাদের মধ্যে আল্লাহর হুকুম নষ্ট হইতেছে। আর যখন দেখিবে যে বৃষ্টি কম হইতেছে, প্রয়োজন মোতাবেক বৃষ্টি হইতেছে না তখন বুঝিবে যে- মানুষ যাকাত প্রদান বন্ধ করিয়া দিয়াছে (অর্থাৎ যাকাত না দেওয়ার ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়)। আর যখন দেখিবে যে- মহামারী দেখা দিয়াছে তখন বুঝিবে যে, যিনা ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছে।

ফায়দাঃ বর্তমানে তো উল্লিখিত সবগুলো বিষয়ই ব্যাপক প্রসার লাভ করিতেছে। এইজন্য ইহাদের পরিণামও ভয়ানক আকারে প্রকাশ পাইতেছে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হেফাজত করুন।

দুইটি হাদীছ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন-

مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الزِّنَا اِلاَّ اُخِذُوْا بِالسَّنَةِ وَمَامِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرِّشَا اِلاَّ اُخِذُوْا بِالرُّعْبِ (احمد)

অর্থঃ যে সম্প্রদায়ে যিনার প্রচলন হয়, ঐ সম্প্রদায়কে দুর্ভিক্ষে ফেলিয়া দেওয়া হয়। আর যে সম্প্রদায়ে সুদের প্রচলন হয় ঐ সম্প্রদায়কে আতঙ্কিত করিয়া দেওয়া হয়। (আহমদ)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন-

لاَ يَخْلُوَنَّ اَحَدُ كُمْ بِاِمْرَأةٍ اِلاَّ مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ

অর্থঃ তোমাদের কেহ কখনো কোন নারীর সাথে একাকী থাকিবেনা। তবে তাহারা মাহরেম নারীর সাথে থাকিতে পারে। (বোখারী, মুসলিম)

ফায়দাঃ গায়রে মহরেম বা পর নারীর সাথে একাকী থাকিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কেননা এমন অবস্থায় অশ্লীল কার্যে লিপ্ত হইয়া যাওয়ার আশংকা রহিয়াছে। শয়তান এমন সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

সুদের নিন্দা

মারাত্মক খারাপ কার্যগুলোর মধ্যে সুদের লেনদেনও অন্তর্ভূক্ত। এই খারাপ কার্যটি বর্তমানে এমনভাবে ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে যে, মানুষের অন্তর থেকে সুদ খারাপ হওয়ার অনুভূতি পর্যন্ত মিটিয়া গিয়াছে। দুনিয়া এবং আখেরাতে সুদের শাস্তি বড়ই মর্মন্তুদ।

যেন দংশন না করে

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমি মেরাযের রাত্রে সপ্তম আকাশের উপর বজ্রের আওয়াজ ও গর্জন শ্রবণ করি এবং বিজলীর চমক দেখিতে পাই। আর দেখিতে পাই যে- কতগুলি লোকের পেট ঘরের ন্যায় বড় বড়। এইগুলি সাপ বিচ্ছু দ্বারা পরিপূর্ণ। বাহির থেকে পেটের ভিতরের সবকিছু দেখা যাইতেছিল। আমি জিবরাইল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাহারা কেমন লোক? তিনি বলিলেন- তাহারা হইতেছে সুদখোর।

সুদ এবং ধ্বংস

কেহ বলিয়াছেন- যে শহরে যিনা হইতে থাকে আর সুদের প্রচলন হয়, সে শহর ধ্বংস হইয়া যায়।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- যে ব্যক্তি (ব্যবসা সংক্রান্ত) শরয়ী মাসআলা মাসায়েল শিক্ষা করা ব্যতীত ব্যবসা করে, সে সুদে লিপ্ত হইয়া পড়ে। এই জন্যই হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলিতেন- যে ব্যক্তি, মাসআলা মাসায়েল অবগত নয়, সে যেন আমাদের বাজারে বেচাকেনা না করে।

চারটি ধ্বংসাত্বক কার্য

হযরত আব্দুর রহমান বিন সাবেত রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- যে সকল জনপদে চারটি বিষয় ব্যাপক প্রসার লাভ করে, সে সকল জনপদ ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়।

১। মাপে কম দেওয়া। ২। ওজনে কম দেওয়া। ৩। যিনা করা। ৪। সুদ খাওয়া।

যিনা ব্যাপক হওয়ার দ্বারা মহামারী প্রসার লাভ করে। মাপে ও ওজনে কম দেওয়ার ফলে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যায়। সুদের প্রচলনের ফলে হত্যা ও খুনাখুনীর বাজার গরম হইয়া যায়।

ব্যাখ্যাঃ উল্লিখিত কার্যগুলোর মধ্যে কোনটি এমন আছে, যাহা আজ আমাদের সমাজে পাওয়া যায় না? উপরোল্লেখিত হাদীছ ও উক্তি থেকে খুব ভাল ভাবে বুঝা য়ায় যে, ব্যবসা সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল শিক্ষা করা ব্যবসায়ীদের জন্য কত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ? কিন্তু আজ শতকরা নিরানব্বই জন এমনকি তদপেক্ষাও অধিক ব্যবসায়ী এমন রহিয়াছে, যাহারা মাসআলা মাসায়েলও শিক্ষা করেনা, আবার শিক্ষা করার গুরুত্বের অনুভূতিও তাহাদের নাই। আফসোস! শত আফসোস! কেহ কেহ তো শরয়ী আহকাম শিক্ষা করা হইতে দূরে থাকিতে চায়। আর বলে যে, আহকাম শিক্ষা করিবার পর হালাল হারামের প্যাঁচে পড়িয়া সম্পদ উপার্জন করা দূস্কর হইয়া পড়িবে। কোন কোন জালেম তো মুখে এতটুকু পর্যন্ত উচ্চারণ করিতে দ্বিধাবোধ করে না যে-মওলবীগণ হালাল-হারামের প্যাঁচ করিয়া আমাদিগকে উপার্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখিতে চায়। দুনিয়া আজ কোথায় থেকে কোথায় পৌছিয়া গিয়াছে? যাহারা এই ধরনের ধারণা রাখে বা এই ধরনের কথা বলে তাহাদের জন্য বড়ই আফসোস! তাহাদের এতটুকুও খবর নাই যে, তাহাদিগকে কাল কিয়ামতের দিনে বিশ্ব প্রতিপালকের আদালতে দন্ডায়মান হইতে হইবে। যেখানে ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের নিক্তি কায়েম করা হইবে। কুরআন পাকে তাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে-

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۔ وَاِذَا كَالُوْا هُمْ اَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۔ اَلَا يَظُنُّ اُولٰئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوْثُوْنَ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

অর্থঃ এমন সকল ওজনকারীদের জন্য ধ্বংস যাহারা মাপিয়া লওয়ার সময় পরিপূর্ণভাবে মাপিয়া লয়, আর যখন অন্যকে মাপিয়া বা ওজন করিয়া দেয় তখন কম দেয়। তবে কি তাহারা জানেনা যে, তাহাদিগকে এমন এক বিচারের দিনে উত্থিত করা হইবে, যেদিন সমস্ত লোক বিশ্ব প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হইবে।

কয়েকটি হাদীছঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (مسلم)

অর্থঃ সুদ গ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের চুক্তি লিখক এবং সুদের ব্যাপারে সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি আল্লাহ পাক অভিশাপ বর্ষণ করেন, আর বলেন- গোনাহের ক্ষেত্রে তাহারা সকলে সমান। (মুসলিম শরীফ)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمُ رِبٰوا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَّثَلٰثِيْنَ زِنَةً (احمد)

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, জানিয়া বুঝিয়া এক দেরহাম পরিমাণ সুদ খাওয়া ছত্রিশ বার যিনা অপেক্ষা খারাপ। (আহমদ)

وَمَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ اَوْلٰى بِهِ (احمد)

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন- যাহার শরীর হারাম মাল দ্বারা প্রতিপালিত হয়, তাহার জন্য অগ্নিই উপযুক্ত।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَرَضَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا يَاْخُذْ هَدْيَةً (بخارى)

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন- যখন কোন ব্যক্তি অপরকে করয দেয়, তখন সে তাহার হাদিয়া কবুল করিবেনা। (বোখারী)

গোনাহ

তৌরাত গ্রন্থের দশ অধ্যায়

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ) কে যে গ্রন্থ (তৌরাত) দান করিয়াছেন, তাহাতে নিম্নোক্ত দশটি আয়াতও ছিল-

১। হে মুসা! আমার সাথে কাহাকেও শরীক করিবে না। 'অগ্নি মুশরিকদের মুখমণ্ডল ভস্ম করিয়া দিবে' আমার এই কথা অবশ্যই কার্যকর হইবে।

২। আমার এবং তোমার পিতামাতার শুকরিয়া আদায় করিতে থাক। ফলে আমি তোমাকে বিভিন্ন বিপদাপদ থেকে হেফাজত করিব এবং দীর্ঘায়ু দান করিয়া আরামদায়ক জীবন ব্যবস্থা দান করিব। অধিকন্তু তুমি যে সকল নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করিবে তদপেক্ষা উত্তম আরও অধিক নিয়ামত প্রদান করিব।

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ

অর্থঃ যদি শুকরিয়া আদায় কর তাহা হইলে আরও অধিক নিয়ামত প্রদান করিব।

৩। কাহাকেও নাহক হত্যা করিবেনা অন্যথায় তোমাদের জন্য আসমান ও যমীন সংকীর্ণ হইয়া পড়িবে। আর তোমরা জাহান্নামের উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। আমার নামে মিথ্যা ও গোনাহের কার্যের কসম খাইবে না। যে ব্যক্তি আমার এবং আমার নামের ইয্যত করেনা, আমি তাহাকে পবিত্র করিনা।

৫। আমি স্বীয় অনুগ্রহে অন্যান্যদিগকে যে নিয়ামত প্রদান করিয়াছি- তৎসম্বন্ধে কখনও ঈর্ষা করিবেনা। ঈর্ষাকারী আমার নিয়ামতের শত্রু। আমার বন্টনের প্রতি অসন্তুষ্ট, আমার ফয়সালা অমান্যকারী। যে ব্যক্তি আমার সাথে এইরূপ আচরণ করে, তাহার সহিত আমার এবং আমার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

৬। যে কথা ভালভাবে শুন নাই, দেখ নাই বা বুঝ নাই এবং অন্তরে তাহা দৃঢ় বিশ্বাস কর নাই কখনও এমন কথার সাক্ষ্য দিবে না। অন্যথায় কিয়ামতের দিনে আমি এ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিব।

৭। কখনও চুরি করিবে না। (বিশেষ করিয়া) স্বীয় প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করিবেনা। অন্যথায় এই আমলের অপকৃষ্টতার কারণে আমি তোমাদিগকে স্বীয় রহমত থেকে বঞ্চিত রাখিব, আর তোমাদের জন্য আসমানের দরজা বন্ধ করিয়া দিব।

ফায়দাঃ যিনা সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বদা হারাম। কিন্তু এখানে বিশেষ করিয়া প্রতিবেশীর স্ত্রীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা প্রতিবেশী নিকটে বসবাস করে বলিয়া তাহার স্ত্রীর সাথে যিনা করিবার সম্ভাবনা অধিক রহিয়াছে।

৮। যে যে বিষয় নিজের জন্য পছন্দ কর- অপরের জন্যও তাহা পছন্দ করিও। (এটাই হইতেছে- ঈমান ও আখলাকের মাপকাঠি)

৯। আমাকে ব্যতীত অন্য কাহারো উদ্দেশ্যে (পশু) যবেহ করিবেনা। আমার নামে এবং খালেছভাবে আমার জন্য যে কুরবানী করা হয়, আমি সে কুরবানীই পছন্দ করি।

ফায়দাঃ পশু যবেহ করা ইবাদত, আর ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো জন্য জায়েয নাই।

১০। নিজকে এবং সংশ্লিস্ট সকলকে শনিবারে আমার ইবাদতে নিয়োজিত করিবে।

ফায়দাঃ উম্মতে মুহাম্মদিয়ার জন্য শুক্রবার হইল বরকতের দিন। অনুরূপভাবে হযরত মুসা (আঃ) -এর জন্য বরকতময় ও ঈদের দিন ছিল শনিবার।

কামেল মুমিন

বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ (কামেল) মুমিন ঐ ব্যক্তি, যাহার থেকে মানুষের জীবন ও সম্পদ বিপদমুক্ত থাকে (অর্থাৎ অন্য ব্যক্তিরা তাহাদের জীবন এবং ধন সম্পদ সম্পর্কে তাহার পক্ষ থেকে আশংকামুক্ত থাকে)।

* (কামেল) মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যাহার হাত ও মুখ থেকে মানুষ নিরাপদে থাকে (অর্থাৎ সে কাহাকেও কষ্ট দেয়না)।

* মুজাহিদ ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার ক্ষেত্রে স্বীয় প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করে (অর্থাৎ স্বীয় প্রবৃত্তির বিরোধিতা করে।)।

মুহাজির ঐ ব্যক্তি, যে গোনাহ হইতে নেক কাজের দিকে আর অবাধ্যতা হইতে আনুগত্যের দিকে আসে।

ব্যাখ্যাঃ হিজরতের অর্থ হইল, একস্থান ছাড়িয়া অন্য স্থানে চলিয়া যাওয়া। কিন্তু খারাপ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া ভাল অবস্থার দিকে যাওয়াকেও হিজরত বলা হয়।

অল্পে তুষ্ট থাক

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত এইভাবে কর, যেন তোমরা তাহাকে দেখিতেছ। নিজকে মৃতদের মধ্যে গণ্য কর। (যাহাতে অন্তর হইতে জাগতিক আকাংক্ষা দূরীভূত করা সহজতর হয়)। স্মরণ রাখ; মুখাপেক্ষীতা দূর করে এমন সামান্য সম্পদ, ইবাদতে অমনোযোগীতা সৃষ্টি করে অধিক সম্পদ অপেক্ষা উত্তম। খুব ভালভাবে জানিয়া রাখ যে, নেক কার্য পুরানো ও জীর্ণশীর্ণ হয় না, (যে ইহার সওয়াব কম পাওয়া যাইবে অথবা আদৌ পাওয়া যাইবে না)। আর আল্লাহ পাক গোনাহের কথা ভূলিয়া যান না (যে আখেরাতে আযাব থেকে বাঁচিয়া যাইতে পারিবে)।

আল্লাহ পাক গায়েব জানেন, তিনি প্রত্যেক আমল সম্বন্ধে ভালভাবে অবগত আছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় আমল অনুযায়ী বিনিময় পাইবে।

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا -

অর্থঃ যদি তুমি নেক কাজ কর, তাহা হইলে নিজের জন্যই করিবে। আর যদি বদ আমল কর; তাহা হইলে উহার শাস্তি তোমার উপরই পতিত হইবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাধারণ মানুষের দৃষ্টান্ত

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমার আর তোমাদের দৃষ্টান্ত হইল, যেমন- কোন ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়াছে আর পতঙ্গ উড়িয়া গিয়া অগ্নিতে ঝাঁপ দিতেছে। সেখানে একব্যক্তি বসিয়া বসিয়া পতঙ্গগুলোকে অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়া হইতে বিরত রাখিয়া, অগ্নির দাহন থেকে বাঁচাইতেছে। তোমরা জাহান্নামের অগ্নির দিকে লাফাইয়া চলিতেছ আর আমি তোমাদিগকে ধরিয়া অগ্নি হইতে বাঁচাইতেছি।

ফায়দাঃ পতঙ্গ অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়ার সময়, যেন অন্ধ হইয়া ঝাঁপ দেয়, আর জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যায়। অনুরূপভাবে মানুষ কুপ্রবৃত্তির ফাঁদে পড়িয়া যেন অন্ধ হইয়া জাহান্নামের অগ্নিতে ঝাঁপ দেয়।

পাঁচটি কারণ এবং তাওবা

কেহ বলিয়াছেন- পাঁচটি কারণে হযরত আদম (আঃ) -এর তাওবা কবুল

হইয়াছিল, আর পাঁচ কারণেই শয়তানের তাওবা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল।

আদমের তাওবা কবুল হওয়ার পাঁচটি কারণ

১। আদম (আঃ) স্বীয় গোনাহের কথা স্বীকার করিয়াছিলেন।
২। গোনাহের কারণে লজ্জিত হইয়াছিলেন।
৩। তাড়াতাড়ি তাওবা করার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।
৪। নিজকে তিরস্কার ও ভৎর্সনা করিয়াছিলেন।
৫। আল্লাহ পাকের রহমত হইতে নিরাশ হন নাই (তাওবা কবুল হওয়ার জন্য উল্লিখিত পাঁচটি বিষয় অত্যন্ত জরুরী)।

শয়তানের তাওবা কবুল না হওয়ার কারণ সমূহ

১। শয়তান স্বীয় গোনাহের কথা স্বীকার করে নাই। (বরং শেষ পর্যন্তও অহংকার করিয়া বলিতেছিল যে, সে আদম অপেক্ষা উত্তম)।
২। স্বীয় কর্ম সম্পর্কে লজ্জিত হয় নাই।
৩। নিজকে তিরস্কার ও ভৎর্সনা করে নাই। (বরং তাহার অহংকার এইপথে প্রতিবন্ধক হইয়াছিল)।
৪। তাওবা করার জন্য তাড়াতাড়ি করে নাই (বরং আল্লাহর বিরুদ্ধে এই অভিশপ্ত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেছিল)।
৫। আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছিল। (এই ধরনের অহংকারী ও অভিশপ্তের ভাগ্যে রহমত হইতে নিরাশ হওয়া ব্যতীত আর কি থাকিতে পারে?)।

বড়দের কথাও বড়

হযরত ইবরাহীম আদহাম রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিতেন- খোদা না খাস্তা আল্লাহর অনুগত থাকার কারণে যদিও জাহান্নামে যাইতে হয় তবুও আল্লাহর অনুগত থাকা, তাঁহার অবাধ্য হওয়া অপেক্ষা আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। আবার তাহার অবাধ্য হওয়ার ফলে যদিও জান্নাত লাভ হয় তথাপি মালিকের অবাধ্যতার লজ্জা তো সর্বদাই থাকিবে যাহা সর্বাপেক্ষা কঠিন আযাব। আর যদি সারা জীবন আল্লাহর অনুগত থাকি, তখন যদিও জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হই, তাহা হইলে জাহান্নামের আযাবের কষ্ট তো অবশ্যই হইবে কিন্তু মালিকের অবাধ্যতার লজ্জা তো হইবে না। যাহা জাহান্নামের অগ্নির শাস্তি অপেক্ষা কঠিনতর শাস্তি। অধিকন্তু জাহান্নাম হইতে বাহির হওয়ার আশা তো অবশ্যই রহিয়াছে।

যৌবন কাল আর এই অবস্থা

হযরত মালেক বিন দীনার রহমতুল্লাহি আলাইহি কোথাও যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে উতবা নামক এক যুবককে দেখিতে পাইলেন যে, সে একটি পুরাতন জামা পরিহিত অবস্থায় বিষন্ন বদনে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতেছে। তখন প্রচন্ড শীত থাকা সত্ত্বেও তাহার শরীর থেকে ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছিল। তিনি তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- হে বৎসা! কাঁদিতেছ কেন? আর এত শীত থাকা সত্ত্বেও তোমার শরীর ঘর্মাক্ত হইয়াছে কিভাবে? উতবা বলিল হযরত!

এই স্থানে আমি একটি গোনাহ করিয়াছিলাম, এখানে আসার পর সে গোনাহটির কথা স্মরণ হইল।

ফায়দাঃ এই ব্যক্তির আল্লাহর ভয় এবং হায়া-শরম এত অধিক ছিল যে, সে এই কারণে ঘর্মাক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের পূর্ব পুরুষগণ কত বেশী হায়াদার ছিল অথচ আমরা এত বেহায়া হইয়া গিয়াছি যে, প্রতিদিন হাজারো গোনাহ করার পরও আনন্দ উল্লাসে চলাফেরা করিতেছি।

স্বীয় আমলের হিসাব নিকাশ কর

মাকহুল শামী রহমতুল্লাহি বলেন-রাত্রে বিছানায় শয়ন করিবার পূর্বে স্বীয় আমলের হিসাব নিকাশ কর। হিসাব নিকাশের ফলে যদি বুঝা যায় যে, আজ নেককার্য অধিক করিয়াছ। তাহা হইলে এই জন্য আল্লাহ শোকরিয়া আদায় কর। আর যদি গোনাহের তালিকা লম্বা হইয়া যায়, তাহা হইলে শয়ন করিতে করিতেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। যদি এইরূপ না কর, তাহা হইলে তুমি এমন এক ব্যবসায়ীর সদৃশ্য হইলে, যে চিন্তা ফিকির করা ব্যতীত বেহিসাব ব্যয় করে, আর হঠাৎ করিয়া একদিন দেখিল যে, সে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। আর তখন তাহার কিছু করার থাকে না।

প্রিয়জনের সাথে গাদ্দারী করিবে না

হযরত ওমর বিন ইয়াযীদ বলেন- ভাই! যথা সম্ভব স্বীয় প্রিয়জনের সাথে গাদ্দারী ও প্রতারণা করিওনা। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল- হযরত! প্রিয়জনের সাথে কি কেহ গাদ্দারী করিতে পারে? তিনি উত্তর দিলেন- হ্যাঁ, পারে। তোমার কাছে তো তুমি নিজে অত্যধিক প্রিয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তুমি পাপ কার্যে লিপ্ত হও। তবে কি ইহা নিজের সাথে তোমার গাদ্দারী নয়?

এক উত্তম উপদেশ

জনৈক ব্যক্তি এক বুযুর্গকে বলিল, আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। বুযুর্গ বলিলেন- স্বীয় প্রতিপালক, তাঁহার মাখলুক এবং নিজের প্রতি জুলুম করিবেনা।

প্রতিপালকের প্রতি জুলুম হইল- তাঁহার বান্দা হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে ছাড়িয়া অন্যের ইবাদতে লাগিয়া যাওয়া।

ব্যাখ্যাঃ ইহা হইল শিরক। আর মাখলুকের প্রতি জুলুম হইল- তাহাদের দোষত্রুটিগুলি মানুষের কাছে প্রকাশ করিয়া দেওয়া। কুরআন পাকে শিরককে বড় গোনাহ বলা হইয়াছে–

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ -

মাখলুকের প্রতি জুলুম হইল- তাহাদের দোষত্রুটিগুলি মানুষের কাছে প্রকাশ করিয়া দেওয়া।

ব্যাখ্যাঃ যাহা বর্তমানে আমাদের মজলিশ সমূহের শোভা বলিয়া বিবেচিত হয়। নিজের প্রতি জুলুম হইল- আল্লাহ পাকের নির্দেশ পালনে অলসতা করা।

আমাদের আসলাফ (পূর্ববর্তীগণ) কি পরিমাণ মোত্তাকী ছিলেন

একদা খমস বিন হাসান রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- একটি গোনাহের কারণে আমি চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ক্রন্দন করিতেছি। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন- ইহা কিরকম গোনাহ, যাহার কারণে আপনি এত অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন? তিনি বলিলেন, একদা আমার এক বন্ধু আগমন করিয়াছিলেন। আমরা উভয়ে মিলিয়া বাজার হইতে মাছ খরিদ করিয়া রন্ধন করিয়া আহার করিলাম। আহার সমাপান্তে হাত ধৌত করিবার সময় আমি আমার এক প্রতিবেশীর অনুমতি ব্যতীত, তাহার ঘরের দেয়াল হইতে সামান্য মাটি লইয়াছিলাম। এই কারণে ক্রন্দন করিতেছি।

প্রশ্নকারী তাহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইলেন যে, এমন একটি ক্ষুদ্র গোনাহের জন্য আপনার এই অবস্থা হইয়াছে? তখন খমস বিন হাসান বলিলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ মানুষ যে গোনাহটি ক্ষুদ্র মনে করে (অর্থাৎ সাধারণ মনে করিয়া তওবা ও এস্তেগফার করার চিন্তা করেনা) আল্লাহ পাকের কাছে তাহা বড় গোনাহ, আর যে গোনাহকে মানুষ বড় মনে করে আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে তাহা অতি ক্ষুদ্র গোনাহ।

ফায়দাঃ মানুষ যে গোনাহটি বড় এবং ধ্বংসাত্মক মনে করে নিঃসন্দেহে সে গোনাহের জন্য তাওবা করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করায় লাগিয়া যায়। ফলে গোনাহটি ক্ষুদ্র হইয়া যায়, এমন কি গোনাহ নিঃশেষ হইয়া যায়। কোন সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহু- এর বাণী-

لَاصَغِيْرَةَ مَعَ الْاِصْرَارِ وَلاَ كَبِيْرَةَ مَعَ الْاِسْتِغْفَارِ

গোনাহ করায় অবিচল থাকিলে গোনাহ ছগিরা থাকে না অর্থাৎ গোনাহ কবীরায় পরিণত হয়। আর ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিলে কোন গোনাহ কবীরা থাকে না।

আওয়াম বিন হাওশাব রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- গোনাহ করার পর চারটি বিষয় গোনাহ করা অপেক্ষাও বিপজ্জনক (১) গোনাহ ক্ষুদ্র মনে করা। (২) উক্ত গোনাহ করায় লাগিয়া থাকা। (৩) গোনাহ করিয়া খুশী হওয়া। (৪) গোনাহের হালতে থাকা, তাওবা না করা।

গোনাহের দশটি খারাপী

ফকীহ আবুল লায়ছ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- হে আমার ভ্রাতাগণ। নিম্নোক্ত আয়াতের কারণে তোমরা যেন ধোকা না খাও। আয়াতটি হইল-

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى اِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ

অর্থঃ যে ব্যক্তি একটি নেকী লইয়া আসিবে, সে উহার দশ গুণ সওয়াব লাভ করিবে। আর যে ব্যক্তি গোনাহ লইয়া আসিবে, শুধু উহার সমান বিনিময়ই পাইবে এবং তাহাদের প্রতি জুলুম করা হইবে না।

কেননা অত্র আয়াতে ঐ ব্যক্তিকে দশ গুণ সওয়াব প্রদানের সুসংবাদ দেওয়া

হইয়াছে, যে কিয়ামতের দিন স্বীয় নেক আমল সহ পৌঁছিতে পারে। আমল করা তো সহজ, কিন্তু হাশরের ময়দান পর্যন্ত আমল লইয়া যাওয়া কষ্টকর। (যে আমল কবুল হইয়াছে, ঐ আমলই হাশরের ময়দান পর্যন্ত পৌঁছিবে। আর আমল কবুল হইয়াছে কিনা এই সম্পর্কে কাহারো কোন খবর নাই)। যদিও আয়াতের মধ্যে এক গোনাহের মাত্র একটি শাস্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকটি গোনাহের মধ্যে দশটি করিয়া খারাপী রহিয়াছে। যেমন-

(১) সৃষ্টিকর্তার অসন্তুষ্টি। (২) শয়তানের খুশী (৩) জান্নাত হইতে দূর হওয়া। (৪) জাহান্নামের নিকটবর্তী হওয়া। (৫) নিজের ব্যাপারে সীমালংঘন। (৬) ইহার কারণে অন্তর অপবিত্র হইয়া যাওয়া। (অথচ আল্লাহ পাক অন্তর পবিত্র বানাইয়াছেন।) (৭) হেফাজতকারী ফিরিশতাদের কষ্ট দেওয়া। (৮) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কারণে বিষন্ন হওয়া, (উম্মতের গোনাহ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবগত করানো হয়, আর তিনি ইহাতে বিষন্ন হন।) (৯) রাত্র অথবা দিবসে , তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা (কিয়ামতের দিনে গোনাহ করার স্থান ও সময় গোনহগারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে)। (১০) সৃষ্টির সাথে খেয়ানত করা।

ব্যাখ্যাঃ মানুষের সাথে খেয়ানত এইভাবে হইল যে, গোনাহ করার কারণে গোনাহগার বিশ্বাস যোগ্যতা হারাইয়া ফেলে। ফলে তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না।

সুতরাং যাহার পক্ষে সে সাক্ষ্য দিতে পারিত, অবশ্যই তাহার হক নষ্ট হইয়া গেল। অন্যান্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে খেয়ানত এইভাবে হইল যে, তাহার গোনাহের পরিণামে আল্লাহর রহমত কম অবতীর্ণ হয়। ফলে সমস্ত সৃষ্টি এমনকি জড়পদার্থও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সর্বাপেক্ষা বড় কৃপণ ও সর্বাপেক্ষা বড় জালেম

কেহ বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি নেক ও সৎ কার্যের ক্ষেত্রে নিজের সাথে কৃপণতা করে সে হইল সর্বাপেক্ষা বড় কৃপণ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নাফরমানী করিয়া নিজের প্রতি জুলুম করে, সে হইল সর্বাপেক্ষা বড় জালেম।

মারেফাতের বাতি যেন নির্বাপিত না হয়

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির উক্তি- হে মানুষ! গোনাহ করিওনা। কেননা গোনাহ অমঙ্গলজনক। ইহা একটি মারাত্মক পাথরের ন্যায়। যাহা আনুগত্যের বিশুদ্ধতার হেফাজতকারী প্রাচীর ভাঙ্গিয়া খান খান করিয়া দেয়। সুতরাং গোনাহ এই প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পর আনুগত্যের মধ্যে কুপ্রবৃত্তির বাতাস মিশ্রিত করিয়া মারেফাতের বাতি নির্বাপিত করিয়া দেয়।

ইলম প্রভাবহীন কেন

জনৈক ব্যক্তি এক বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করিল- আমরা তো অনেক জ্ঞান গর্ভ কথা শ্রবণ করিয়া থাকি কিন্তু ইহাতে লাভবান হইতে পারি না। ইহার কারণ কি? বুযুর্গ বলিলেন, তোমাদের মধ্যে পাঁচটি ত্রুটি রহিয়াছে, যাহার কারণে তোমরা এই নিয়ামত হইতে বঞ্চিত থাকিতেছ।

(১) আল্লাহপাকের নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর না।
(২) গোনাহ করার পর ক্ষমা প্রার্থনা কর না।
(৩) যতটুকু জান- তাহার উপর আমল কর না।
(৪) নেককার মানুষের সংস্পর্শে বস কিন্তু তাহাদের অনুসরণ কর না।
(৫) মৃত ব্যক্তিদের দাফন করিবার সময় উপদেশ লাভ কর না।

পাঁচজন ফিরিশতার ঘোষণা

ফকীহ আবুল লায়ছ সমরকন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আমার পিতা আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইরশাদ বর্ণনা, প্রতি দিন পাঁচজন ফিরিশতা আসমান হইতে অবতরণ করিয়া ঘোষণা দিতে থাকে-

প্রথম ফিরিশতা বলে- যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত ফরয আহকাম সমূহ পালন না করে, সে আল্লাহর রহমত হইতে বাহির হইয়া যায়।

দ্বিতীয় ফিরিশতা বলে- যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নত সমূহ আদায় না করিবে, সে তাঁহার শাফায়াত হইতে বঞ্চিত থাকিবে।
তৃতীয় ফিরিশতা বলে- যে ব্যক্তি হারাম উপার্জন করে, তাহার আমল প্রত্যাখ্যান করিয়া দেওয়া হইবে।
চতুর্থ ফিরিশতা মৃত ব্যক্তিদের সম্বোধন করিয়া বলে- হে কবরবাসী! তোমরা কিসের উপর ঈর্ষা কর, আর কিসের কারণে লজ্জিত হও। মৃত ব্যক্তিরা উত্তর দেয়, আমরা এই বিষয়ে লজ্জিত যে, আমরা স্বীয় জীবন নষ্ট করিয়াছি ও আখেরাতের জন্য প্রস্তুত হই নাই। আর ঐ সকল ব্যক্তিদের উপর ঈর্ষা করি যাহারা এখনও জীবিত আছে। কেননা তাহাদের ইবাদত, তিলাওয়াত, যিকির করার এবং দরূদ পাঠ করার সুযোগ রহিয়াছে। আমরা এইসব কিছু হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

পঞ্চম ফিরিশতা বলে- হে মানুষ! আল্লাহ পাকের ক্রোধও আছে, আবার তিনি সাজাও প্রদান করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ক্রোধ ও সাজার ভয় করে। তাহার উহা হইতে বাঁচিবার উপায় অবলম্বন করা দরকার। সে যেন স্বীয় গোনাহ সমূহ হইতে তাওবা করে। হে মানুষ! আমরা তো তোমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছি কিন্তু তোমরা আকাংক্ষী হইতে পার নাই। আমরা তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছি কিন্তু তোমরা আল্লাহর ক্রোধকে ভয় কর নাই। আল্লাহকে ভয় করে এমন ব্যক্তি, নিস্পাপ শিশু, পশু, আর ইবাদতকারী বৃদ্ধলোক যদি দুনিয়াতে অবস্থান না করিত, তাহা হইলে তোমাদের প্রতি আযাব নাযিল করা হইত।

জ্ঞানগর্ভ উক্তি

(১) একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহাকে বলিলেন- হে আয়েশা! ছোট ছোট গোনাহ হইতেও খুব সতর্ক থাক। আল্লাহ পাকের দরবারে এই গুলি সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হইবে।
(২) কেহ বলিয়াছেন- ছোট গোনাহের দৃষ্টান্ত হইতেছে। যেমন- কোন ব্যক্তি

ছোট ছোট শুকনা লাকড়ি একত্রিত করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। এই অগ্নিও ছাড়াইয়া পড়িয়া বহু বড় ধ্বংস টানিয়া আনিতে পারে।

(৩) যে ব্যক্তি নেকী বপন করিবে সে নিরাপদে থাকিবে। (তাওরাত)

(৪) যে ব্যক্তি পাপ বপন করিবে- সে অপমানিত ও লজ্জিত হইবে। (ইঞ্জিল)

(৫) কোন এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করিল- নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আপনি কাহাকে অধিক পছন্দ করেন। অধিক গোনাহ যে করে তাহাকে? না যে অধিক নেকী করে তাহাকে? না যে কম গোনাহ করে তাহাকে? না যে কম নেকী করে তাহাকে? তিনি বলিলেন- যে ব্যক্তি কম গোনাহ করে সে আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।

(৬) কোন বুযুর্গ বলিয়াছেন- আমল তো প্রত্যেকেই করে- কিন্তু যে ব্যক্তি গোনাহ পরিত্যাগ করে সে হইল বুদ্ধিমান।

ইহা হইতে বুঝা গেল যে, নেকী করা আর পাপ বর্জন করা উভয়ের মধ্যে পাপ বর্জন করা উত্তম। কেননা নেকী লইয়া হাশরের ময়দান পর্যন্ত পৌছার শর্তারোপ করা হইয়াছে। আল্লাহ্ পাক বলেন-

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا –

অর্থঃ যে ব্যক্তি নেকী লইয়া আগমন করিবে সে উহার দশগুণ বিনিময় লাভ করিবে।

কিন্তু গোনাহ করার জন্য কোনরূপ শর্তারোপ করা হয় নাই। আল্লাহ্ পাক বলেন-

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى –

অর্থঃ যে ব্যক্তি নিজকে প্রবৃত্তির চাহিদা হইতে বিরত রাখে তাহার ঠিকানা হইল জান্নাত।

নিঃস্ব কে?

একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন-বলতো নিঃস্ব কে? সাহাবাগণ উত্তর দিলেন, যাহার কাছে টাকা পয়সা নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ না, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব হইল ঐ ব্যক্তি, যে নামায, যাকাত ইত্যাদি সহ কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হইবে। কিন্তু দুনিয়াতে হয়তো কাহাকেও গালি দিয়াছে, কাহাকেও হয়তো অপবাদ দিয়াছে; কাহারো সম্পদ হরণ করিয়াছে, কাহাকেও হয়তো হত্যা করিয়াছে, কাহাকেও হয়তো মারধর করিয়াছে। এই সকল জুলুমের বিনিময়ে তাহার সমূদয় সওয়াব অত্যাচারিত ব্যক্তিকে দিয়া দেওয়া হইবে। আর সে শূণ্য হাতে দাঁড়াইয়া থাকিবে। যদি মানুষের হক আদায় হওয়ার পূর্বে তাহার সওয়াব শেষ হইয়া যায়- তখন তাহাদের গোনাহ এই জালেমের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

অত্যাচারিতকে সাহায্য কর অন্যথায়

হযরত আবু মায়সারা রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- দাফন করার পর ফিরিশতা মৃত ব্যক্তিকে এত জোরে বেত্রাঘাত করে যে, বেত্রাঘাতের কারণে অগ্নির ঝলক

পর্যন্ত দেখা যায়। মৃত ব্যক্তি এই বেত্রাঘাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ফিরিশতা বলেন, দুনিয়াতে তুমি এক অত্যাচারিতের নিকট দিয়া যাইতেছিলে- সে সাহায্য চাহিয়া তোমার কাছে ফরিয়াদ করিতেছিল। তোমার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তুমি তাহাকে সাহায্য কর নাই। আর এই বেত্রাঘাত উহারই শাস্তি।

ব্যাখ্যাঃ অত্যাচারিতের সাহায্য না করার শাস্তিই যখন এই পরিমাণ- তাহা হইলে জালিমের শাস্তি কি পরিমাণ হইতে পারে?

মায়মুন বিন মেহরান রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছেন- যদি তুমি কাহারও প্রতি অত্যাচার করিয়া থাক। আর ক্ষমা প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পার নাই। তাহা হইলে প্রত্যেক নামাযের পর তাহার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাক। ইহার বরকতে সে জুলুম মাফ হইয়া যাইবে।

জালেমের সাহায্য করিবে না

হযরত ইবনে মাসউদ রাদি আল্লাহু আনহু বলেন- যে ব্যক্তি কোন জালেমের সাহায্য করিবে অথবা কোন মুসলমানের হক নষ্ট করার জন্য তাহাকে পথ দেখাইবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর গযবের উপযুক্ত হইবে এবং জুলুমের গোনাহের বোঝা তাহার উপর চাপিবে।

সর্বাপেক্ষা বড় মূর্খ

একদা হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হযরত আহনাফ বিন কায়স রাদিআল্লাহু আনহু- এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, সর্বাপেক্ষা বড় মূর্খ কে? তিনি উত্তর দিলেন, যে ব্যক্তি পরকালকে স্বীয় জাগতিক জীবনের বিনিময়ে বিক্রি করে। হযরত ওমর রাদি আল্লাহু আনহু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন- তাহার অপেক্ষা বড় মূর্খ কে? হযরত আহনাফ বিন কায়স রাদিআল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় পরকালকে অপরের জাগতিক বিনিময়ে বিক্রি করিয়া দেয়।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ দুনিয়াতে হারাম পন্থা ধন-সম্পদ উপার্জন করে ফলে তাহার পরকাল নষ্ট হয়। আর উপার্জিত সম্পদ যখন অপরের জন্য ছাড়িয়া মরিয়া যায়, যেন সে অন্যের জন্য সম্পদ উপার্জনের পিছনে নিজের পরকাল নষ্ট করিল।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু- এর উক্তি

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু- এর প্রসিদ্ধ উক্তি। তিনি বলিয়াছেন- আমি কাহারো প্রতি এহসানও করি নাই, আর কাহারো অনিষ্টও করি নাই। অন্যের প্রতি এহসান করা প্রকৃত পক্ষে নিজের প্রতিই এহসান করা। কেননা ইহার লাভ সে নিজেই ভোগ করিবে। অনুরূপভাবে যদি অন্যের প্রতি জুলুম করা হয়, তবে ইহার আযাব জুলুমকারীর উপরই আপতিত হয়, যেন সে নিজের প্রতিই জুলুম করিয়াছে। কুরআন পাকে বর্ণনা করা হইয়াছে-

من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها -

অর্থঃ যে নেক কাজ করিয়াছে- ইহার ফায়দা সে লাভ করিবে। আর যে বদ কাজ করিয়াছে ইহার পরিণাম তাহার উপর আসিবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পরিমাণ সতর্ক ছিলেন

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- কোন এক মুহাজির কোন এক প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে একাকী সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। কিন্তু সুযোগ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। একদিন প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওয়ারীতে আরোহন করিয়া কোথাও যাইতেছিলেন। তখন উক্ত সাহাবী সামনে আসিয়া সওয়ারীর লাগাম ধরিয়া আবেদন করিলেন- আপনার কাছে আমার একটি প্রয়োজন রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- এখন লাগাম ছাড়িয়া দাও। তোমার প্রয়োজন পূর্ণ হইয়া যাইবে। সাহাবী হাল ছাড়িলেন না। বার বার প্রয়োজনের কথা বলিতে চাহিলেন। তখন ফজরের নামাযের ওয়াক্ত প্রায় শেষ হইয়া যাইতেছিল। তাই রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বেত্রাঘাত করিয়া সরাইয়া দিলেন।

নামায সমাপনান্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- এখনই আমি এক ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করিয়াছি। যদি সে এখানে থাকে তাহা হইলে যেন দাঁড়াইয়া যায়। সে সাহাবী ভয়ে ভয়ে খাড়া হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ কাছে আস! সাহাবী কাছে আসিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ আমাকে বেত্রাঘাত করিয়া প্রতিশোধ লও। সাহাবী বলিলেন- আল্লাহর আশ্রয় চাহিতেছি। আমি কি স্বীয় মনিবকে বেত্রাঘাত করিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- কোন অসুবিধা নাই। প্রতিশোধ গ্রহণ কর। সাহাবী পুণরায় একই উত্তর দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- ঠিক আছে। তাহা হইলে মাফ করিয়া দাও। তখন সাহাবী বলিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমি মাফ করিয়া দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ লোকজন! আল্লাহকে ভয় কর। কাহারো প্রতি জুলুম করিওনা। যদি কেহ কোন মুমিনের প্রতি জুলুম করে তাহা হইলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাহাকে শাস্তি দিবেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন- কিয়ামতের দিন অত্যাচারিত ব্যক্তি সফল হইবে।

বান্দার হক

হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- যদি তুমি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ কর যে, তুমি সত্তর বার আল্লাহর হক নষ্ট করিয়াছ। (অর্থাৎ তাহার নাফরমানী করিয়াছ)। তাহা হইলে তোমার এই অবস্থা বান্দার হক একবার নষ্ট করা অপেক্ষা উত্তম।

ফায়দাঃ আল্লাহর হকের তুলনায় বান্দার হক অধিকতর বিপজ্জনক। আল্লাহ পাক দয়ালু। আল্লাহর নিকট বান্দার গোনাহ আকাশের তারকার ন্যায় অসংখ্য হইলেও আবার সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ হইলেও- গোনাহ মাফের আশা করা যায়। পক্ষান্তরে বান্দা কৃপণ। তাহার থেকে এতটুকু আশাও ক্ষীন যে, সে অন্যকে একটি হকও মাফ করিয়া দিবে।

ঋণের ব্যাপারে অমনোযোগী হইও না

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- ঋণী ব্যক্তি যতক্ষণ

ঋণ পরিশোধ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত যয়তুনের তৈল বা উহা হইতেও কম মূল্যের সালন ব্যবহার করা তাহার জন্য উচিত নয়।

ব্যাখ্যাঃ নিজের প্রয়োজন পরিহার করিয়া বা কম করিয়া প্রথমে ঋণ পরিশোধ করিবার চেষ্টা করা উচিত।

সৃষ্টির সেবা করার ফজিলত

ফুযায়ল বিন আয়ায রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিতেন- কুরআন পাকের এক আয়াত হাযার বার তিলাওয়াত করা অপেক্ষা উক্ত আয়াত একবার পাঠ করিয়া তদনুযায়ী আমল করা আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।

এক মুসলমানকে খুশী করা আর তাহাকে সাহায্য করা জীবন ভরিয়া ইবাদত করা অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়।

দুনিয়া বর্জন করা আসমানের সকল ফিরিশতাদের সমান ইবাদত করা অপেক্ষা আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।

হারাম এক পয়সা পরিত্যাগ করা একশত বার হজ্জ্ব করা অপেক্ষা উত্তম। (যদিও হজ্জ্ব হালাল উপার্জন দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে)।

জুলুম ঈমানের জন্য বিপজ্জনক

হযরত আবু বকর ওররাক রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- মানুষের উপর জুলুম করার কারণে অধিকাংশের অন্তর হইতে ঈমান বাহির হইয়া পড়ে। আবুল কাসেম হাকীমকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন কোন গোনাহ আছে কি? যাহার কারণে অন্তর হইতে ঈমান বাহির হইয়া যায়? তিনি উত্তর দিলেন এই ধরনের তিনটি গোনাহ রহিয়াছে।

(১) ইসলামের নিয়ামতের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় না করা।

(২) ইসলাম মিটিয়া যাওয়াতে ভয় না করা।

(৩) মুসলমানের প্রতি জুলুম করা।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অসীয়ত

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তিনটি অসীয়ত করিয়াছেন-

(১) বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করিতে থাক। (ইহার দ্বারা কুপ্রবৃত্তির চাহিদাগুলি নিজে নিজেই মিটিয়া যায়) (২) সর্বাবস্থায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিতে থাক। (ইহার ফলে নিয়ামত বৃদ্ধি পাইতে থাকে) (৩) সব সময় দোয়া করিতে থাক। (বলা যায় না- কখন দোয়া কবুল হইয়া যায়)

অতঃপর তিনটি কাজ থেকে বাঁচিয়া থাকিতে বলিলেন-

(১) কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করিবেনা। আর এই ব্যাপারে কাহাকেও সাহায্য করিবেনা। (ইহা খারাপ চরিত্রের পরিচায়ক)

(২) কখনও কাহারো বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবেনা। (কারণ যাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয়, আল্লাহ পাক তাহাকে সাহায্য করেন)

(৩) কখনও কাহাকেও ধোকা দিবেনা। ধোকা দেওয়ার পরিণাম সর্বদা ধোকাবাজের উপর পতিত হয়)

গোমরাহীর তিন কারণ

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- মানুষ পথ ভ্রষ্ট হওয়ার জন্য তিনটি কারণই যথেস্ট।

(১) কোন ব্যক্তি, যে সকল খারাপ কাজ নিজে করে, অন্যেরা সেই খারাপ কার্য করিলে, সে তাহাদের এই সকল কার্যের কারণে তাহাদের দোষ বর্ণনা করে। (আজকাল অন্যের দোষ বর্ণনাকারী প্রতিটি ব্যক্তি, যদি নিজের দোষের থলির প্রতি দেখে তাহা হইলে নিঃসন্দেহে সেও লজ্জিত হইবে)।

(২) যখন কোন ব্যক্তি অন্যান্য লোকদের সমুদয় দোষক্রটি দেখে অথচ সে সকল দোষক্রটি তাহার মধ্যে বিদ্যমান থাকার পরও সে নিজের দোষক্রটি দেখেনা। (আজকাল আমাদের অবস্থা ঠিক এইরূপ। অন্যের চোখের সামান্য ধুলি কণাও দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু স্বীয় চোখে বিদ্ধ তীরও দৃষ্টিগোচর হয় না।)

(৩) সাথীদের বেহুদা কষ্ট দেওয়া। (কোন কোন লোক শুধু অন্যকে কষ্ট দেওয়ায় আনন্দ পায়)।

কত শক্ত এই আযাব?

ইয়াযীদ বিন সামুরা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, জাহান্নামের কোন কোন স্থান সমুদ্রের বেলাভূমির ন্যায় হইবে। ইহাতে উটের ন্যায় সাপ আর খচ্চরের ন্যায় বিচ্ছু থাকিবে। জাহান্নামীরা যখন তাহাদের আযাব হালকা করিয়া দেওয়ার জন্য আবদার করিবে তখন তাহাদিগকে উক্ত স্থানের দিকে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। সেখানে পৌছার পরই সাপ-বিচ্ছু তাহাদিগকে দংশন করিতে থাকিবে। দংশন করিতে করিতে শরীরের সমুদয় চামড়া ঝাঁঝরা করিয়া ফেলিবে। অসহ্য হইয়া পুনরায় পূর্বস্থানে ফিরিয়া যাওয়ার আবেদন করিবে। তখন তাহাদিগকে পুনরায় অগ্নিতে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। তাহাদের শরীর খুজলি পাঁচড়ায় ভরিয়া যাইবে। তাহারা এমনভাবে চুলকাইতে থাকিবে যে শরীরের গোশত উঠিয়া গিয়া হাড় পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইবে। এমতাবস্থায় তাহাদিগকে কেহ জিজ্ঞসা করিবে- এই খুজলির কারণে তোমাদের কোন প্রকার কষ্ট হইতেছে কি? তাহারা জবাব দিবে যে- সীমাহীন কষ্ট হইতেছে। তখন তাহাদিগকে বলা হইবে- এই কষ্টের কারণ হইল তোমরা দুনিয়াতে মুমিনকে কষ্ট দিতে। আজ উহার মজা দেখ।

কয়েকটি হাদীছ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ (مسلم)

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- আল্লাহ পাক এমন বান্দাকে পছন্দ করেন, যে মুত্তাকী হয়। দুনিয়ার প্রতি মুখাপেক্ষী হয় না এবং স্বখ্যাতি পছন্দ করেনা। (মুসলিম)

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَاَىُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ (احمد)

অর্থঃ জনৈক ব্যক্তি বলিল- ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! উত্তম ব্যক্তি কে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ যে দীর্ঘায়ু পায় আর তাহার আমল ভাল হয়। সে ব্যক্তি আবার বলিল- নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- যে দীর্ঘায়ু পায় কিন্তু তাহার আমল খারাপ হয়। (আহমদ)

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللّٰهِ -

অর্থঃ বুদ্ধিমান হইল ঐ ব্যক্তি যে নিজকে চিনে এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য আমল করে। বেওকুফ হইল ঐ ব্যক্তি যে কুপ্রবৃত্তির চাহিদা মত চলে আর আল্লাহ পাকের কাছে সুপ্রতিদানের আকাংক্ষা করে।

রহমত ও দয়ামায়া

রহম কর- তোমার প্রতি রহম করা হবে।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন- এক ব্যক্তি কোথাও যাইতেছিল। পথ চলা অবস্থায় সে পিপাসিত হইয়া পড়িল। তাই এক কূপের নিকট গিয়া পানি পান করিল। ফিরিয়া আসিবার সময় দেখিতে পাইল যে, এক কুকুর অতিশয় তৃষ্ণার কারণে জিহবা বাহির করিয়া দাঁড়াইয়া কাদা চাটিতেছিল। তাহার ধারণা হইল যে, কুকুরটিও তাহার ন্যায় পিপাসিত। তখন সে পুনরায় কূপের নিকট গিয়া স্বীয় মুজা দ্বারা পানি তুলিয়া কুকুরকে পান করাইল। তাহার এই আমলে সন্তুষ্ট হইয়া আল্লাহ পাক তাহাকে মাফ করিয়া দিলেন। উপস্থিত সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! জানোয়ারের সাথে সদাচরণ করারও সুপ্রতিদান পাওয়া যায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ প্রতিটি জানোয়ারের সাথে সদাচরণ করার সুপ্রতিদান পাওয়া যায়।

ফায়দাঃ কুকুরের সাথে সদাচরণ করার বিনিময় যখন এইরূপ। তাহা হইলে মানুষের সাথে সদাচরণ করার বিনিময় কিরূপ হইতে পারে?

রহম দিল আর জান্নাত

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ যাহার অন্তরে রহম রহিয়াছে এমন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ জান্নাতে যাইবেনা। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আমাদের সকলের অন্তরেই তো রহম রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ অন্তরে রহম থাকার অর্থ ইহা নহে যে, শুধু নিজেদের জন্য রহম করা বরং সমস্ত মানুষের সাথে রহমত ও অনুগ্রহের আচরণ করা হইল অন্তরে রহমত থাকা।

ব্যাখ্যাঃ আমাদের যুগ তো এক আশ্চর্যজনক যুগ। এই যুগে তো ভাই-এর প্রতিও ভাই রহম করেনা।

কাহাকেও ভৎর্সনা করিওনা

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, যদি কাহাকেও কোন খারাপ আমলের শাস্তি পাওয়া অবস্থায় দেখিতে পাও; তাহা হইলে তাহাকে ভৎর্সনা করিওনা। তাহার বিরুদ্ধে শয়তানকে সহায়তা করিওনা। বরং এইরূপ বল-হে আল্লাহ! তাহার প্রতি রহম করুন, তাহার প্রতি দয়া করুন।

ফায়দাঃ আমাদের উচিত যেন আমরা নিজেদের অন্তর অনুসন্ধান করিয়া দেখি যে, আমাদের মধ্যে এই উত্তম চরিত্রটি বিদ্যমান আছে কিনা? না আমাদের মধ্যে চরিত্রগত এই দিকটির অধঃপতন আসিয়াছে।

সহানুভূতির মাপকাঠি

হযরত নুমান বিন বশীর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখে শুনিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ মুসলমানদের উচিত তাহারা যেন একে অপরের সংশোধন করার ক্ষেত্রে আর সহানুভূতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এক দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ন্যায় হইয়া থাকে। দেহের এক অঙ্গের কষ্ট হইলে সমুদয় দেহ সতর্ক হইয়া অস্থির হইয়া উঠে।

ফায়দাঃ আজকাল মুসলমানদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে কি? যদি না থাকে তাহা হইলে অবনতি ও ধ্বংসের অভিযোগ কেন?

ইহার দৃষ্টান্ত মিলিবে কি?

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- একদা হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু স্বীয় খিলাফতের যুগে রাত্রে জনসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য বাহির হইলেন। দেখিলেন মাঠের মধ্যে এক কাফেলা লোক তাবু গাড়িয়া নিদ্রামগ্ন রহিয়াছে। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু তাহাদের মালপত্র চুরি হওয়ার আশংকা অনুভব করিলেন। তাই আবদুর রহমান বিন আওফ রাদিআল্লাহু আনহু -এর কাছে পৌছিলেন ও তাহাকে সাথে করিয়া লইলেন। সারা রাত্র কাফেলার লোকজনকে পাহারা দিলেন। ভোর হওয়ার পর তাহাদিগকে ফজরের নামাযের জন্য জাগরিত করিলেন, অতঃপর রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

ইনসাফ তো এই রকমই হয়

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু এক বৃদ্ধ যিম্মী কাফেরকে এক বাড়ীর দরজায় ভিক্ষা চাইতে দেখিলেন। তিনি ইহাতে ব্যথিত হইয়া বলিতে লাগিলেন- আমরা তোমার প্রতি ইনসাফ করি নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি যুবক ছিলে ততক্ষণ তোমার কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করিয়াছি। এখন বৃদ্ধ হইয়াছ, আর তোমাকে মানুষের দরজায় দরজায় ভিক্ষা করিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছি। এই কথা বলিয়া সাথে সাথে বায়তুল মাল হইতে বৃদ্ধের জন্য তাহার প্রয়োজন মোতাবেক ভাতা জারী করিয়া দিলেন।

রহম ও দানের বিনিময়ে জান্নাত

হযরত হাসান রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে এমন অনেক লোক রহিয়াছে, যাহাদের নামায রোযার আমল অনেক হওয়ার পরও তাহারা জান্নাতে যাইবেনা। বরং অন্তরের সাফায়ী, দান এবং মুসলমানদের প্রতি তাহাদের সহানুভূতি তাহাদিগকে জান্নাতে লইয়া যাইবে।

মুসলমানদের দশটি হক

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলিলেন- তোমাদের উপর মুসলমানদের চারটি হক রহিয়াছে।

(১) এহসানকারীকে সাহায্য করা। (২) গোনাহগারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।

(৩) হাকীম বা বিচারকের জন্য দোয়া করা। (৪) তওবাকারীকে ভালবাসা।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক মুসলমানের অপরের প্রতি ছয়টি হক রহিয়াছে, যাহা আদায় করা প্রত্যেকের দায়িত্ব-

(১) অপরের দাওয়াত কবুল করা। (২) অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়া। (৩) জানাযার নামাযে শরীক হওয়া। (৪) একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ হইলে সালাম করা। (৫) কেহ উপদেশ গ্রহণের আকাংক্ষা করিলে উপদেশ প্রদান করা। (৬) কেহ হাঁচি দিয়া "আলহামদু লিল্লাহ" বলিলে শ্রবণকারী "ইয়ার হামুকাল্লাহ" বলা।

কামেল (পরিপূর্ণ)-ঈমান

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন-

(১) যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলমানের আয়েব (দোষ) গোপন করিয়া রাখে, আল্লাহ পাক আখেরাতে তাহার আয়েব (দোষ) গোপন করিয়া রাখিবেন।

(২) যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলমানের পার্থিব কষ্ট দূর করিবে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিনে তাহার কষ্ট দূর করিবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি নিজের জন্য যাহা পছন্দ করে যতক্ষণ পর্যন্ত অপরের জন্য তাহা পছন্দ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার ঈমান পরিপূর্ণ হয় না।

(৪) যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করে না, তাহার প্রতিও অনুগ্রহ করা হয় না।

(৫) যে অপরের ভূল ত্রুটি মার্জনা করেনা, তাহার ভুলত্রুটিও মাফ করা হইবে না।

(৬) যে ব্যক্তি অপরের ওযর কবুল করেনা, আল্লাহ পাক তাহার ওযরও কবুল করিবেন না।

(৭) তোমরা পৃথিবীর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর; তাহা হইলে আসমানে বসবাসকারীগণ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবেন।

হে মানুষ! যদি তুমি অপরের প্রতি অনুগ্রহ কর; তাহা হইলে তোমার প্রতিও অনুগ্রহ করা হইবে। তুমি আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ পাওয়ার আকাংক্ষা কর অথচ তুমি নিজে অনুগ্রহ কর না। (ইঞ্জিল)

নিজের ঝুলিতে দেখ

শকীক যাহেদ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- যদি তোমার কাছে কাহারও দোষ বর্ণনা করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে তুমি দোষী সাব্যস্ত করিওনা বরং তাহার সাথে অনুগ্রহের আচরণ করিও। কেননা তুমি তাহার চেয়ে খারাপ। যদি তোমার সামনে কোন নেককারের আলোচনা করা হয়, আর তোমার অন্তরে যদি তাহার অনুকরণ করার আগ্রহ পয়দা না হয়, তাহা হইলে তুমি জানিয়া লও যে, তুমিই খারাপ।

হযরত ঈসা (আঃ) -এর নসীহত

হযরত মালেক বিন আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বলিয়াছেন- জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট হযরত ঈসা (আঃ) -এর বাণী নকল করিয়াছেন-

(১) আল্লাহর যিকির ব্যতীত অতিরিক্ত কথা বলিওনা। অন্যথায় তোমার অন্তর শক্ত হইয়া যাইবে। আর যাহার অন্তর শক্ত -সে আল্লাহ হইতে দূরে।

(২) মানুষের দোষ এইভাবে দেখিওনা যে, তুমি তাহার মনিব। বরং এইভাবে দেখ যে, তুমি তাহার গোলাম।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মানুষ দুই অবস্থার উপর আছে।

(১) কতকলোক রহিয়াছে, যাহারা বিপদে আক্রান্ত।

(২) কতকলোক রহিয়াছে, যাহারা সুখী ও আরামের জীবন যাপন করিতেছে।

যখন বিপদে আক্রান্ত অস্থির ব্যক্তিকে দেখিবে তখন তাহার প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহার জন্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দোয়া কর। আর সুখী ব্যক্তিকে যখন দেখিবে তখন আল্লাহর প্রশংসা করিয়া শুকরিয়া আদায় কর। এইজন্য যে- আমাদের এই ভাই সুখে রহিয়াছে।

নোটঃ যদি মানুষের এইরূপ মন-মানসিকতা পয়দা হয়, তাহা হইলে দুনিয়া হইতে ঝগড়া-ফাসাদ মিটিয়া যাইবে।

সারগর্ভ তিনটি কথা

আবু আবদুল্লাহ শামী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আমি একবার হযরত তাউস রহমতুল্লাহি আলাইহি এর সাথে সাক্ষাৎ করিবার জন্য গেলাম। তাহার দরজাতে হাত দ্বারা আওয়াজ দিলাম। এক অতিশয় দুর্বল বৃদ্ধলোক বাহির হইয়া বলিলেন-

'আমিই তাউস।' আমি অবাক হইয়া বলিলাম, আপনিই 'তাউস। অতঃপর আমি তাহার সাথে ঘরের ভিতর গেলাম। তিনি বলিলেন কি জিজ্ঞাসা করিবার আছে জিজ্ঞাসা কর। আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবে সারগর্ভ উত্তর দিব। আমি বলিলাম- যদি আপনার অবস্থা এমন যে, আপনি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদানের ভাব লইয়া আছেন তাহা হইলে আমিও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করিব। আমার প্রশ্ন করার আগেই তিনি বলিলেন- যদি বল তাহা হইলে আমি মাত্র তিনটি কথার মধ্যে কুরআন, ইঞ্জিল আর তৌরাত গ্রন্থত্রয়ের সারকথা বর্ণনা করিয়া দিব। আমি বলিলাম- অবশ্যই বলুন। তিনি বলিলেন-

(১) আল্লাহ তাআলাকে এইভাবে ভয় কর, যেন তাহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও এত ভয় না কর।

(২) আল্লাহ পাকের কাছে এত বেশী অনুগ্রহের আশা রাখ যেন তাহা আল্লাহর ভয়ের উপর প্রাধান্য পাইয়া যায়।

(৩) নিজের জন্য যাহা পছন্দ কর- অন্যের জন্যও তাহাই পছন্দ কর।

ঈমান পরিপূর্ণকারক তিনটি আমল

হযরত আম্মার বিন ইয়াসার রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিল, সে নিজের ঈমান পরিপূর্ণ করিল-

(১) অভাব থাকা সত্বেও খরচ করা। (২) নিজের প্রতি ইনসাফ করা। (৩) সালামের প্রচলন করা।

আল্লাহর পছন্দনীয় তিনটি কার্য

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তিনটি কার্য আল্লাহর কাছে সীমাহীন পছন্দনীয়-

(১) প্রতিশোধ লওয়ার সামর্থ্য থাকা সত্বেও মাফ করিয়া দেওয়া (ইহা উচ্চ পর্যায়ের বীরত্ব)।

(২) মধ্যপন্থা অবলম্বন করা (দ্বীনি এবং পার্থিব উভয় ব্যাপারে)।

(৩) আল্লাহর বান্দাদের উপর রহম করা (যে ব্যক্তি সৃষ্টির প্রতি রহম করে আল্লাহ তাহার প্রতি রহম করেন।

কল্যাণ ও মঙ্গলের কেন্দ্র

হযরত হেশাম রহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত হাসান থেকে বর্ণনা করেন যে- আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ) -এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করিয়াছেনঃ হে আদম! চারটি জিনিস তোমার এবং তোমার সন্তানদের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণের কেন্দ্র। একটি আমার জন্য। দ্বিতীয়টি তোমার জন্য। তৃতীয়টি আমার ও তোমাদের মধ্যে সম্পর্কিত। চতুর্থটি তোমারও অন্যান্য মাখলুকের মধ্যে সম্পর্কিত।

আমার জন্য যাহা-তাহা হইল এই যে, তোমরা সকলে শুধু আমার ইবাদত কর। কাহাকেও আমার সাথে শরীক করিও না।

তোমার জন্য যাহা-তাহা হইল এমন আমল, আমি যাহার বিনিময় প্রদান করিব।

তোমার আর আমার মধ্যে সম্পর্কিত বিষয় হইল- দোয়া এবং উহা মকবুল হওয়া। (দোয়া করা তোমার কাজ আর কবুল করা আমার কাজ)।

তোমার আর অন্যান্য মাখলুকের মধ্যে সম্পর্কিত বিষয় হইল- তুমি মাখলুকের সাথে এমন আচরণ কর, যেমন আচরণ তোমার নিজের জন্য অন্যের দ্বারা করানো তুমি পছন্দ কর।

ব্যাখ্যাঃ এই চার বিষয়ের মধ্যে আকীদাগত বিষয়, আমল এবং লেনদেন প্রভৃতি অন্তর্ভূক্ত হয়। আমল কবুল হওয়া নির্ভর করে আল্লাহর তাওহীদ মানিয়া লওয়া আর শিরক হইতে সম্পূর্ণরূপে বাঁচিয়া থাকার উপর। আর দোয়ার উপর দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, ইবাদতের মগজ। বরং ইহাই প্রকৃত ইবাদত।

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ - اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةِ -

অর্থঃ দোয়া হইল ইবাদতের মস্তিস্ক। দোয়াই ইবাদত।

মানুষের সাথে এমন আচরণ করা, যে আচরণ তাহার সাথে অন্যে করুক বলিয়া সে পছন্দ করে। ইহা মুয়ামালাত ও আখলাকের সর্বোচ্চ পর্যায়। এই ধরনের বৈশিষ্ট্য আজ আমরা সকলেই ভুলিয়া বসিয়াছি।

দুইটি হাদীছ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَايَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ (مسلم)

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- যাহার প্রতিবেশী তাহার অনিষ্ট হইতে নিরাপদে না থাকে- সে জান্নাতে যাইবে না। (মুসলিম)

اِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُوْنَ الْاٰخَرِ حَتّٰى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ مِنْ اَجْلِ اَنْ يَّحْزُنَهُ (بخارى ومسلم)

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- যখন তোমরা তিন ব্যক্তি একস্থানে থাক তখন অন্যান্য লোক আসা পর্যন্ত একজনকে বাদ দিয়া অপর দুই জন কানে কানে কথা বলিওনা। কারণ ইহার দ্বারা তৃতীয় ব্যক্তি কষ্ট পায়। (বোখারী, মুসলিম)

আল্লাহর ভয়

বুদ্ধিমান কে?

হযরত সাঈদ বিন মুসায়য়াব রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- একদা হযরত ওমর হযরত উবাই বিন কা'ব এবং হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহুম তিনজন একত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন-

(১) সর্বাপেক্ষা বড় আলেম কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেনঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

(২) সবচেয়ে বেশী ইবাদত কে করে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেনঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

(৩) সর্বাপেক্ষা ভাল লোক কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেনঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

এইরূপ আশ্চর্যজনক জবাব শুনিয়া তাহারা অবাক হইয়া বলিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুদ্ধিমান তো ঐ ব্যক্তি যাহার মধ্যে পূর্ণশালীনতা, বাকপটুতা, দানশীলতা এবং মর্যাদার উচ্চ পর্যায় পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ এইসব কিছু দুনিয়ার পুঁজি। মুত্তাকী ব্যক্তি অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করে আর গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে- সে হইল বুদ্ধিমান। যদিও দুনিয়াদাররা তাহাকে সাধারণ মনে করে।

আল্লাহ পাক বলেন- اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ

অর্থাৎঃ আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি হইল, সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী ব্যক্তি।

আশা এবং ভয়ের নিদর্শন

মালেক বিন দীনার রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে আল্লাহর ভয় এবং তাঁহার রহমতের আশার নিদর্শন পায় সে একটি নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ় বিষয় উপার্জন করিল। আল্লাহর ভয়ের নিদর্শন হইল- সে আল্লাহর নাফরমানী হইতে দুরে থাকা শুরু করে। আর রহমতের আশার নিদর্শন হইল-স্বইচ্ছায় ও আগ্রহের সাথে আল্লাহর বাধ্য হয় এবং তাহার আদেশ পালন করিতে থাকে।

আল্লাহ পাকের ইরশাদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের ইরশাদ বর্ণনা করেনঃ আমার সম্মান ও বড়ত্বের শপথ! আমি মানুষকে দুইটি ভয় অথবা দুইটি নিরাপত্তা দান করিনা। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমাকে ভয় করে-আখেরাতে সে নির্ভয় থাকিবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নির্ভয় থাকিবে। আখেরাতে সে ভীত সন্ত্রস্ত্র থাকিবে-

ফিরিশতাদের মধ্যে আল্লাহ পাকের ভয়

আদী বিন আরতাত রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ সপ্তম আকাশে ফিরিশতা সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে সিজদায় পড়িয়া আছে। ইহা সত্বেও তাহারা আল্লাহর ভয়ে কম্পমান। কিয়ামতের দিন সিজদা হইতে মাথা উঠাইয়া বলিবে-ইয়া আল্লাহ! আমাদের দ্বারা আপনার ইবাদতের হক আদায় হয় নাই।

জাহান্নামের ভয়

হযরত আবু মায়সারা রহমতুল্লাহি আলাইহি যখন রাত্রে বিছানায় শয়ন করিতে

যাইতেন, তখন বলিতেন। আফসোস! যদি আমার মাতা আমাকে প্রসবই না করিতেন। তাহার স্ত্রী শুনিয়া বলিলেন- আল্লাহ পাক আপনাকে ঈমান ও ইসলামের ন্যায় মহামূল্যবান সম্পদ দান করিয়াছেন। ইহার পরও আপনি এই ধরনের কথা বলেন? তিনি বলিলেন নিঃসন্দেহে, ইহা বড় সম্পদ। কিন্তু আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, তোমাদের সকলের জাহান্নামের উপর দিয়া অতিক্রম করিতে হইবে। কিন্তু সেখান থেকে পার হইতে পারিব কিনা-তাহা বলা হয় নাই।

ভয়ের দ্বারা গোনাহ মাফ হয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ মুমিনের অন্তরে যখন আল্লাহর ভয় পয়দা হয় তখন তাহার গোনাহসমূহ বৃক্ষের পাতার ন্যায় ঝরিয়া পড়িতে থাকে। জনৈক বুযুর্গ বলিয়াছেন- আল্লাহর ভয় বান্দাকে গোনাহ করা থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর রহমতের আশা ইবাদত করিবার আগ্রহ পয়দা করে। আর মৃত্যুর স্মরণ নশ্বর দুনিয়া ও অনর্থক কথাবার্তা হইতে দুরে রাখে।

তিন আর তিন

হযরত হাসান রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ তিনটি বিষয় ধ্বংসাত্মক আর তিনটি বিষয় মুক্তি প্রদায়ক।

ধ্বংসাত্মক বিষয় তিনটি হইল-

(১) কৃপণতা- আর এই হিসাবে জীবন ধারণ করা।
(২) কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করা।
(৩) নিজকে সকলের চেয়ে বড় ও উত্তম ধারণা করা।

মুক্তি প্রদায়ক বিষয় তিনটি হইল-

(১) সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি অবস্থায় ইনসাফ করা।
(২) দারিদ্রতা ও বিত্তশীলতা উভয় অবস্থায় মধ্য পন্থা অবলম্বন করা।
(৩) জনসমক্ষে ও একাকীত্বে উভয় অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা।

আল্লাহর ভয়ের নিদর্শন (আলামত)

ফকীহ আবুল লায়ছ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- সাতটি আমলের দ্বারা আল্লাহ পাকের ভয় প্রকাশ পায়-

(১) মুখঃ আল্লাহর ভয়ে মানুষ মিথ্যা, গীবত, চুগুলখোরী এবং অনর্থক কথাবার্তা হইতে বিরত থাকে আর আল্লাহ পাকের যিকির ও কুরআন তিলাওয়াতে লাগিয়া যায়।

(২) পেটঃ বান্দা স্বীয় পেটে হালাল রুজী প্রবিষ্ট করে আর হারাম খাদ্য থেকে বাঁচিয়া থাকে। আবার হালাল রুজীও প্রয়োজনের অতিরিক্ত খায় না।

(৩) চোখঃ যাহা দেখা হারাম তাহা দেখা হইতে ফিরিয়া থাকে। আর যাহা দেখা হালাল তাহাও শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে দেখে। প্রবৃত্তির চাহিদা পুরণের জন্য নয়।

(৪) হাতঃ আল্লাহর পছন্দনীয় নহে এমন সব কার্য হইতে তাহার হাত বিরত থাকে। আর শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাহার হাত ব্যবহৃত হয়।

(৫) পাঃ যে কার্যে আল্লাহর নাফরমানী হয়, ঐ কার্যের দিকে তাহার পা চলেনা। আর যে কার্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি রহিয়াছে ঐ কার্যের দিকে পা দ্রুত চলে।

(৬) অন্তরঃ যে অন্তরে আল্লাহর ভয় রহিয়াছে ঐ অন্তরে হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা প্রভৃতির স্থলে ভালাবাসা, সহানুভূতি ও সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি পয়দা হয়।

(৭) এখলাছঃ আল্লাহকে যে ভয় করে, সে যেন নিজের মধ্যে এখলাছ পয়দা করার চেষ্টা করে। যাহাতে এখলাছের অভাবে তাহার সমস্ত আমল নষ্ট না হইয়া যায়।

এই ধরনের লোকদের সম্পর্কে কুরআন পাক বলে-

وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ -

অর্থঃ আপনার প্রতিপালকের নিকট আখেরাত মুত্তাকীদের জন্য।

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا -

অর্থঃ নিঃসন্দেহে সফলতা মুত্তাকীদের জন্য।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ -

অর্থঃ নিঃন্দেহে মুত্তাকীগণ নিরাপদ স্থানে থাকিবেন।

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا -

অর্থঃ তোমাদের প্রত্যেককে দোজখের উপর দিয়া অতিক্রম করিতে হইবে। ইহা তোমার প্রতিপালকের দৃঢ় ও অটল ফয়সালা। অতঃপর আমি মুত্তাকীগণকে মুক্তি দিব আর জালেমদিগকে অধঃমুখে জাহান্নামে ছাড়িয়া দিব।

হাযারে এক

হযরত হোসাইন বিন এমরান রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- একদা আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে সফরে ছিলাম। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়-

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ -

অর্থঃ হে মানুষ! স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর। নিঃসন্দেহে কিয়ামতের কম্পন বড় ভয়ানক।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বলিলেন- তোমরা কি জান যে ইহা কোন দিন হইবে? আমরা বলিলাম- আল্লাহ এবং

আল্লাহর রাসূলই জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিনেঃ ইহা ঐ দিন হইবে, যে দিন আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ) কে বলিবেন, উঠ! জান্নাতীদিগকে জান্নাতে আর জাহান্নামীদিগকে জাহান্নামে প্রেরণ কর। তিনি তখন বলিবেন-ইয়া আল্লাহ! কত লোক জান্নাতে যাইবে? আল্লাহ পাক বলিবেন- প্রতি হাযারে একজন জান্নাতে আর নয়শত নিরানব্বই জন জাহান্নামে যাইবে। সাহাবাগণ ইহা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন-

প্রত্যেক নবীর আগমনের পূর্বে জাহিলিয়াতের যুগ ছিল। জাহান্নামীদের সংখ্যা তাহাদের দ্বারা পূর্ণ করা হইবে। যদি ইহাতে সংখ্যা পূর্ণ না হয় তাহা হইলে মুনাফিকদের দ্বারা পূর্ণ করা হইবে। অতঃপর তিনি বলেন- আমার আশা যে, জান্নাতে তোমাদের সংখ্যা দুই তৃতীয়াংশ হইবে। তিনি আরও বলেন- ইয়াজুজ মাজুজ এবং কাফের জ্বীন ও কাফের মানুষ জাহান্নামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে।

আমল ব্যতীত জান্নাত লাভ হইবে না

হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হে শ্রোতা! যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার সহিত থাকিবে এই কথাটি তোমাকে যেন ধোকায় না ফেলে, কেননা নেককারগণ শুধু আমলের দ্বারাই উচ্চতর মর্যাদায় পৌঁছিবেন।

ফায়দাঃ উচ্চতর মর্যাদা লাভের জন্য আমল করা একান্ত অপরিহার্য। আল্লাহর নাফরমানী করিয়া বিলাসবহুল জীবন যাপন করিয়া এই খেয়ালে ডুবিয়া থাকা যে, আমি অমুক অমুক বুযুর্গলোককে মহব্বত করি। সুতরাং তাহাদের সাথেই জান্নাতে থাকিব-ইহা নিজকে শুধু ধোকায় ফেলিয়া রাখা। অবশ্য বুযুর্গদের মহব্বত করার দ্বারা কোন কোন দোষত্রুটি থেকে রেহাই পাওয়া যায়, ইহাতো পৃথক কথা। ইহুদী খৃষ্টান এমনকি বেদাতীরাও নবীগণকে মহব্বত করার দাবী করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের দাবী বাতিল। কেননা কাহাকেও ভালবাসার প্রকৃত পরিচয় হইতেছে তাহার অনুসরণ ও অনুকরণ করা। অনুসরণ ও অনুকরণ ব্যতীত শুধু দাবী ভালবাসার নামে ধোকা দেওয়া মাত্র।

হাল পয়দা হয় কিন্তু সময় সময়, সর্বদা নয়

হযরত হানযালা রাদিআল্লাহু আনহু জোরে চিৎকার করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি বলিতেছিলেন-আমি মুনাফিক হইয়া গিয়াছি। আমি মুনাফিক হইয়া গিয়াছি। পথিমধ্যে হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু তাহাকে পাইলেন। বলিলেন-হানযালা! কি বলিতেছ? তুমি মুনাফিক হইয়া গিয়াছ? কখনো নহে। হযরত হানযালা রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন-হযরত! যখন আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে থাকি তখন আমার মধ্যে এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়। অন্তর আল্লাহর ভয়ে পরিপূর্ণ, নয়নে অশ্রু প্রবাহিত, নিজের নফসের হাকীকত সম্মুখে উপস্থিত। কিন্তু ঘরে গিয়া যখন স্ত্রী পুত্রের মধ্যে অবস্থান করি তখন তো এই অবস্থা থাকে না। (ইহা মুনাফিকী নহে তো আর কি?) হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন- আমারও তো এই অবস্থাই

হয়। অতঃপর উভয়ে একত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন।

হযরত হানাযাল রাদি আল্লাহু আনহু ঐ একই কথা বলিতেছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ চুপ কর! কি বলিতেছ? তুমি মুনাফিক নও। হযরত হানযালা রাদি আল্লাহু আনহু বলিলেন-ইয়া রাসূলুল্লাহ! (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার মজলিসে আমার যে অবস্থা হয়-ঘরে যাওয়ার পর তাহা অবশিষ্ট থাকে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ হানযালা সর্বদা যদি ঐ অবস্থাই বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে রাস্তায় চলাফেরার সময়, বিছানায় শয়ন করার সময় তো তোমাদের সাথে ফিরিশতা সাক্ষাৎ করিয়া আলিঙ্গন করিতে থাকিবে। হে হানযালা! এই অবস্থা সময় সময় হইয়া থাকে।

চারটি বিষয়ে ভয় কর

একদা হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে নিম্নোলিখিত আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন-

اَلَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ

অর্থঃ যাহা দান করার তাহা যাহারা দান করে এবং তাহাদের অন্তর এই জন্য কাপিয়া উঠে যে, তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়া যাইবে।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ অত্র আয়াতে কি গোনাহগার ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে যাহারা গোনাহ করিয়া আল্লাহ পাককে ভয় করে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ না! বরং ইবাদতকারী ব্যক্তিগণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহারা ইবাদত করার পরও ইবাদত কবুল না হওয়া সম্পর্কে ভয় করে ফকিহ আবুল লায়ছ বলেন- নেককার ব্যক্তিগণের চারটি বিষয়ে ভয় করা উচিত-

(১) নেক আমল কবুল হওয়া আর না হওয়ার ভয়। নেক আমল কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ পাক তাকওয়ার শর্ত আরোপ করিয়াছেন। কুরআন পাকে রহিয়াছে-

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ -

অর্থঃ আল্লাহ পাক মোত্তাকী ব্যক্তির (কুরবানী) কবুল করেন।

(২) নেক আমলে লৌকিকতার ভয়। যে কোন আমল কবুল হওয়ার জন্য এখলাস অপরিহার্য শর্ত। আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

অর্থঃ এবং তাহাদিগকে তো এই হুকুমই দেওয়া হইয়াছিল, যে এখলাসের সাথে আল্লাহর ইবাদত করিবে।

(৩) নেক আমল হেফাজতে থাকার ভয়। হাশরের ময়দান পর্যন্ত আমল লইয়া যাওয়া অপরিহার্য করা হইয়াছে। আল্লাহ পাক বলেন-

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا

অর্থঃ যে ব্যাক্তি নেক আমল লইয়া আসিবে- তাহার জন্য অনুরূপ দশগুণ নেকী মিলিবে।

জনৈক ব্যাক্তি বলিয়াছেন নেক আমল করা অপেক্ষা নেক আমল হেফাজত করা কঠিন।

(৪) তাহার এই ভয় থাকা যে, না জানি নেক কাজের তাওফীক মিলে কি না? কারণ তৌফিক সর্বতোভাবে আল্লাহরই ইচ্ছাধীন।

وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلاَّ بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

অর্থঃ আমার তাওফীক আল্লাহ পাকেরই পক্ষ হইতে। তাহার প্রতিই নির্ভর করি এবং তাহার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।

আল্লাহর যিকির

তিনটি কঠিন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

হযরত আবু জাফর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ তিনটি বিষয় খুব কঠিন-

(১) নিজের সাথে ইনসাফ করা। (২) মাল সম্পদের ক্ষেত্রে স্বীয় ভ্রাতার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা। (৩) আল্লাহর যিকির করা।

সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল

হযরত মুয়ায বিন জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- আল্লাহর যিকির অপেক্ষা অধিক মুক্তিদাতা কোন আমল নাই। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন-

জিহাদও কি এইরূপ? হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন- হ্যাঁ, জিহাদও। হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করিলেন- সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল কোনটি? হুজুর বলিলেন- মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে লাগিয়া থাকা।

ঈমানের আলামত

হযরত মালেক বিন দীনার রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- যাহার অন্তর মাখলুক থেকে সরিয়া আল্লাহর যিকিরে লাগে নাই তাহার আমল বরবাদ, তাহার অন্তর অন্ধ, তাহার জীবন নষ্ট হইয়াছে। হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ আল্লাহর যিকির ঈমানের নিদর্শন। মুনাফেকী হইতে মুক্ত থাকার আলামত। শয়তান থেকে হেফাজত থাকার জন্য দুর্গস্বরূপ। জাহান্নামের অগ্নি থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু -এর উক্তি

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- আল্লাহর যিকির দুই স্মরণের মধ্যে হয়। ইসলামের অবস্থান হইল দুই তলোয়ারের মধ্যে। আর গোনাহের অবস্থান দুই ফরযের মধ্যে।

(১) আল্লাহর যিকির দুই স্মরণের মধ্যে থাকার অর্থঃ বান্দা কর্তৃক আল্লাহর স্মরণ-আল্লাহ পাক তাহাকে স্মরণ করার তৌফিক প্রদানের উপর নির্ভর করে। আবার বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করার পর আল্লাহ বান্দাকে ক্ষমা করার দ্বারা স্মরণ করেন। যেন বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করার পূর্বেও , আল্লাহ বান্দাকে স্মরণ করেন আর পরেও বান্দাকে স্মরণ করেন।

(২) ইসলামের অবস্থান দুই তলোয়ারের মধ্যে হওয়ার অর্থঃ অমুসলিম যদি ইসলাম কবুল না করে অথবা জিযিয়া কর প্রদান করিয়া আনুগত্য প্রকাশ না করে, তাহা হইলে তলোয়ারের মাধ্যমে তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয়। আবার কোন মুসলমান যদি মুরতাদ হইয়া যায়, তাহা হইলে তলোয়ারের মাধ্যমে তাহাকে সাজা প্রদান করা হয়।

(৩) গোনাহের অবস্থান দুই ফরযের মধ্যে হওয়ার অর্থঃ বান্দার উপর ফরয হইল গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকা। আর গোনাহ হইয়া যাওয়ার পর ফরয হইল তওবা করা।

শয়তানের পলায়ন

কুরআন পাকে রহিয়াছে- مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

অর্থঃ পলায়নকারী কূমন্ত্রণা দাতার অনিষ্ট হইতে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- এখানে পলায়নকারী কূমন্ত্রণাদাতা দ্বারা শয়তানকে বুঝানো হইয়াছে। শয়তান সর্বদা মানুষের অন্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। যখন বান্দা আল্লাহর স্মরণ করে তখন শয়তান দূরে সরিয়া যায়। আর যখন বান্দা আল্লাহকে ভূলিয়া থাকে তখন পুনরায় কূমন্ত্রণা প্রদান করিতে থাকে।

অন্তর পরিস্কারকারক

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ প্রত্যেক বস্তুর জন্য পরিস্কারকারক অপর একটি বস্তু থাকে। আর অন্তর পরিষ্কারকারক হইল-আল্লাহর যিকির।

শয়তানের নিরাশা

হযরত ইবরাহিম নখয়ী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

(১) কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিবার সময় সালাম করিয়া প্রবেশ করিলে শয়তান বলে, এখন আমার এখানে অবস্থান করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

(২) যখন আহার করার সময় বান্দা "বিসমিল্লাহ" পাঠ করে তখন শয়তান বলে-

আমার জন্য এখন এই ঘরে অবস্থান করার সুযোগ অবশিষ্ট রহিল না এবং পানাহারেরও সুযোগ অবশিষ্ট রহিলনা। (এই কথা বলিয়া সে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়।)

ব্যাখ্যাঃ ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ঘরে প্রবেশ করিবার সময় সালাম করা আর আহার করিবার সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করা কত গুরুত্বপূর্ণ।

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ আহার শুরু করিবার আগে, অবশ্যই বিসমিল্লাহ পাঠ করিবে। আহার শুরু করিবার আগে পাঠ করিতে ভুলিয়া গেলে, আহারের মধ্যখানে পাঠ কর, (অথবা মধ্যখানে পাঠ করিতে ভুলিয়া গেলে, আহার সমাপনান্তে পাঠ কর। মধ্যখানে বা শেষ ভাগে এইভাবে পাঠ কর-

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ -

মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শয়তান

ফকীহ আবুল লায়ছ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু-এর শিষ্য আবু মুহাম্মদ বলেনঃ শয়তান আল্লাহ পাকের কাছে আবেদন করল- হে আল্লাহ!

(১)মানুষ যাহাতে আপনার ইবাদত করিতে পারে, সেজন্য তাহাদিগকে বিশেষ একটি ঘর (অর্থাৎ মসজিদ) প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন- আমার জন্য এই ধরনের কোন ঘর তো নাই। আল্লাহ পাক বলিলেন- তোমার জন্য বিশেষ ঘর হইল- গোসল খানা।

(২) শয়তান বলিল- মানুষের জন্য তো বিভিন্ন বৈঠকখানা বা সমবেত হওয়ার স্থান রহিয়াছে। আমার জন্য এই ধরনের স্থান কোন্‌টি? আল্লাহ পাক বলিলেন- বাজার।

(৩) শয়তান বলিল-তিলাওয়াত করিবার জন্য মানুষকে কুরআন প্রভৃতি আসমানী গ্রন্থ দান করিয়াছেন। আমার জন্য গ্রন্থ কোন্‌টি? আল্লাহ পাক বলিলেন- কবিতা।

(৪) শয়তান বলিলঃ মানুষের কাজ তো হইল, তাহারা পরস্পরে কথাবার্তা বলে- আমার জন্য এই ধরনের কাজ কোন্‌টি? আল্লাহ পাক বলেন- মিথ্যা বলা।

(৫) শয়তান বলিলঃ মানুষকে আযান দিয়াছেন। (ফলে মানুষ নামায পড়িবার জন্য একত্রিত হয়) আমার আযান কি? আল্লাহ পাক বলিলেন- গান-বাদ্য করা।

(৬) শয়তান বলিলঃ আপনি মানুষের জন্য রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। আর আমার জন্য কাহাকে? আল্লাহ পাক বলিলেন- যাদুকর ও গণকঠাকুর।

(৭) শয়তান বলিলঃ আপনি মানুষকে তো গ্রন্থ দিয়াছেন? আমার গ্রন্থ কোন্‌টি? আল্লাহ পাক বলিলেন- হাতের তালুর দাগ হইল তোমার গ্রন্থ।

(৮) শয়তানবললঃ মানুষের জন্য শিকার করিবার ক্ষেত্র রহিয়াছে। আমার জন্য শিকার করিবার ক্ষেত্র কোন্‌টি? আল্লাহ পাক বলিলেন-নারী হইল তোমার জন্য শিকার করিবার ক্ষেত্র।

(৯) শয়তান বলিলঃ মানুষের আহার্য বস্তু হিসাবে অনেক কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন-

আমার আহার্য বস্তু কি? আল্লাহ পাক বলিলেন-এমন বস্তু যাহার উপর বিসমিল্লাহ পাঠ করা হয় নাই।

পাঁচটি উপদেশমূলক কথা স্মরণ রাখিও

ফুযায়ল বিন আয়ায রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর কাছে এক ব্যক্তি আগমন করিয়া বলিল- আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বলিলেন- তোমাকে পাঁচটি উপদেশ প্রদান করিতেছি, ভালভাবে স্মরণ রাখিও।

(১) যে কোন সময়, তোমার মধ্যে যে অবস্থারই সৃষ্টি হউক না কেন সে সম্পর্কে তুমি বুঝিবে যে, এই অবস্থা আল্লাহর পক্ষ হইতে আসিয়াছে।

(২) স্বীয় রসনা সংযত কর। যাহাতে অন্যান্যরা তোমার অনিষ্ট হইতে আর তুমি আল্লাহর আযাব হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পার।

(৩) রিযিকের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের ওয়াদার উপর বিশ্বাস রাখ। তাহা হইলে তুমি মুমিনে পরিণত হইতে পারিবে।

(৪) মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে থাক। যাহাতে অসতর্ক অবস্থায় তোমার মৃত্যু না হয়।

(৫) খুব বেশী করে আল্লাহর যিকির কর। ফলে সমস্ত গোনাহ ও বিপদাপদ হইতে হেফাজতে থাকিত পারিবে।

তারপরও এসব কথায় লাভ কি?

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম রহমতুল্লাহি আলাইহি এক ব্যক্তিকে দুনিয়াবী কথা বার্তায় লিপ্ত দেখিয়া বলিলেন- এইসব কথার বিনিময়ে তোমার সওয়াব পাওয়ার আশা আছে কি? সে বলিল না। তিনি আবার বলিলেন- এই সব কথার দ্বারা কি তুমি আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচিতে পারিবে? সে বলিল-না। ইবরাহীম বিন আদহাম বলিলেন- যেহেতু এইসব কথার বিনিময়ে সওয়াব লাভেরও আশা নাই আবার আল্লাহর আযাব হইতেও বাঁচিতে পারিবেনা। তারপরও এইসব কথায় লাভ কি? সুতরাং আল্লাহর যিকির কর।

আল্লাহর যিকিরের বরকত

কাব আহবার বলেন- আমি একটি আসমানী কিতাবে দেখিয়াছি যে, আল্লাহ পাক বলেন- যে ব্যক্তি আমার যিকিরে লিপ্ত থাকার কারণে দোয়া করার সুযোগ পায় না। আমি তাহাকে ঐ সকল ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক প্রদান করি যাহারা দোয়া করে।

আল্লাহর যিকিরের নূর

ফুযায়ল বিন আয়ায রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- যে ঘরে আল্লাহর যিকির হয়। আকাশের ফিরিশতাগণ ঐ ঘরকে অন্ধকার রাত্রে আকাশের তারকার ন্যায় বা বাতির ন্যায় ঝলমল করিতে দেখেন। আর যে ঘরে আল্লাহর যিকির হয় না, সে ঘর অন্ধকার থাকে।

প্রিয় ও ঘৃণিত বান্দার পরিচয়

হযরত মুসা (আঃ) একদা আল্লাহর কাছে আরয করিলেন-প্রিয় ও ঘৃণিত বান্দার পরিচয় কি? আল্লাহ পাক বলেন-প্রিয় বান্দার নিদর্শন দুইটি। আর ঘৃণিত বান্দার নিদর্শনও দুইটি।

প্রিয় বান্দার নিদর্শন দুইটি-

(১) আমি তাহাকে যিকির করার তৌফিক দান করি। যাহাতে সে যখন আমার যিকির করে-তখন আমি ফিরিশতাদের মধ্যে তাহাদের আলোচনা করিতে থাকি।
(২) আমার নাফরমানী হইতে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখি, যাহাতে সে আযাব পাওয়ার উপযুক্ত না হয়।

ঘৃণিত বান্দার নিদর্শনদু'টি

(১) তাহাকে আমার যিকির করার কথা ভুলাইয়া দেই।
(২) তাহাকে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত করিয়া দেই। যাহাতে সে আযাব পাওয়ার উপযুক্ত হয়।

বিসমিল্লাহর প্রভাব

আবুল মলীহ স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ -এর সাথে ঘোড়ায় চড়িয়া কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে ঘোড়া নড়াচড়া করিতে লাগিল। তখন সাহাবী বলিলেন- 'শয়তান! ধ্বংস হইয়া যা।' ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন- এই রকম কথা বলিও না। ইহাতে শয়তান ফুলিয়া ঢোল হইয়া যায় বরং বিসমিল্লাহ বল। ফলে শয়তান অপদস্থ হইয়া মাটির সমান ছোট হইয়া যায়।

মজলিশের কাফফারা

হযরত নাফে বিন জুবায়র রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ নিম্নোক্ত দোয়া মজলিশের কাফ্ফারা।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র ও প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি ব্যতীত কেহ মাবুদ নাই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং তাওবা করিতেছি।

মজলিস যদি আল্লাহর যিকিরের মজলিস হয়। তাহা হইলে এই দোয়া উক্ত মজলিসের জন্য সীল মোহরের স্থলাভিষিক্ত হয়। ইহা কিয়ামতের দিন উক্ত মজলিশের প্রমাণ স্বরূপ হয়। আর যদি হাসি তামাসার মজলিশ হয় তবে এই দোয়া উক্ত মজলিশের গোনাহের কাফ্ফারা হইয়া যায়।

যিকিরের হাকীকত ও প্রকারভেদ

ফকীহ আবুল লায়ছ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আল্লাহর যিকির উত্তম ইবাদত। কারণ আল্লাহ পাক প্রত্যেক ইবাদতের জন্য, সময় ও পরিমাণ নির্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু যিকির সম্পর্কে তিনি বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا-

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির কর।

প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা চারটি

(১) আল্লাহর বাধ্য হওয়া। (২) গোনাহে লিপ্ত থাকা। (৩) সুখে থাকা। (৪) অভাব অনটনে থাকা।

যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর বাধ্য ও অনুগত থাকে। তবে তাহার যিকির হইল- সে আল্লাহর কাছে অধিক যিকির করার তৌফিকের এবং তাহার ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য প্রার্থনা করিবে।

আর যদি কেহ গোনাহে লিপ্ত থাকে- তাহা হইলে তাহার যিকির হইল- তাওবা করা আর নেককার হওয়ার তৌফিক প্রার্থনা করা।

যদি কোন ব্যক্তি ধন সম্পদ ও অন্যান্য নিয়ামতের অধিকারী হয় তবে তাহার যিকির হইল-এই সকল নিয়ামতের বিনিময়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। আর যদি অভাব-অনটন, রোগ-শোক বা অন্য কোন বিপদাপদে পতিত হয় তাহা হইলে তাহার যিকির হইল-ধৈর্য ধারণ করা।

আল্লাহর যিকিরের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য

আল্লাহর যিকিরের মধ্যে পাঁচটি সৌন্দর্য রহিয়াছে-

(১) আল্লাহর সন্তুষ্টি। (২) আল্লাহর অনুগত হওয়ার আগ্রহ পয়দা হওয়া। (৩) শয়তান থেকে হেফাজত। (৪) অন্তর নরম হয়। (৫) গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি পয়দা হয়।

কয়েকটি হাদীছ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-

إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْهَا قَالُوْا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ (ترمذى)

অর্থঃ যখন তোমরা জান্নাতের বাগানে চল; তখন তৃপ্তির সাথে বাগান থেকে আহার কর। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন- জান্নাতের বাগিচা কি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন- যিকিরের মজলিস। (তিরমিযী)

مَا عَمِلَ الْعَبْدُ عَمَلاً اَنْجٰى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ (ترمذى)

অর্থঃ আল্লাহর যিকির অপেক্ষা আল্লাহর আযাব থেকে অধিক মুক্তি প্রদানকারী কোন আমল নাই। (তিরমিযী)

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَنَا عَبْدِىْ اِذَا ذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ فِىْ شَفَتَاهُ (بخارى)

অর্থঃ আল্লাহ পাক বলেন- যখন বান্দা আমার স্মরণ করে আর আমার যিকিরের উদ্দেশ্যে ঠোঁটদ্বয় নড়া চড়া করে তখন আমি তাহার সাথী হইয়া যাই। (বোখারী)

দোয়া

পাঁচের পরে পাঁচ

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- যে ব্যক্তি পাঁচটি বিষয় লাভ করিয়াছে- সে পাঁচটি নিয়ামত হইতে বঞ্চিত থাকিবেনা।

(১) যে ব্যক্তি শুকরিয়া আদায় করিবার তাওফীক লাভ করিয়াছে, তাহার নিয়ামত বৃদ্ধি হওয়া থেকে সে বঞ্চিত থাকিবে না। আল্লাহ পাক বলেন-

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ -

অর্থঃ যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর- তাহা হইলে অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য (নিয়ামত) বাড়াইয়া দিব।

(২) যে ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণের তাওফীক লাভ করিয়াছে, সে সওয়াব হইতে বঞ্চিত থাকিবেনা। আল্লাহ পাক বলেন-

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

অর্থঃ ধৈর্য ধারণকারীদের বিনা হিসাবে সওয়াব দেওয়া হইবে।

(৩) যাহাকে তাওবা করার তাওফীক প্রদান করা হইয়াছে, তাহার তাওবা কবুল হওয়া থেকে সে বঞ্চিত থাকিবে না। আল্লাহ পাক বলেন-

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ -

অর্থঃ তিনিই স্বীয় বান্দাদের তওবা কবুল করেন।

(৪) যাহাকে গোনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করার তাওফীক প্রদান করা হইয়াছে, সে ক্ষমা পাওয়া হইতে বঞ্চিত হইবে না। আল্লাহ পাক বলেন-

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا -

অর্থঃ স্বীয় রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি ক্ষমাশীল।

(৫) যাহাকে দোয়ার তাওফীক প্রদান করা হইয়াছে- সে দোয়া কবুল হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকিবেনা। আল্লাহ পাক বলেন-

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ -

অর্থঃ আমার কাছে দোয়া কর আমি কবুল করিব।

কেহ কেহ ষষ্ঠ আরও একটি বিষয় ইহাদের সাথে যোগ করিয়াছেন। তাহা হইল- যাহাকে খরচ করার তাওফীক প্রদান করা হইয়াছে- সে বিনিময় হইতে বঞ্চিত হইবেনা। আল্লাহ পাক বলেন-

وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ -

অর্থঃ তোমরা যাহা কিছু খরচ কর- তিনি উহার বিনিময় দিবেন।

হায়! যদি দুনিয়াতে কোন দোয়াই কবুল না হইত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- মুসলমানের প্রত্যেক দোয়াই কবুল হয়। কিন্তু শর্ত হইল যে, কোন নাজায়েয কার্যের জন্য অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করিবার জন্য যেন দোয়া না হয়। (অবশ্য দোয়া কবুলের পন্থা বিভিন্ন হয়, যেমন-দুনিয়াতে তাহার আকাংক্ষা পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয় (যদি ইহাতে তাহার কল্যাণ থাকে)। অথবা আখেরাতের জন্য তাহা জমা করিয়া রাখা হয়, অথবা দোয়ার দ্বারা কোন বিপদ দূর করিয়া দেওয়া হয় অথবা তাহার কোন গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়।

এক রেওয়ায়েতে আসিয়াছে যে- বান্দার যে সকল দোয়া দুনিয়াতে কবুল হয় নাই বলিয়া বাহ্যিকভাবে মনে হয়। যখন কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাহাকে এই সকল দোয়ার সওয়াব দান করিবেন- তখন সওয়াবের আধিক্য দেখিয়া বান্দা আফসোস করিয়া বলিতে থাকিবে যে, হায়! যদি দুনিয়াতে একটি দোয়াও কবুল না হইত।

দোয়া লবণের ন্যায়

হযরত আবু যর গিফারী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- আহার্য বস্তুর মধ্যে লবণের যে পর্যায়। ইবাদতের মধ্যে দোয়াও সে পর্যায়ের।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ মানুষ যতক্ষণ তাড়াহুড়া না করে ততক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গল ও কল্যাণ সহ থাকে। সাহাবাগণ রাদিআল্লাহু আনহুম জিজ্ঞাসা করিলেন- তাড়াহুড়া বলিতে কি বুঝানো হইয়াছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ দোয়া করিতে করিতে এইরূপ বলা যে, বার বার দোয়া করিতেছি- অথচ কবুল হয় না। দোয়া করিতে করিতে এতদিন চলিয়া গেল অথচ এখনও দোয়া কবুল হয় নাই।

দোয়া কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস

হযরত হাসান রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আমি একদা আবু ওসমান মাহদী রহমতুল্লাহি আলাইহিকে তাহার অসুস্থ অবস্থায় দেখিতে গিয়াছিলাম।

আমাদের একজন বলিল- আবু ওসমান! আমাদের জন্য দোয়া করুন। আপনি অসুস্থ ব্যক্তি। অসুস্থ ব্যক্তির দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হয়। তাহার এই আবেদনের পর তিনি হাত উঠাইলেন। আমরাও তাহার সাথে হাত উঠাইলাম। তিনি হামদ ও সানার পর কুরআন পাকের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করিলেন, দরূদ শরীফ পাঠ করিলেন, অতঃপর দোয়া করিলেন এবং বলিলেন, আমাদের সৌভাগ্য- আল্লাহ পাক আমাদের দোয়া কবুল করিয়াছেন। হযরত হাসান বলিলেন- আপনি কিভাবে জানিতে পারিলেন যে, দোয়া কবুল হইয়াছেন। তিনি বলিলেন- হাসান। যদি আপনি আমাকে কোন কথা বলেন- তবে নিঃসন্দেহে আমি আপনার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব। আর আল্লাহ পাক দোয়া কবুল করার ওয়াদা পর্যন্ত করিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও তাহার কথা কিভাবে সত্য বলিয়া

বিশ্বাস করিব না। কুরআন পাকে রহিয়াছে-

اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থঃ তোমরা আমার কাছে দোয়া কর। আমি কবুল করিব।

রাত্রের দোয়া

হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ পাকের নিকট আবেদন করিলেন- হে আল্লাহ! আমি কখন দোয়া করিব যে, ঐ সময় আমার দোয়া কবুল হয়। আল্লাহ পাক বলিলেন- হে মুসা! আমি প্রভু আর তোমরা বান্দা। যে সময়ই দোয়া করিবে, কবুল হইবে। একটা সময় নির্ধারিত করিয়া দেওয়ার জন্য মুসা (আঃ) বার বার আবেদন করার পর আল্লাহ পাক বলিলেন- রাত্রের অন্ধকারে দোয়া কর, ইহা দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ সময়।

দোয়া করার উপযুক্ত হও

হযরত রাবেয়া আদবিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি একদা কবরস্থানের দিকে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি বলিলেন- আমার জন্য দোয়া করিবেন। হযরত রাবেয়া বলিলেন- আল্লাহ পাক তোমার প্রতি রহম করুন। আল্লাহর অনুগত থাক আর তাঁহার ইবাদত কর। অতঃপর দোয়া কর। তিনি প্রত্যেক অস্থির ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন।

ফায়দাঃ অন্যের কাছে দোয়া চাওয়া সুন্নত এবং মুস্তাহাব। হযরত রাবেয়া হয়তো এখানে ঐ ব্যক্তিকে সতর্ক করিতে চাহিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই দোয়ার উপযুক্ত হওয়া উচিত। নিজে কিছু না করিয়া শুধু অন্যের দোয়ার প্রতি ভরসা করা ভাল কথা নহে।

দোয়া কবুল হওয়ার প্রতিবন্ধকতা সাতটি

জনৈক ব্যক্তি এক বুযুর্গকে বলিল- আল্লাহ পাক দোয়া কবুল করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও আমাদের দোয়া কবুল হয় না কেন? বুযুর্গ বলিলেন- সাতটি জিনিস তোমাদের দোয়াকে উপরে যাইতে দেয়না। উক্ত ব্যক্তি বলিল- এই সাতটি জিনিস কি কি? বুযুর্গ বলিলেন-

(১) তোমরা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করিয়া রাখিয়াছ, কিন্তু সন্তুষ্ট করার চেষ্টাও কর না। (এইজন্য বদ কাজ ছাড়িয়া নেক কাজ করিতে থাক)।

(২) কুরআন পাক তিলাওয়াত কর অথচ ইহার অর্থ ভালভাবে বুঝিয়া আমল কর না। (তারপরও অভিযোগ কর যে দোয়া কবুল হয় না)।

(৩) আল্লাহর বান্দা হওয়ার দাবী কর অথচ বান্দার ন্যায় আমল কর না। (বান্দা ঐ ব্যক্তি- যে সর্বদা মালিকের অধীনে থাকে)।

(৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আশেক হওয়া আর তাহার উম্মত হওয়ার দাবী কর কিন্তু তাঁহার শত্রুর তরীকা মতে কাজ কর্ম কর (মহব্বতের এই দাবী বড়ই অদ্ভুত)।

(৫) মুখে তো বল যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে দুনিয়া মশার একটি পালকের সমানও নহে, কিন্তু অন্তরের অবস্থা ইহার বিপরীত। (দুনিয়াকে ইযযত, সম্মান ও আরাম আয়েশের কারণ বলিয়া ধারণা কর। আর ইহার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছ)।

(৬) তোমরা তো বল যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু তোমাদের আমল আর দুনিয়াতে তোমাদের লিপ্ত হওয়া দেখিয়া মনে হয় যে, তোমরা সর্বদাই দুনিয়াতে থাকিবে।

(৭) তোমারা তো এই কথা বল যে- আখেরাত দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম। কিন্তু আখেরাত সাজানোর কোন চিন্তাই তোমাদের নাই। আর দুনিয়া সাজানোর জন্য রাত্র দিন এক করিয়া ফেলিতেছ? (কথায় ও কাজে কি বৈপরীত্ব)।

হারাম থেকে বাঁচিয়া থাক- দোয়া কবুল হইবে

হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি দোয়া করি কিন্তু দোয়া কবুল হয়না। রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হারাম মাল হইতে বাঁচিয়া থাক। হারাম খাদ্যের এক লোকমা যাহার পেটে যায় চল্লিশদিন পর্যন্ত তাহার দোয়া কবুল হয় না। তিনি আরও বলিলেন- দোয়া করনেওয়ালার তাড়াহুড়া না করা উচিত। আল্লাহ পাক প্রত্যেক দোয়া করনেওয়ালার দোয়া কবুল করেন। অবশ্য কাহারও বেলায় দোয়া কবুল হওয়ার আলামত সাথে সাথে প্রকাশ পায়। আর কাহারও বেলায় বিলম্বে প্রকাশ পায়। আবার কাহারও বেলায় কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাইবে। হযরত মুসা (আঃ) ফিরাউনের জন্য বদদোয়া করিয়াছিলেন। হযরত হারূন (আঃ) আমীন! বলিয়াছিলেন। আল্লাহ পাক সাথে সাথে জানাইয়া দিলেন যে, তোমাদের দোয়া কবুল হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্বেও চল্লিশ বৎসর পর ফিরাউন পানিতে নিমজ্জিত হইয়াছিল।)

চার ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নাই

(১) দরূদ পাঠ করা ও সালাম প্রদানে যে কৃপণতা করে।
(২) যে ব্যক্তি আযানের জবাব দেয় না।
(৩) যে নেক কাজে অন্যকে সাহায্য করে না।
(৪) নামাযের পর যে নিজের জন্য ও সমস্ত মুমিনের জন্য দোয়া করে না।

দিলের চিকিৎসা

হযরত আব্দুল্লাহ এনতাকী বলেন- পাঁচটি জিনিসের দ্বারা দিলের চিকিৎসা হয়। (১) বুযুর্গদের সংশ্রব। (২) কুরআন পাকের তিলাওয়াত। (৩) হারাম মাল হইতে বাঁচিয়া থাকা। (৪) শেষ রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়া। (৫) সোবহে সাদেকের সময় নরম ও বিনয়ী হইয়া দোয়া করা।

সারগর্ভ দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعِفَافَ وَالْغِنٰى (مسلم)

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে হেদায়েত, তাকওয়া, পবিত্রতা এবং মুখাপেক্ষীহীনতা প্রার্থনা করিতেছি। (মুসলিম শরীফ)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضٰى بِالْقَدْرِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সুস্থতা, পবিত্রতা, আমানতদারী, উত্তম চরিত্র এবং তাকদীরের প্রতি রাযী থাকা প্রার্থনা করিতেছি।

তাসবীহসমূহ

সহজ, ভারী এবং পছন্দনীয় দুইটি কলেমা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ দুইটি কলেমা উচ্চারণ করা খুবই সহজ। (আমল) ওজনের পাল্লায় খুব ভারী এবং আল্লাহর কাছে খুবই পছন্দনীয়।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ

(১) অর্থঃ আল্লাহ পাক পবিত্র এবং প্রশংসার হকদার।

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ -

(২) অর্থঃ আল্লাহ পবিত্র ও বড়।

জাহান্নাম থেকে হেফাজতকারী ঢাল

খালেদ বিন ইমরান বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সম্প্রদায়ের কাছে দিয়া যাইতে ছিলেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ হে লোকজন! তোমরা নিজেদের ঢাল সংগ্রহ কর। লোকজন জিজ্ঞাসা করিল- আমাদের দিকে কোন শত্রু আসিতেছে কি?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন-না! তবে অগ্নি থেকে বাঁচার জন্য ঢাল সংগ্রহ কর। লোকজন বলিল- অগ্নি থেকে হেফাজতকারী ঢাল কোন্‌টি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

অর্থঃ আল্লাহ পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা তাহার জন্য। আল্লাহ ব্যতীত কেহ মাবুদ নাই। আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড়। মহান উচ্চ আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত নেক কাজ করার এবং গোনাহ থেকে বাঁচিবার কোন সামর্থ্য নেই।

এই কলেমাগুলি জাহান্নামের অগ্নি থেকে হেফাজত করিবে আর জান্নাতে লইয়া যাইবে। কিয়ামতের দিনে এই কলেমাগুলি ইহাদের পাঠকারীদের সামনে সামনে থাকিবে।

কালেমা সুয়ামের বিভিন্ন অংশ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন- আল্লাহ পাক আরশ প্রস্তুত করিয়াছেন। আর ফিরিশতাদিগকে আরশ উত্তোলন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। ফিরিশতাদের কাছে আরশ খুব ভারী অনুভূত হইয়াছে। তখন ফিরিশতাদিগকে سُبْحَانَ اللّٰهِ পড়ার জন্য বলা হইল। তাহারা এই কলেমা পড়িতেই আরশ উত্তোলন করা সহজ হইয়া গেল। অতঃপর ফিরিশতারা এই কলেমাটি পড়িতেই ছিল, এমতাবস্থায় হযরত আদম (আঃ) অস্তিত্বে আসিলেন। আদম (আঃ) হাঁচি দিলেন। তখন তাহাকে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পড়ার হুকুম দেওয়া হইল। ইহার জবাবে আল্লাহ পাক বলিলেন يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَلِهٰذَا خَلَقْتُكَ

অর্থঃ আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। এই জন্যই তোমাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

ফিরিশতারা এই কলেমা শুনিয়া সুবহানাল্লাহ -এর সাথে এই কলেমাটিও মিলাইয়া পড়িতে লাগিনেল। অতঃপর নূহ (আঃ) -এর যুগ আসিল। আল্লাহ পাক তাহাকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন তাহাদের মুর্তি পুজার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ শিক্ষা দেন।

ফিরিশতারা ইহাকে পূর্বোক্ত কলেমা দ্বয়ের সাথে মিলাইয়া পড়িতে লাগিলেন। এমনকি হযরত ইবরাহীম (আঃ) -এর যুগ আসিল। ইবরাহীম (আঃ) ঈসমাইল (আঃ) কে কুরবানী করিবার জন্য আদিষ্ট হন। তিনি আদেশ পালন করিতে উদ্যত হইলেন। এমতাবস্থায় জিব্রাইল (আঃ) দুম্বা লইয়া আগমন করিলেন। যাহাতে ঈসমাইল (আঃ) -এর পরিবর্তে ইহা কুরবানী করা হয়। তখন খুশীতে হযরত ইবরাহিম (আঃ) -এর মুখ থেকে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বাহির হইয়া আসিল। ফিরিশতারা এই কলেমাটিও পূর্বে উল্লিখিত কলেমা ত্রয়ের সাথে মিলাইয়া লইলেন। আর পড়িতে লাগিলেন-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

জিবরাইল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এই ঘটনা শুনাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবাক হইয়া বলিলেন-

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

জিবরাইল (আঃ) বলিলেন- এই কলেমাটি পূর্বোল্লেখিত কলেমা সমূহের সাথে

যেন মিলাইয়া লওয়া হয়। সুতরাং কলেমা সমূহের সমষ্টি হইল-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

ইহাকে কলেমা সুয়াম (বা তৃতীয় কলেমা) বলা হয়। হাদীছ সমূহে ইহার অগণিত ফজিলত বর্ণনা করা হইয়াছে। ফিরিশতারা খুব গুরুত্বের সাথে ইহার এক একটি কলেমা পাঠ করিয়াছেন। মানুষের ইহা পাঠ করা থেকে অবহেলা করা তাহাদের বঞ্চিত থাকার কারণ। সকাল-সন্ধ্যা কমপক্ষে একবার, এই কলেমাটি পাঠ করা উচিত।

ঈমান বান্দার প্রতি আল্লাহর মহব্বতের নিদর্শন

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- আল্লাহ পাক যেভাবে তোমাদের মধ্যে রিযিক বন্টন করিয়াছেন- অনুরূপভাবে তোমাদের মধ্যে চরিত্রও বন্টন করেন। ধন-সম্পদ এবং জাগতিক আসবাবপত্র প্রিয়-অপ্রিয়, মুমিন-কাফির সব বান্দাই পায়। কিন্তু ঈমান শুধু প্রিয় বান্দারাই পায়। সুতরাং যে ব্যক্তি দান-সদকা, জিহাদ এবং ইবাদত না করিতে পারে (অর্থাৎ দারিদ্রতার কারণে সদকা করিতে পারে না, দুর্বলতার কারণে জিহাদ করিতে পারেনা এবং ইবাদত করার শক্তি নাই)। এই ধরনের লোকের উচিত কলেমা সুয়াম অধিক পাঠ করা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন- আমার কাছে এই কলেমাটি সমস্ত দুনিয়া এবং ইহার নিয়ামত সমূহ অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। হুজুর আরও বলেন- ইহা সর্বোত্তম কথা।

দরূদ শরীফ

সুসংবাদ

মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ আমার মৃত্যুর পর যে ব্যক্তি আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করিবে, জিবরাইল (আঃ) নামসহ তাহার সালাম আমার নিকট পৌছাইবে। আমি তাহার জবাবে "ওয়া আলাইহিসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" বলিব। যদি কোন ব্যক্তি কাহারো সালাম অন্যের কাছে পৌছায়। উহার জবাব দেওয়ার তরীকা হইল, এই ভাবে বলা-

(১) সালাম প্রেরক ও সালাম পৌছানেওয়ালা উভয়ে পুরুষ হইলে বলিবে-

عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ- (আলাইকা ওআলাইহিস সালাম)

(২)যদি উভয়ে নারী হয় তখন বলিবে-

عَلَيْكِ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ (আলাইকি ওআলাইহাস সালাম)

(৩) যদি পৌছানেওয়ালা পুরুষ আর সালাম প্রেরক নারী হয়, তখন বলিবে

عَلَيْكَ وَعَلَيْهَا السَّلَامُ- (আলাইকা ওয়াআলাইহাস সালাম)।

(৪) যদি পৌছানেওয়ালা নারী আর প্রেরক পুরুষ হয় তখন বলিবে -

عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ (আলাইকি ওআলাইহিস সালাম)।

দরূদ ও দোয়া

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- আমাকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, দরূদ ব্যতীত দোয়া আসমান ও যমীনের মধ্যে ঝুলিতে থাকে।

চারটি কার্য জুলুমের অন্তর্ভূক্ত

আবু বুবদা রহমতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ চারটি কার্য জুলুমের অন্তর্ভূক্ত।

(১) দাঁড়াইয়া পেশাব করা।

(২) নামায সমাপ্ত করিবার পূর্বেই কপাল পরিষ্কার করা (সিজদা করার সময় কপালে মাটি ইত্যাদি লাগিলে সালাম ফিরাইবার পর তাহা পরিষ্কার করা উচিত।)

(৩) আযানের জবাব না দেওয়া।

(৪) আমার নামে দরূদ না পড়া।

দরূদ এবং গোনাহ মার্জনা

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ হে মানুষ! আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর। দরূদ তোমাদের জন্য গোনাহ হইতে পবিত্র হওয়ার কারণ। আমার জন্য ওসিলা প্রার্থনা কর। জনৈক সাহাবী প্রশ্ন করিলেন- ওসিলা কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- ওসিলা হইল জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থান। ইহাতে মাত্র এক ব্যক্তি প্রবেশ করিবে। আমার আশা যে, ঐ ব্যক্তি আমি হইব।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

কলেমা শাহাদাতের ওজন

হযরত আমর বিন আস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আমল ওজন করিবার পাল্লার কাছে আনয়ন করা হইবে। তাহার গোনাহের নিরানব্বইটি তালিকা এক পাল্লাতে রাখিয়া দেওয়া হইবে (এক এক তালিকা যতদূর দৃষ্টি যায়- ততদূর পর্যন্ত লম্বা হইবে)। অতঃপর এক টুকরা ছোট কাগজ বাহির করিয়া অপর পাল্লাতে রাখিয়া দেওয়া হইবে। কাগজের টুকরাটি তাহার গোনাহের নিরানব্বইটি তালিকা হইতে ভারী সাব্যস্ত হইবে। কাগজের ঐ টুকরাতে লিখা থাকিবে-

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

অর্থাৎ- আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই। আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার বান্দা ও রাসূল।

এক আয়াতের ব্যাখ্যা

হযরত আতা বিন রেবাহ, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু- এর নিকট নিম্ন আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন।

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ

অর্থাৎ- গোনাহ মার্জনাকারী, তওবা কবুলকারী, শক্ত আযাব প্রদানকারী।

তিনি জবাবে বলিলেন- غَافِرِ الذَّنْبِ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

(১) আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তির গোনাহ মার্জনাকারী যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করিয়াছে।

وَقَابِلِ التَّوْبِ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

(২) ঐ ব্যক্তির তাওবা কবুলকারী যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করিয়াছে।

شَدِيْدُ الْعِقَابِ لِمَنْ لاَيَقُوْلُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

(৩) ঐ ব্যক্তিকে শক্ত আযাব প্রদানকারী যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করে নাই।

জান্নাতের প্রবেশপত্র

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ জিবরাইল আমার কাছে নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করিতে করিতে আগমন করিয়াছেন।

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

অর্থঃ যেদিন আল্লাহ পাক এই যমীনকে অন্য যমীনে এবং আসমান সমূহকে পরিবর্তন করিয়া দিবেন। আর সমস্তলোক বাহির হইয়া মহা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে দন্ডায়ান হইবে।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেনঃ হে জিবরাইল! কিয়ামতের দিন মানুষের অবস্থা কিরূপ হইবে? জিবরাইল (আঃ) বলিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ঐ দিন সমস্ত মানুষ একটি পরিস্কার সমতল ময়দানে থাকিবে। যেখানে কোন সময় কোন খারাপ কার্য হয় নাই। জাহান্নাম রাগান্বিত হইয়া যাইবে, তখন ফিরিশতারা আরশ জড়াইয়া ধরিবে, প্রত্যেক ফিরিশতা বলিতে থাকিবে- হে আল্লাহ! নিজের মুক্তি ব্যতীত কাহারও সম্পর্কে কোন কিছু বলিনা। ঐদিন পাহাড় ধুনা তুলার ন্যায় উড়িতে থাকিবে। জাহান্নামের ভয়ে পাহাড় গলিয়া যাইবে। সত্তর হাযার

ফিরিশতা ইহার শিকল ধরিয়া থাকিবে। (জাহান্নামের সত্তর হাযার শিকল হইবে। আর সত্তর হাজার ফিরিশতা প্রত্যেকটি শিকল ধরিয়া থাকিবে)। জাহান্নামকে মহান আল্লাহর সামনে রাখা হইবে। জাহান্নামকে আল্লাহ পাক বলিবেন- জাহান্নাম! যাহা বলিতে চাও- বল। জাহান্নাম বলিবে- আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। আপনার ইয্যত ও বড়ত্বের শপথ! আজ আমি এমন প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিশোধ লইব, যে আপনার দেওয়া আহার ভক্ষণ করিত কিন্তু আপনাকে ছাড়িয়া অন্যের ইবাদত করিত। (আমার গ্রেপ্তারী হইতে বাঁচিয়া) আমার উপর দিয়া কেহ অতিক্রম করিতে পারিবে না। তবে যাহার নিকট মুক্তির সনদপত্র তাকিবে, সে অতিক্রম করিতে পারিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ হে জিবরাইল! সেখানে মুক্তির সনদপত্র কি? জিবরাইল (আঃ) বলিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ। আপনাকে মোবারকবাদ! আপনার উম্মতদের কাছে সে মুক্তির সনদপত্র থাকিবে তাহা হইল-

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ আলহামদুলিল্লাহ! আমার উম্মতকে এই কলেমা দেওয়া হইয়াছে।

মৃত্যুর সময় সান্ত্বনা দাও

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত ব্যক্তির কাছে গিয়া কলেমা পাঠ করিতে থাক। তাহাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর। নিরাশমূলক কোন কথা তাহার সামনে বলিওনা ইহা খুব সাংঘাতিক সময়। মজবুত এবং জ্ঞানী ও ধৈর্যশীল লোকও তখন হতভম্ব হইয়া যায়। দুনিয়া এবং বন্ধুবান্ধব থেকে বিদায় লওয়ার সময়, শয়তান খুব নিকটে আসিয়া যায় এবং তাহাকে পথভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে থাকে।

ব্যাখ্যাঃ মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত ব্যক্তিকে কলেমা পাঠ করিবার জন্য জবরদস্তি না করা চাই। হয়তোবা সে অস্বীকার করিয়া বসিবে। তাহার কাছে বসিয়া তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া কলেমা তাইয়্যেবা পাঠ করা উচিত।

জান্নাতের মূল্য

হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ জান্নাতের মূল্য। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করিলেন-ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কোন্ ব্যক্তি আপনার শাফাআত পাওয়ার হকদার? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ কলেমা পাঠকারী। এই কলেমার বিনিময়ে যখন ঈমানদারগণকে জাহান্নাম থেকে বাহির করিয়া আনা হইবে তখন কাফেররা আফসোস করিয়া বলিতে থাকিবে- হায়! যদি আমরাও দুনিয়াতে এই কলেমা পড়িতাম!

আপনি বিষন্ন কেন?

একদা জিবরাইল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খেদমতে আসিয়া বলিলেন- ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহ পাক আপনাকে সালাম বলিয়াছেন এবং এই কথা জানিতে চাহিয়াছেন যে, আপনি বিষন্ন কেন? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেনঃ হে জিবরাইল (আঃ) আমি স্বীয় উম্মতের চিন্তায় বিষন্ন। কিয়ামতের দিন তাহাদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হইবে- তাহা তো আমার জানা নাই। জিবরাইল (আঃ) বলিলেন- আপনি মুসলমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন- না কাফের সম্পর্কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ মুসলমান সম্পর্কে, জিবরাইল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাত ধরিলেন আর বনি সালমার কবর স্থানে এক কবরের কাছে গেলেন। কবরের উপর স্বীয় ডান পাখা মারিলেন আর বলিলেন- قُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ (আল্লাহর অনুমতিতে দাড়াঁইয়া যাও) কবর হইতে একব্যক্তি বাহির হইয়া আসিল। তাহার চেহারা ঝলমল করিতেছিল।

সে বলিতেছিল- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । আলহামদু লিল্লাহে রাব্বীল আলামীন।" জিবরাইল (আঃ) বলিলেন, ঠিক আছে কবরে প্রত্যাবর্তন কর। সে পুনরায় কবরে চলিয়া গেল। হযরত জিবরাইল (আঃ) আর একটি কবরের নিকট গেলেন। আর কবরের উপর বাম পাখা মারিলেন আর বলিলেন قُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ (আল্লাহর অনুমতিতে দাড়াঁইয়া যাও) ঘোর কাল বর্ণ চেহারা বিশিষ্ট এক ব্যক্তি ঐ কবর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সে বলিতেছিল- হায়! আফসোস! হায়! লজ্জা! জিবরাইল তাহাকে বলিলেন কবরে প্রত্যাবর্তন কর। তখন সে পুনরায় কবরে চলিয়া গেল। অতঃপর জিবরাইল (আঃ) বলিলেন- ঈমানদারগণ কিয়ামতের দিন স্বীয় কবর থেকে এই ভাবে কলেমা পড়িতে পড়িতে উঠিবে। এই জন্যই নির্দেশ দেয়া হইয়াছে- "মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত ব্যক্তিকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কলেমা পাঠ করিয়া শুনাও।" এই কলেমা গুনাহকে মিটাইয়া দেয়।

একীন পয়দা কর

হযরত মুসা (আঃ) -এর যুগে দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এক ব্যক্তি নেককার হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। অপর ব্যক্তি ফাসেক ছিল বলিয়া সকলে জানিত। মুসা (আঃ) ওহীর মাধ্যমে জানিতে পারিলেন যে, নেককার ব্যক্তি জাহান্নামে আর ফাসেক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিয়াছে। মুসা (আঃ) আশ্চর্যান্বিত হইলেন। ব্যাপারটি যাচাই করিয়া দেখার জন্য, তিনি প্রথমে নেককার ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে গমন করিলেন। স্ত্রীর কাছে তাহার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রী বলিল- আপনারা সকলেই জানেন যে- সে নেককার ছিল এবং ইবাদত করিত। মুসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- তাহার বিশেষ কোন আমলের কথা বল। স্ত্রী বলিল- রাত্রে শয়ন করিবার পূর্বে সে বলিত- "মুসা (আঃ) -এর দ্বীন যদি সত্য হয়- তবে তাহা আমাদের জন্য বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়।"

অতঃপর তিনি ফাসেকের স্ত্রীর কাছে গেলেন এবং তাহার স্বামীর অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রী বলিল- এই কথা কে জানেনা যে, সে ফাসেক ও গোনাহগার ছিল। অবশ্য রাতে শয়নকালে অধিকাংশ সময় সে বলিত- আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। মুসা (আঃ) আমাদের কাছে যে দ্বীন লইয়া আগমন করিয়াছেন- সে জন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

মুসা (আঃ) -এর দ্বীন সম্পর্কে তাহার কোন সন্দেহ ছিল না। এই একীনই তাহার কাজে আসিয়াছে।

এই ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে- কলেমা পাঠ করা তখনই লাভজনক যখন উহার উপর একীন হয়। যদি কলেমার উপর পরিপূর্ণ একীন না হয়- তখন দিন রাত কলেমা পড়িয়া জিহ্বা ভিজা রাখা বেকার। আর যদি পরিপূর্ণ একীনের সাথে একবারও কলেমা পাঠ করে এবং এই অবস্থায় মৃত্যু আসে। তখন এই ব্যক্তি একদিন না একদিন জান্নাতে প্রবেশ করিবে। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে-

مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ -

"যে ব্যক্তি (একীনের সাথে) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করিবে- সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।"

উত্তম কথা

ফিরাউন নদীতে ডুবিয়া গেল আর মুসা (আঃ) মুক্তি পাইলেন। তখন মুসা (আঃ) আল্লাহ পাকের কাছে আবেদন করিলেন। শুকরিয়া আদায় করিবার জন্য আমাকে একটি বিশেষ কলেমা শিখাইয়া দিন। আল্লাহ পাক বলিলেন- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ কর। মুসা (আঃ) বলিলেন- এই কলেমা তো সকলেই পাঠ করে। আল্লাহ পাক বলিলেন- হে মুসা! (এই কলেমাকে কি মনে করিতেছ?) সাত আসমান আর সাত যমীন যদি এক পাল্লাতে রাখা হয় এবং এই কলেমা অন্য পাল্লায় রাখা হয়- তবে কলেমার পাল্লাই ভারী হইবে।

বিশেষ জরুরী হেদায়েত

ফকীহ আবুল লায়ছ সমরকন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রাতদিন কলেমা তাইয়্যেবা পাঠ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। কারণ কোন্ সময় ঈমান থেকে বঞ্চিত করিয়া দেওয়া হয়, বলা যায় না। এই আশংকায় সর্বদা এই আমল করা জরুরী। আর যথাসাধ্য গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি জীবন ভরিয়া মুসলমান কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া ঈমান থেকে বঞ্চিত হইয়া যায়। ইহা খুব চিন্তার বিষয়। ইহা অপেক্ষা অধিক বিপদ আর কি হইতে পারে যে, এক ব্যক্তি সারা জীবন মুসলমানদের তালিকাভুক্ত থাকিয়া মৃত্যুর সময় কাফেরদের তালিকা ভুক্ত হইয়া মরিবে।

গীর্জা এবং মন্দির হইতে বাহির হইয়া জাহান্নামে যাওয়া, আদৌ আফসোসের বিষয় নহে। ইহাতে আশ্চর্য হওয়ারও কোন কারণ নাই। তবে যদি কেহ মসজিদ হইতে বাহির হইয়া জাহান্নামে যায়, তখন তাহা অবশ্যই আফসোসের বিষয়। মানুষ কখনও কখনও কোন বিষয় অতি সাধারণ মনে করিয়া- সেদিকে সতর্ক

দৃষ্টি দেয়না। অথচ এই সাধারণ বিষয়টি তাহাকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যায়।

যেমন- কাহারও নিকট হইতে টাকা লইয়া খরচ করিয়া ফেলা, আর মনকে বুঝাইয়া দেওয়া পরে তাহার টাকা শোধ করিয়া দিব অথবা মাফ করাইয়া লইব। কিন্তু ইহার সুযোগ আসার পূর্বেই হয়ত তাহাকে ইহধাম ত্যাগ করিতে হইবে। অথবা রাগের বশবর্তী হইয়া স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করিয়াছে। রাগ দমিয়া যাওয়ার পর এখন মাথায় চিন্তা আসিল, ঘরতো উজাড় হইতে চলিয়াছে। সন্তানাদির পরিচর্যা কে করিবে? এইসব চিন্তা করিয়া টাকা দিয়া ভুল ফতোয়া আনিয়া স্ত্রী হালাল হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া সারাজীবন হারাম কার্যে লিপ্ত হইয়াছে। কখনও কখনও এমন কার্যের দ্বারা ঈমানও নষ্ট হইয়া যায়।

ব্যাখ্যাঃ মৃত্যু কখন আসিয়া যায় বলা যায় না। জীবনের সামান্য সময়কেও খুব মুল্যবান বুঝা উচিত। হায়াত অতি সামান্য সময়। ইহা নষ্ট করিলে শুধু আফসোসই করিতে হইবে।

তিনটি বিষয়ের পথে কোন বাধা নাই

হযরত মুজাহিদ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- তিনটি বিষয় আল্লাহ পর্যন্ত পৌছিতে কোন বাধা থাকেনা। অর্থাৎ ইহাদের কবুল হওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই।

(১) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এরা সাক্ষ্য প্রদান।

(২) কবুল হওয়ার পূর্ণ বিশ্বাসসহ কৃত দোয়া।

(৩) পুত্রের জন্য পিতার দোয়া ও জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের বদদোয়া।

ভদ্রতার নিদর্শন সাতটি

ফকীহ আবু লায়ছ রহমতুল্লাহি আলাইহি কোন বুযুর্গের উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন- যে ব্যক্তি গুরুত্ব সহকারে সাতটি বিষয় আমল করিবে, সে আল্লাহ ও ফিরিশতাদের কাছে ভদ্র হিসাবে পরিগণিত হইবে আর গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে, যদিও সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গোনাহ করিয়া থাকে। সে ঈমানের স্বাদ পাইবে। তাহার জীবন ধারণ ও মৃত্যু উভয়ই উত্তম হইবে। সাতটি আমল হইল এই-

(১) প্রত্যেক কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করা।

(২) প্রত্যেক কাজ সমাপ্ত করিয়া 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা।

(৩) অনর্থক কাজ অথবা গোনাহের পর 'আসতাগফিরুল্লাহ' বলা।

(৪) ভবিষ্যতের জন্য কোন কথা বলিলে- 'ইনশাআল্লাহ' বলা।

(৫) অপছন্দনীয় কোন কথা শুনিলে 'লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীইয়ীল আযিম' বলা

(৬) বিপদাপদের সময়- 'ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলা।

(৭) সর্বদা কলেমায়ে তাওহীদের ওজিফা পড়া।

শেষ সময়ই বিবেচ্য

مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهِ مِنَ الدُّنْيَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ -

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যাহার জীবনের শেষ কথা হইল- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে যাইবে।

হযরত নূহ (আঃ) -এর অসিয়ত

হযরত নূহ (আঃ) স্বীয় পুত্রকে বলিলেন- আমি তোমাকে দুইটি হুকুম দিতেছি এবং দুইটি বিষয়ে নিষেধ করিতেছি-

(১) দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে যে, আল্লাহ এক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (এই উভয় বিশ্বাস প্রকাশক কলেমা, আসমান ও যমীন অপেক্ষা অধিক ভারী)।

(২) কলেমায়ে তাওহীদের সাথে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' পড়িতে থাকিবে। (ইহা ফিরিশতাদের ওজিফা। অন্যান্য মাখলুকের দোয়া, ইহার বরকতে তাহাদের রুজী দেওয়া হয়।)

(৩) শিরক থেকে খুব বাঁচিয়া থাকিবে (কেননা মুশরিকের জন্য জান্নাত হারাম।)

(৪) অহংকার-গর্ব থেকে দূরে থাকিবে (কেননা যাহার অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকিবে, সে জান্নাতে যাইবে না)।

চল্লিশ হাদীছ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

(١) مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ (১) অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই- এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করা হইল জান্নাতের চাবি। (আহমদ)

(٢) مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ (২) অর্থঃ যে ব্যক্তির শেষ কথাটি হইবে- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে যাইবে। (আবু দাউদ)

(٣) بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ ـ (৩) অর্থঃ আল্লাহর বান্দা আর কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য হইল- নামায পরিত্যাগ করা। (মুসলিম)

(٤) مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ (৪) অর্থঃ যে ব্যক্তি ফজর ও এশার নামায পড়িয়াছে- সে জান্নাতে যাইবে। (বোখারী, মুসলিম)।

(٥) خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ ـ (৫) অর্থঃ তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে কুরআন পাক শিক্ষা করে এবং কুরআন শিক্ষা দেয়। (বোখারী)

(٦) كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ ـ (৬) অর্থঃ প্রত্যেক ভাল কার্যই সদকা। (বোখারী, মুসলিম)-

(٧) جِهَادُ كُنَّ الْحَجُّ ـ (৭) অর্থঃ হে নারীগণ! তোমাদের জিহাদ হইল- হজ্ব (বোখারী, মুসলিম)

(٨) اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهٗ ـ (৮) অর্থঃ হায়া-লজ্জা মঙ্গলই মঙ্গল। (বোখারী, মুসলিম)-

(٩) تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ ـ (৯) অর্থঃ মুমিনের উপহার হইল মৃত্যু। (বায়হাকী)-

(١٠) - لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ (১০) অর্থঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাইবে না। (বোখারী)

(١١) - سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ (১১) অর্থঃ মুমিনকে গালি দেওয়া গোনাহ এবং হত্যা করা কুফুরী (বোখারী)।

(١٢) - اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ (১২) অর্থঃ ভাল কথা সদকা।

(١٣) - لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ (১৩) অর্থঃ চুগলখোর জান্নাতে যাইবেনা। (বোখারী)

(١٤) - لَايُسْئَلُ بِوَجْهِ اللّٰهِ اِلَّا الْجَنَّةَ (১৪) অর্থঃ আল্লাহর নামে শুধু জান্নাতই প্রার্থনা করা যাইবে। (আবু দাউদ)

(١٥) - مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ (১৫) অর্থঃ মুসাফির অবস্থায় মৃত্যু, শহীদ হওয়া। (ইবনে মাজা)

(١٦) - لَاتَغْضَبْ (১৬) অর্থঃ রাগ হইওনা। (বোখারী)

(١٧) - لَاتَنَاجَشُوْا (১৭) অর্থঃ শুধু দাম বাড়াইবার জন্য দরাদরি করিওনা। (বোখারী, মুসলিম)

(١٨) - لَاتَاكُلُوْا بِالشِّمَالِ (১৮) অর্থঃ বাম হাতে আহার করিওনা। (বোখারী, মুসলিম)

(١٩) - اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ (১৯) অর্থঃ দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা আর কাফেরের বেহেশত। (মুসলিম)

(٢٠) - حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ (২০) অর্থঃ ভাল ধারণা উত্তম ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। (আবু দাউদ)

(٢١) - اَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ (২১) অর্থঃ লোকজনকে তাহার মর্যাদা মোতাবেক সম্মান কর। (আবু দাউদ)

(٢٢) هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ (২২) অর্থঃ পিতামাতা তোমার জান্নাতও আবার তোমার দোজখ। (ইবনে মাজা)

(٢٣) - سَيِّدُ اِدَامِكُمْ اَلْمِلْحُ (২৩) লবণ স্বালনের রাজা।

(٢٤) - مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (২৪) অর্থঃ যে ব্যক্তি, যে সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্যতা বজায় রাখিবে- সে তাহাদের একজন বলিয়া গণ্য হইবে। (আবু দাউদ)

(٢٥) - مَنْ صَمَتَ نَجَا (২৫) অর্থঃ যে চুপ করিয়াছে- মুক্তি পাইয়াছে। (তিরমিযী)।

(٢٦) - اَوْتِرُوْا قَبْلَ اَنْ تُصْبِحُوْا (২৬) অর্থঃ সুবহে সাদেকের পূর্বেই বেতরের নামায পড়িয়া লও। (বোখারী ও মুসলিম)

(٢٧) - اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (২৭) অর্থঃ কর্মের ফল নিয়তের উপরই নির্ভরশীল।

(٢٨) - اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (২৮) অর্থঃ জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকার হইবে। (বোখারী, মুসলিম)

(٢٩) – إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا (২৯) অর্থঃ তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে চরিত্রের দিক দিয়া উত্তম। (বোখারী, মুসলিম)

(٣٠) – لَا آكُلُ مُتَّكِأً (৩০) অর্থঃ আমি টেক লাগাইয়া বসিয়া আহার করি না। (বোখারী)

(٣١) – مَنْ لَّمْ يَسْئَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ (৩১) অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায়না আল্লাহ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিযী)

(٣٢) – لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ النَّاسَ (৩২) অর্থঃ যে মানুষের উপর রহম করেনা, আল্লাহ তাহার প্রতি রহম করেন না। (বোখারী)

(٣٣) – مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ (৩৩) অর্থঃ আল্লাহ পাক যাহার মঙ্গল চান, তাহাকে দ্বীনের বুঝ দেন।.(মুসলিম)

(٣٤) – لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ جُحْرٍ (৩৪) অর্থঃ গর্তের মধ্যে অবশ্যই প্রস্রাব করিবেনা। (আবু দাউদ)

(٣٥) – اَلطَّاعُوْنُ شَهَادَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ (৩৫) অর্থঃ প্লেগ রোগ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শাহাদাত। (বোখারী, মুসলিম)

(٣٦) – رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا (৩৬) অর্থঃ ফজরের দুই রাকাত নামাজ দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যাহা কিছু আছে- এইসব হইতে উত্তম। (মুসলিম)

(٣٧) – تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السُّحُوْرِ بَرَكَةً (৩৭) অর্থঃ সেহেরী খাও। কেননা সেহেরী খাওয়ার মধ্যে বরকত রহিয়াছে। (বোখারী)

(٣٨) – اَلْبَادِئُ بِالسَّلَامِ بَرِئٌ مِنَ الْكِبْرِ (৩৮) যে প্রথমে সালাম করে, সে অহংকার মুক্ত। (বায়হাকী)

(٣٩) – مَنْ لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ (৩৯) অর্থঃ যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করিলনা, সে আল্লাহর শুকরিয়া করিলনা। (তিরমিযী)

(٤٠) – إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ (৪০) অর্থঃ জুমার নামাযের জন্য গোসল কর। (বোখারী)

চল্লিশটি হাদীছ যে মুখস্থ করিবে- ওলামাদের সাথে তাহার হাশর হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার শাফাআত করিবেন। (হাদীছ)

আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে

সমাপ্ত